মঈনুল আহসান সাবের

এবার ফেরাও

Presented By:

Banglapdf.net

roni060007

এবার ফেরাও

মঈনুল আহসান সাবের

প্রকাশক ঃ ফজলুর রহমান। **অবসর প্রকাশনা সংস্থা।**
৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১।
প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৯২/ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫।
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে ঃ বর্ণনা
৯ রেবতী মোহন দাস রোড
সূত্রাপুর ঢাকা।
বিক্রয় কেন্দ্র ও পরিবেশক ঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, রাজশাহ। রংপুর ও যশোহর। স্টুডেন্ট ওয়েজ, মাওলা ব্রাদার্স, বড়াল প্রকাশনী, ডানা পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ম্যারিয়েটা (ঢাকা স্টেডিয়াম)।

উৎসর্গ

টিপু, মিলন, নাদিম,
শোহন ও দীপক

এক

ওবেড হিলসে এখনও তুষার পড়ছে। এদিকে তুষারপাত অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশী। দু'মাইল দূরের টেবল রক রেল স্টেশনে গেলেই হয়তো দেখা যাবে সে এলাকা দিব্যি খটখটে শুকনো।

মন ভালো নেই জুডিথের। বড় ভাই ফ্রাঙ্ক দু'দিনের জন্যে জরুরী কাজে যাচ্ছি বলে পণ্ট পুলে গেছে, পাঁচদিন হয়ে গেল এখনো তার ফেরার নাম নেই। না, অন্যকোনো ভয় করে না জুডিথ, ছোটবেলা থেকেই সে দেখছে পিস্তল চালানোয় জুড়ি নেই ফ্রাঙ্কের। পণ্ট পুল আর আশেপাশের এলাকা চোর-ডাকাত আর খুনি-বদমায়েশে ভরে গেলেও ফ্রাঙ্ক'কে তারা কেউ কাবু করতে পারবে না। সুতরাং সে দিক থেকে নিশ্চিত জুডিথ। তবু মনটা খুঁতখুঁত করে, দু'দিনের জায়গায় যখম পাঁচদিন হয়ে গেল তখন এরমধ্যে একটা তার পাঠালেও পারতো ফ্রাঙ্ক। হয়তো জরুরী কোনো কাজে আটকে গেছে ও, এরকম ভেবে অ্যাব আর ওবি'কে নিয়ে জুডিথ খামারের কাজ সেরে পিস্তল প্র্যাকটিস করে। তেরো বছরের অ্যাব ওর চেয়ে ভালো পিস্তল চালায়, জুডিথ। ভেবেছে এই ক'দিনে প্র্যাকটিস করে হাত পাকিয়ে অ্যাব'কে হারিয়ে দেবে ও। তবে ছুরি চালানোয় সেটা সম্ভব নয়। জুডিথ জানে ছুরি চালানোয় অ্যাবের ধারেকাছেও কোনোদিন

আনতে পারবে না। ছুরি ঠিক চালানো নয়, দূর থেকে ছুঁড়ে মেরে লক্ষ্যভেদ করা। একটা টার্গেট তৈরি করে নিয়ে জুডিথ দশবার আর অ্যাব বিশবার সে টার্গেট লক্ষ্য করে ছুরি ছুঁড়েছিল। ফলাফল, অ্যাব একবারও টার্গেট মিস করেনি, আর জুডিথ মাত্র একবার টার্গেটের কাছে যেতে পেরেছিল। ওবি অবশ্য এসবের মধ্যে নেই। ও এখনো বেশ ছোট। ওদের সাহায্য করা, পারলে বাহবা দেওয়া আর না পারলে ভেংচি কাটা ছাড়া ওর আর কিছু করার নেই।

এমনিতে জায়গাটা চমৎকার লাগে জুডিথের। বড় ভাই ফ্রাঙ্ক লাখাম এক রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছিল। এক সময়, বছর সাত আট আগে সান ট্যাবেলোতে একটা খামার করেছিল। তারপর কি যে হল হঠাৎ। কারা যেন খুন করলো ফ্রাঙ্কের রেড ইণ্ডিয়ান স্ত্রী'কে। ফ্রাঙ্ক, দুই ছেলে নিয়ে চলে এল এই ওবেড হিলসে। ব্যাস, এটুকুই জানে জুডিথ, ফ্রাঙ্ক এর বেশী কিছু বলেনি। জুডিথের মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয়েছে পুরো ব্যাপারটা। কিন্তু বড় ভাই-য়ের স্বভাব ভালো করেই জানতো জুডিথ। ফ্রাঙ্ক নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞেস করে কখনো কিছু জানা যাবে না।

ফ্রাঙ্ক যখন ওবেড হিলসে এসে নতুন করে খামার গড়ে তুললো, জুডিথ তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওখানে এক আত্মীয়, দুই বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে থাকতো। ভালো লাগতো না, তাই সোজা চলে এল ভাইয়ের কাছে। এসে দেখলো ফ্রাঙ্ক, অ্যাব, ওবি আর চমৎকার খামার-দারুণ জীবন।

এ ক'দিনে পিস্তলে হাত পেকেছে মোটামুটি। না, টার্গেট সে মিস করে না, তবে তার অসুবিধে হয় পিস্তল বের করতে গিয়ে। সময় নষ্ট হয়ে। গলায় দু'য়েক আগে ফ্রাঙ্ক ব্যাপারটা দেখে হেসে তাকে

বলেছিল—'শোন জুডি, তোর পিস্তল বের করতে যত সময় লাগছে, সে সময়ের মধ্যে অনেকে ছয়বার গুলি চালাতে পারে। সুতরাং বুঝতেই পারছিস, যদি কখনো কারো সঙ্গে পিস্তল লড়াই'য়ে মুখোমুখি হতে হয় তবে পিস্তল বের করার আগেই তুই শেষ হয়ে যাবি।'

বড় ভাইয়ের কথা শুনে জুডিথও হেসেছিল—'যাও যাও, কারো সঙ্গে কখনোই আমাকে পিস্তল নিয়ে মুখোমুখি হতে হচ্ছে না।'

সে সময় একটু গম্ভীর মনে হয়েছিল ফ্রাঙ্ককে—'হতেও পারে জুডি, অবশ্য রাইফেলে তোর হাত সত্যিই খুব ভালো, আমার ইর্ষা হয় মাঝে মাঝে···অবশ্য মেয়ে হয়ে তুই তো আর কখনো পিস্তল লড়াইয়ে যাচ্ছিস না।' হেসে কথা শেষ করে ব্যাপারটা অবশ্য হালকা করে দিয়েছিল ফ্রাঙ্ক।

আজও সকাল থেকে পিস্তল আর ছুরির প্র্যাকটিস চলছিল। অ্যাব তার ভুলগুলো ধরে দিচ্ছে, জুডিথ প্র্যাকটিসের সময় ফ্রাঙ্কের উপদেশ মনে রাখার চেষ্টা করছে। এ এক খেলার মতো। তবে ফ্রাঙ্ককে সে চমকে দেবেই, মনে মনে ঠিক করে জুডিথ। তার ছুঁড়ে দেওয়া ছুরি একবার টার্গেটে লাগতেই খুশিতে লাফিয়ে উঠলো জুডিথ, এ সময় বাইরে ওয়াগন এসে থামলো। না দেখেও ওরা বুঝলো মিস্টার হিনশ এসেছে। মিস্টার হিনশের কাজ হচ্ছে টেবল রক স্টেশন থেকে ওয়াগনে করে অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলের লোকদের কাছে পাঠানো চিঠিপত্র, তার, জিনিসপত্র এসব পৌঁছে দেয়া।

হিনশ ঘরোয়া লোক। নিজেই দরোজা ঠেলে ভেতরে এসে দাঁড়ালো। জুডিথ ছুরি ছুঁড়বে বলে হাত তুলেছিল। হিনশ বললো—'মিস লাথাম, আমি আপনার জন্যে খারাপ খবর এনেছি।'

ছুরিটা ছুঁড়ে দিল জুডিথ, টার্গেটের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো

সেটা। হিনশের দিকে ফিরে বললো—'বলুন।'

'একটা কফিন ম্যাম',—মাথা নিচু করে বললো হিনশ—'সান টাবেলো থেকে পাঠানো হয়েছে।'

ভুল নয়তো? কে পাঠাবে কফিন? কেন পাঠাবে? কার কফিন? জুডিথ ভয় পেয়েছে, অবাক হয়েছে। হিনশ কাগজ-পত্র বের করে দিল। না, ভুল নয়, তার নামই লেখা আছে কাগজে, কাঠের কাস্কেটে একটা কফিন পাঠানো হয়েছে তার কাছে।

অ্যাব আর ওবি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যাব বললো—'কার কফিন ওটা?' সে তো জুডিথ নিজেও জানে না। শুধু কাগজ দেখে বোঝা যাচ্ছে দু'শো মাইল দূরের সান ট্যাবেলো থেকে ওটা এসেছে।

হিনশের সাহায্য নিয়ে ওয়াগন থেকে ধরাধরি করে তারা কফিনটা নামালো। 'এটা খোলার মতো কিছু আছে'—জুডিথ হিনশের কাছে জানতে চাইলো।

একটা লোহার পাতলা পাত বের করলো হিনশ। সেটা ঢুকিয়ে কফিনের ঢাকনায় মোচড় দেওয়ার আগে জুডিথ অ্যাব আর ওবি'কে দূরে সরিয়ে দিল। কেউ যখন জানে না কে আছে কফিনে তখন ওটা ওদের সামনে না খোলাই ভালো।

অ্যাব আর ওবি চলে যাওয়ার ফাঁকে কফিনের ঢাকনি আলগা করে ফেলেছে হিনশ। জুডিথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো —'খুলবো?'

মাথা ঝাঁকালো জুডিথ—'খুলুন।'

লাথাম। ফ্রাঙ্ক লাথাম। মুখে দাড়ি গজিয়েছে, হলুদ হয়ে গেছে চেহারা। কিন্তু আপন ভাই'কে ভুল হয় না কখনো। জুডিথেরও ভুল হলো না। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকলো ফ্রাঙ্কের দিকে, তার বড়

ভাই ফ্রাঙ্কের দিকে।'

: আপনি, আপনি ঠিক আছেন তো মিস লাথাম'—তোতলালো হিনশ।

যেন খুব দূর থেকে ভেসে এল জুডিথের কণ্ঠস্বর—'আমি ঠিক আছি মিস্টার হিনশ, ধন্যবাদ,·· ঢাকনি'টা নামিয়ে রাখুন।'

অ্যাব আর ওবি'র দিকে একবার তাকালো জুডিথ, তারপর হিনশের দিকে ফিরে বললো—'আপনার হাতে কি সময় আছে মিস্টার হিনশ, থাকলে আমাদের সাহায্য করুন।'

মাথা দোলালো হিনশ—'আছে···আমি কি কবর খুঁড়তে আরম্ভ করে দেব?'

: দিন।

খুব মৃদু পায়ে অ্যাব আর ওবি'র কাছে গিয়ে দাঁড়ালো জুডিথ, তার নিজের ভেতর ঝড় বইছে, কিন্তু ওদের তো জানাতেই হবে। প্রথমে অ্যাবের দিকে তাকালো সে, তারপর ওবি'র দিকে, খুব সহজে বলতে গেলেও গলার স্বর ভীষণ ভাবে কেঁপে গেল তার—'অ্যাব,···ওবি,···ওটা তোমাদের বাবা'র কফিন।'

বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো ওবি, কাঁদতে আরম্ভ করলো। জুডিথ তাকাতেই ঝট করে চোখের পানি মুছে ফেললো অ্যাব, বললো—'আমি প্রথমেই বুঝেছিলাম।'

ওভাবেই অনেকক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো তারা। জুডিথ হঠাৎ করে শক্ত হয়ে গেল, বললো—'অ্যাব ওবি, যাও, তোমাদের বাবা মারা গেছেন, তোমরা মিস্টার হিনশকে কবর খুঁড়তে সাহায্য করো।'

ওরা দু'জন হিনশকে সাহায্য করতে গেলে জুডিথ গিয়ে কফিনের

পাশে বসলো। আস্তে করে ঢাকনি উঠালো। শুধুমাত্র একটা বুলেটের চিহ্ন শরীরে, ফ্রাঙ্কের বুকে। গুলিটা বেরিয়ে গেছে শরীর ফুটো করে। জুডিথ খুব অবাক হয়ে দেখলো অঘাতের চেহারাই বলে দিচ্ছে, পেছন থেকে ; খুব কাছে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্ক'কে পেছন থেকে গুলি করে মারা হয়েছে।

প্রথমবার শুধু ফ্রাঙ্কের মৃতদেহ দেখে ও ভেঙ্গে পড়েছিল। শোকে-দুঃখে। এখন ক্রোধে চারদিক চুরমার করে দিতে ইচ্ছে করছে তার। কাপুরুষ, কাপুরুষের মতো পেছন থেকে গুলি করেছে। যার সামান্য লজ্জা বা সাহস আছে সে কখনোই এমন কাজ করবে না। তবে কে করলো, কে পেছন থেকে কাপুরুষের মতো গুলি করে মেরে ফেললো ফ্রাঙ্ক'কে ? জুডিথ খুব আস্তে মাথা নাড়ে, উত্তর পাওয়া যাবে দু'শো মাইল দূরের সান ট্যাবেলোয়। মৃতদেহটা ওখান থেকেই এসেছে। আর কি আশ্চর্য, কেন মৃত্যু, কিভাবে মৃত্যু—এ সম্পর্কে সামান্য একটা নোটও কেউ ভদ্রতা করে পাঠায় নি। কোনো ব্যাখ্যা'র প্রয়োজন বোধ করেনি ওরা। কফিনের ঢাকনি নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো জুডিথ। তাকিয়ে থাকলো বহুদূরে। ওর মনস্থির করা হয়ে গেছে।

কবর খোঁড়া প্রায় শেষ। অ্যাব একাই প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছে। হিনশকে বলতে গেলে তেমন কিছুই করতে হয়নি। জুডিথ একপলক দেখলো সবকিছু। তারপর ঘরে ফিরে বাইবেল'টা নিয়ে গেল।

এরমধ্যে কবর খোঁড়া শেষ। ছোটখাট কাজগুলো সেরে নেওয়া হচ্ছে। কাজ সেরে তারা ওয়াগনে করে কফিনটা নিয়ে আসলো কবরের পাশে। ওয়াগন থেকে দড়ি বের করে কফিনের দু'পাশে বাঁধলো হিনশ। অ্যাব আর ওবি'কে বললো—'ওজন খুব,

তোমাদের সাহায্য করতে হবে, পারবে ?'

দু'জনই শক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

দড়ি বেঁধে দু'পাশে ধরে খুব আস্তে আস্তে নামানো হল কফিন। মাটিতে ঠেকলে হিনশ অদ্ভুত কায়দায় দু'পাশের দড়ি খুলে নিল।

জুডিথ বাইবেল খুললো। অদ্ভুত শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় পড়তে আরম্ভ করলো। পড়া শেষ হলে অ্যাব, ওবি আর সে একমুঠ করে মাটি প্রথমে ছুঁড়ে দিল কবরে। ওবি ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতই কাঁদছিল ও। অ্যাবের চোখেও পানি, কিন্তু সে দ্রুতগতিতে বেলচা দিয়ে মাটি ফেলে যাচ্ছে কবরে।

একটা ফলক লাগিয়ে তারা যখন খামারে ফিরে এল তখন দুপুর। জুডিথ বাইবেল ঘরে রেখে এসে হিনশকে বললো—'মিস্টার হিনশ, আপনি কি আমাদের একটা উপকার করবেন ?

: বলুন ম্যাম।

: আমরা দিন কয়েকের জন্যে ওবেড-হিলসের বাইরে যাব। আপনি কি মিস্টার ক্যামেরুন'কে বলবেন যে কয়দিন তিনি যেন এ বাড়ির ওপর নজর রাখেন।

: তা বলবো ম্যাম, অসুবিধে নেই। কিন্তু আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ম্যাম ?

: সান ট্যাবেলো —শান্ত গলায় বললো।

: কেন ?—জিজ্ঞেস না করে পারলো না হিনশ।

: কারণ ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর কারণ আমাকে জানতে হবে। অ্যাব আর ওবি'কেও জানতে হবে।

হিনশের আরো কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু জুডিথের চোখের দিকে তাকিয়ে সে আর কিছুই জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না। বরং

স্বস্তি পেল এই ভেবে যে ফ্রাঙ্ক লাথামের মৃত্যুর সঙ্গে সে কোনো-ভাবেই জড়িত নয়।

জুডিথ বললো—'আপনার কি অন্য জায়গায় আরো কিছু ডেলি-ভারী দেওয়ার আছে?

: হ্যাঁ, ম্যাম। কিছু চিঠিপত্র।

'আপনি তবে ওগুলো দিয়ে আসুন'—জুডিথ বললো—'তবে যাওয়ার পথে আমাদের আপনার ওয়াগনে নিয়ে গেলে খুব উপকৃত হব। সন্ধ্যা [illegible]টায় একটা ট্রেন আছে না?

: আছে ম্যাম।

: আমরা ওটাই ধরবো।

হিনশ মাথা দোলালো—ঠিক আছে ম্যাম, আমি আসবো।'

হিনশ বেরিয়ে গেলে জুডিথ অ্যাব আর ওবির দিকে ফিরলো—'শোনো'...সত্যি কথাটাই শোনো, তোমাদের বাবার মৃত্যুটা স্বাভা-বিক নয়। আমাদের কারণ জানার জন্যে সান ট্যাবেলো যেতে হবে। জানতে হবে কি অপরাধে ফ্রাঙ্ককে ওরা পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে। অ্যাব, তুমি ওবি'কে নিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও। দিন কয়েক আমরা বাইরে অচেনা জায়গায় থাকবো মনে রেখো।'

দুই

ট্রেন এসে পৌঁছালো ঠিক ছ'টায়। ইঞ্জিনের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচটা বগী, মালপত্র রাখার জন্যে টানা লম্বা বগী দু'টো। ট্রেনে মালপত্র নেই বেশী, জ্বালানির হিসেবে ব্যবহারের জন্যে কাঠ আর পানি ভর্তি বেশ কিছু জার রাখা হয়েছে। দক্ষিণে এখন পানির খুব অভাব।

প্রায় অন্ধকার হয়ে এসছে চারদিক। জুডিথ ওবি আর অ্যাব একটা খালি বগিতে উঠে চুপ করে বসে থাকলো। দক্ষিণের যাত্রী বেশী নেই, ট্রেন'টা তাই প্রায় ফাঁকা। ট্রেন ছাড়লো ছ'টা বিশ মিনিটে। সারাদিন কাজ করে আট বছরের ওবি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই ও ঘুমিয়ে পড়লো। অ্যাব যদিও জেগে থাকলো অনেকক্ষণ, কিন্তু একসময় সেও ঘুমিয়ে পড়লো। জেগে থাকলো শুধু জুডিথ। দু'চোখ বন্ধ করলো না একমুহূর্তের জন্যেও, বাইরে একটানা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। তবে সে কিছুই দেখছিল না। তার দু'চোখে আবেগ-অনুভূতি ঈর্ষা-ক্ষোভ-হিংসা কিছুই ছিল না। তবে জুডিথ ভেতরে ভেতরে খুব স্থির। ও জানে কি তার কর্তব্য।

আসলে ও ভাবছিল ভাই ফ্রাঙ্কের কথা। সেই ছোট্টবেলায় বাবা-মা'কে হারিয়েছে তারা। ফ্রাঙ্ক তার খুব বড় নয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায়

ষোল বছর এই ফ্রাঙ্কই কখনো বাবা'র কখনো মা'র দায়িত্ব পালন করে গেছে। বড় ভাই হলেও জুডিথের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল সেই'ই। সেই ফ্রাঙ্ক, সোনার টুকরো ভাই তার, আজ নেই।

বছর পাঁচেক আগে ফ্রাঙ্ক হঠাৎ মাস ক'য়েকের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল। জুডিথ ওবি আর অ্যাব'কে নিয়ে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্ক আত্মগোপন করে থাকলেও টাকা পাঠাতো নিয়মিত। সেই টাকায় সংসার চলতো। তাছাড়া নিজস্ব খামার'তো ছিলই। আকারে ছোট হলেও খামারটি লাভজনক। ফ্রাঙ্কের জন্যে চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা ছিল না জুডিথের। মাস ছ'য়েক পর ফিরে এসেছিল ফ্রাঙ্ক। শুকিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। কি ঘটেছিল ফ্রাঙ্কের, এ কয়মাস কেন কোনো খবর ছিল না তার, জুডিথ তার কিছুই জানতে চায়নি। কারণ জুডিথ জানতো ফ্রাঙ্ক নিজে না বললে হাজার জিজ্ঞেস করেও তার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না।

এখন জুডিথের সেই পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে হয়। কি এমন ঘটেছিল তখন? তখনকার কোনো ঘটনাই কি ফ্রাঙ্কের এই মৃত্যুর কারণ? জুডিথ বহু ভেবেও এর উত্তর পায় না। সে জানে সান ট্যাবেলো পৌঁছে সব খবর ভালো করে না নেওয়া পর্যন্ত এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়াও যাবে না। সেই উত্তরের জন্যে, ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর কারণ খুঁজতেই সে সান ট্যাবেলো যাচ্ছে। নিছক দুর্ঘটনা বলে ফ্রাঙ্কের মৃত্যু'কে সে কোনো সময়েই মেনে নেবে না। পেছনে গুলি খেয়ে যে মৃত্যু হয় সে মৃত্যু আর যাই হোক, দুর্ঘটনা নয়।

পথের মাঝে আরো কিছু ছোট ছোট স্টেশনে থামলো ট্রেন। কখনো প্যাসেঞ্জার উঠলো, কখনো নামলো। এসব দেখছিল না জুডিথ। ফ্রাঙ্কের কথা ভাবতে ভাবতে, ওর মৃত্যুর কারণ খুঁজতে

খুঁজতে এসব শুধু ওর চোখে পড়ে যাচ্ছিল।

ট্রেন যতই দাক্ষণে এগোচ্ছিল, আবহাওয়া একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল। গরম বাড়ছে। দক্ষিণে এখন গরম। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল জুডিথ। শেষরাতের দিকে একটু বোধহয় তন্দ্রার মত এসেছিল। পুরোপুরি সচেতন হল যখন ট্রেন বেশ ঝাঁকুনি দিয়ে থামলো। সান ট্যাবেলো। ট্রেনের জানালা দিকে বাইরে তাকিয়েই জুডিথ বোঝে। এই সেই সান ট্যাবেলো। এলাকাটা রুক্ষ, পাহাড়ী, এবং নোংরা। তাদের ওবেড হিলসের মতো ছিমছাম গুছানো, পরিষ্কার নয়। এখানকার স্টেশন বিল্ডিংটা কাদামাটির ইটের, শক্ত গাঁথুনী, কিন্তু বেখাপ্পা সাইজের। প্লাটফর্মও জমাট কাদামাটির। চারদিকে কেমন একটা নিরস ভাব। সূর্যও খুব প্রখর। চারদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে এক চিলতে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে জুডিথের মুখে। এই সান ট্যাবেলো থেকে তার বড় ভাই মাত্র গতকাল লাশ হয়ে ফিরে গেছে।

অ্যাব আর ওবি'কে ঘুম থেকে উঠিয়ে জুডিথ ওদের নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লো। স্টেশনে কোনো কাজ নেই তার। সে সোজা শহরের পথ ধরলে। আট বছরের ওবি সামনে। ওর চোখে রাজ্যের কৌতূহল। ওদের ওবেড হিলসের মতো এখানেও কেন বরফ পড়ছে না সে বিস্ময় সে এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বারকয়েক জুডিথ'কে জিজ্ঞেস করেছে। জুডিথ জবাব দেয় নি। সে মাঝখানে। পেছনে ব্যাগ হাতে অ্যাব। আশেপাশের লোকজন কৌতূহলী চোখ তুলে তাদের দেখছে। জুডিথ খুব একটা অবাক হল না। দু'টো কারণ হতে পারে এর, সে ভেবে নিয়েছে। অচেনা এক তরুণীর সঙ্গে দুই অল্পবয়সী ছেলেকে দেখে তারা অবাক হয়েছে। কিংবা অ্যাব আর ওবি'ই তাদের কৌতূহলের কারণ। এদিকের লোকজন এখনো ইণ্ডি-

য়ানদের সহজ ভাবে নিতে পারে নি। যদিও অ্যাব আর ওবি সাদা পিতা'র সন্তান, তবে তাদের মা ছিল ইণ্ডিয়ান। ছেলে দু'জনই মা'য়ের আদল পেয়েছে বেশ। জুডিথ জানে অ্যাব আর ওবি খুবএকটা সাদর অভ্যর্থনা পাবে না এ অঞ্চলে। অবশ্য এসব চিন্তা এখন না করলেও চলবে তার।

স্টেশনের মত শহরটাও অপরিষ্কার আর পরিকল্পনাহীন ভাবে গড়ে ওঠা। ঘর বাড়ির সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবে সেলুন চোখে পড়লো তিন চারটা। সেগুলো মাত্র খুলেছে। জুয়াড়ু, মাতাল কিংবা বন্দুকবাজ'দের আগমন এখনো ঘটেনি। অবশ্য ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সবগুলো সেলুন গমগমে হয়ে উঠবে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে তার চোখে পড়লো পাথরের তৈরি একটা বিল্ডিং। জেল হাউস। এই জেল হাউসই তার দরকার। জেল হাউসের কিছু দূরেই একটা হোটেল। একটু ভাবলো জুডিথ, তারপর অ্যাব আর ওবি'কে বললো—'ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। চল, আমরা বরং সকালের নাস্তা সেরে নেই। নাস্তা সেরে নিতে নিতে হয়তো শেরিফ তার অফিসে চলে আসবেন।'

তারা হোটেলে ঢুকলো। অ্যাব কিংবা ওবি কেউ কোনোদিন কোনো হোটেলে ঢোকেনি। ওবি'তো এতবড় শহরই দেখেনি কোনোদিন। আর অ্যাব যদি ছয় বছর আগের কথা মনে করতে পারে তবে হয়তো এই সান ট্যাবেলো'র কথা কিছু কিছু মনে রেখেছে। কিন্তু তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত। সাত বছর বয়স পর্যন্ত সে তার বাবা ফ্রাঙ্কের সঙ্গে এই সান ট্যাবেলো শহরেই থাকতো। জুডিথ তখন থাকতো ক্যালিফোর্নিয়ায়, তাদের এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতো। কিন্তু ছয় বছর আগের কথা। অ্যাবের নিশ্চয় সেসব

দিনের কথা কিছু মনে নেই। তার ভাবসাব দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

তারা ভীষণ ক্ষুধার্তের মতো সকালের নাস্তা সারলো হোটেলের ডাইনিং রুমে। গত চব্বিশ ঘন্টায় কিছুই খায়নি তারা। সে সময় কিংবা সুযোগই পায়নি।

খাওয়া শেষে বিল মিটিয়ে তারা আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। জেল হাউসের সামনের অফিস রুমে তখনো তালা, অর্থাৎ শেরিফ এখনো আসেননি। তবে তাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এক চক্কর রাস্তাটা ঘুরে এসেই জুডিথ দেখলো শেরিফের অফিস খুলেছে। সামান্যক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলো সে। তারপর দৃঢ় পা'য়ে এগিয়ে গেল।

লম্বায় ছয় ফিটের কিছু বেশী হবে। চওড়া হাড়ের ওপর মাংস কম। সুন্দর করে কাটা গোঁফ। ফ্রাঙ্ক লাথামের বয়সীই হবে। জুডিথ এক নজরে দেখে নিল। তারপর সোজা অ্যাব আর ওবি'কে নিয়ে শেরিফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

অচেনা তিনজন'কে সামনে দেখে শেরিফের ভ্রূ একটু কুঁচকে ওঠে। সামান্য নড়চড় করে সে, বলে,—'বলুন, কি ব্যাপার।

জুডিথ বেশ শান্ত গলায় বললো—'আমি জুডিথ লাথাম। শেরিফ, আপনার কাছে আমার একটা ব্যাখ্যা পাওনা আছে। আমি জানতে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো শেরিফ। তার বাঁ কোমরে বেল্টের সঙ্গে হোলস্টারে ঝুলছে পিস্তল। লোকটা অসম্ভব দ্রুত, বাঁ'পাশের চেয়ার জুডিথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—'মিস জুডিথ, আপনি বসুন।'

জুডিথ মাথা নাড়লো—'আমার দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে'—খুব সামান্য হেসে অ্যাব আর ওবি'র দিকে একনজর

তাকিয়ে নিল শেরিফ, বললো—'আমি রুডি হকস্, সান ট্যাবেলোর শেরিফ।

'সুপ্রভাত শেরিফ, জুডিথ আবেগহীন গলায় বললো। 'আপনি শেরিফ আমি জানি। আর সেজন্যেই আপনার কাছে আসা।'

জুডিথ বসেনি দেখে শেরিফ হকস্'ও বসেননি, মেয়েটার ঠাণ্ডা ব্যবহারে সে ঠিক সহজ হতে পারছিল না। বললো—'তা, আপনি একটি ব্যাখ্যার কথা বলছিলেন মিস জুডিথ। কোন ব্যাপারে?'

জুডিথের গলা এবার আরো শীতল—'আপনি ঠিকই জানেন শেরিফ। গতকাল একটি কাস্কেটে করে আমার বড় ভাইয়ের মৃতদেহ আমার কাছে পৌঁছেছে। তাকে পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিল। এখান থেকেই সেই কাস্কেট ট্রেনে তোলা হয়েছে। সুতরাং কিছুই আপনার না জানার কথা নয় শেরিফ। আমি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ জানতে চাই।'

শেরিফ আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো। সে জানে, সে সবকিছুই জানে। শেরিফ হিসেবে তাকে সব কিছুই জানতে হয়েছে। তাছাড়া এই মেয়েটি জানে না এখন দু'জন দু'জায়গায় বাস করলেও একসময় ফ্রাঙ্ক লাথাম ছিল তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কিন্তু কি বলবে সে। মেয়েটি পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে অভিব্যক্তিহীন চোখে। শেরিফ হকস্ খামোখাই টেবিলের কাগজপত্র নাড়লো কিছুক্ষণ, তারপর ঝট করে মাথা তুলে বললো—'আপনার ভাই'কে খুনী হিসেবে খোঁজা হচ্ছিল। ওয়ান্টেড লিস্টে তার নাম ছিল।'

যেন কেউ প্রচণ্ড ঘুষি ছুঁড়ে দিয়েছে জুডিথের মুখে। খুনী, ফ্রাঙ্ক তার ভাই? কিন্তু পরমুহূর্তে সে সামলে নিল—'ফ্রাঙ্ক আমার বড় ভাই, বলার প্রয়োজন রাখে না মাঝখানে কয়েক বছর বাদে আমি

তাকে অনেকদিন থেকে চিনি। সুতরাং আমার অজানা কিছু থাকতে পারে না।

'পারে'। শেরিফ ছোট করে বললো। 'ঘটনাটা ঘটেছিল ছয় বছর আগে। আপনি তখন ফ্রাঙ্কের সঙ্গে থাকতেন?'

: না, আমি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়।

: হ্যাঁ, আপনি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়, আর ফ্রাঙ্ক লাথাম তখন এখানেই।

শেরিফ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু জুডিথ তাকে বাধা দিল, 'আমি সেটা জানি শেরিফ, কিন্তু খুনীদের পেছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলার রেওয়াজ কবে থেকে চালু হয়েছে?'

'আপনি কি বসবেন না?' শেরিফ আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

: প্রয়োজন বোধ করছি না। কিন্তু আপনি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।

: ওকে গুলি করেছে জ্যাকব রিকার।

: কে ও? আপনার ডেপুটি?

শেরিফ মাথা নাড়লো—'না, ও কারো ডেপুটী নয়। ও শহরে ঘুরে বেড়ায়, ওয়ান্টেড লিস্ট দেখে, যারা ওয়ান্টেড তাদের খোঁজ করে, ধরে এনে দেয়—জীবিত কি মৃত, তারপর পুরস্কারের পয়সা নিয়ে চলে যায়। জ্যাকব রিকারের নাম আপনার শোনা উচিত ছিল মিস। ওর মতো বন্দুকবাজ পুরো দক্ষিণে কেউ নেই।'

: আমি আগ্রহী ছিলাম না। যাক, তাহলে ফ্রাঙ্কের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, জীবিত কিংবা মৃত?

: ব্যাপারটা সেরকমই। ফ্রাঙ্কের জন্যে ছিল পাঁচশো ডলার।

: পুরস্কার ঘোষণা করেছিল কে?

: গ্যারিটি। জেফ গ্যারিটি। ফ্রাঙ্ক জেফ গ্যারিটির ছেলেকে খুন করেছিল।

: প্রমাণ আছে?

মাথা ঝাঁকালো শেরিফ—'বিচার হয়েছিল। বিচারে ফ্রাঙ্ক দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।'

জুডিথ তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে দেখে শেরিফ তাড়াতাড়ি বললো—'অবশ্য রায় কার্যকরী হওয়ার আগেই ফ্রাঙ্ক পালিয়ে গিয়েছিল।'

: তা, রায়'টা কি ছিল?

'মৃত্যু, ফাঁসীতে ঝুলিয়ে।' শেরিফ বলে। তার গলার স্বরে ক্ষমাপ্রার্থনার সুর। যেন এ ধরনের কোনো কথা সে কোনোদিন বলতে চায়নি।

এই প্রথম বিধ্বস্ত দেখায় জুডিথ'কে। এসবের কিছুই সে জানতো না। প্রাণপণে সে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করে। ঠোঁট কামড়ে ধরে, নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে।

: আপনার বোধহয় এখন বসা উচিত। আর এই ছেলে দু'টোর বোধহয় বাইরে অপেক্ষা করাই ভালো।

সামলে নিয়েছে জুডিথ। মাথা নাড়লো সে—'না, বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, পিতা সম্পর্কে সবকিছু শোনার অধিকার ওদেরও আছে।... তবে, আপনি যদি বিরক্ত বোধ না করেন তবে বলছি, আমি পুরো ঘটনা জানতে চাই, সেই প্রথম থেকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো শেরিফ। তরুণী এই মেয়েটির ভাবসাব দেখে সে বুঝতে পারছে আজ হোক, কাল হোক, তাকে সবকিছুই জানাতে হবে। এমনকি তার নিজের যে ভূমিকা আছে এ ঘটনায়,

তাও না বলে পারা যাবে না। নিজের অজান্তেই সামান্য হাসলো সে। মুখ তুলে তাকিয়ে বললো—'হ্যাঁ বলবো, কিন্তু ঘটনার কিছু অংশ ছোটদের শোনার মতো নয়। ওরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াক।'

জুডিথ এবার দ্বিমত হলনা—'ঠিক আছে। অ্যাব ওবি, তোমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

অ্যাবের সেরকম ইচ্ছে ছিলনা। কিন্তু জুডিথের কথা সে ফেলতে পারে না। ছোট বেলা থেকে জুডিথই তার কাছে সবকিছু। ওবি'কে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

শেরিফ রুডি হকস্ তাকালো জুডিথের দিকে। বেশ লম্বা মেয়েটি, আর শক্ত গড়নের, খামারের মেয়েরা সাধারণত যেরকম হয়, সেরকম। রোদে পুড়ে গায়ের চামড়া তামাটে হয়ে গেছে। তবে সুন্দরী, মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী। একহারা, লম্বাটে গড়নের মধ্যে এমন তামাটে সুন্দরী রুডি হকস্ খুব কমই দেখেছে। মেয়েদের এরকমই হওয়া উচিত।

তারদিকে এরকম অপলক তাকিয়ে থাকতে অনেককে দেখেছে জুডিথ, সে শান্ত গলায় শুধু বললো—'শেরিফ, কাহিনীটা আরম্ভ করুন।'

শেরিফ হকস লজ্জা পেলেন। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে একটা চুরুট ধরালেন তিনি। বলতে আরম্ভ করলেন—'এসবের অনেক কিছুই হয়তো আপনি জানেন। তবু পুরোটাই বলছি। এ শহরের বাইরেই একটু পূবে ফ্রাঙ্কের একটা খামার ছিল, এ এলাকার সবচেয়ে ভালো খামার। রেডইণ্ডিয়ান বউ আর দুই ছেলে নিয়ে ওখানেই থাকতো ফ্রাঙ্ক। আপনি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। একদিন বাইরের কাজ সেরে ফিরে এসে ফ্রাঙ্ক দেখে ওর বউ'কে ধর্ষণ করার পর পিটিয়ে মেরে

ফেলেছে জেস গ্যারিটি। ফ্রাঙ্কের মেজাজ কি রকম ছিল তাতো আপনি ভালো জানেন। হয়তো বিচারের আগে একদম প্রাণে সে জেস'কে মেরে ফেলতে চায়নি। কিন্তু জেস তার হাতেই মারা যায়। হয়তো মারপিটের মাত্রাটা বেশী হয়ে গিয়েছিল।'

'আমার তো মনে হয় স্ত্রী'কে ধর্ষণ ও হত্যা করার প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার যে কোনো লোকের আছে'—স্থির গলায় বললো জুডিথ।

শেরিফ মাথা ঝাঁকালো—'তা বটে। তবে জুরি'রা তা মনে করে নি। দক্ষিণে, অর্থাৎ এ অঞ্চলে অবস্থার এখন সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও ছয় বছর আগে রেড ইণ্ডিয়ান'দেরকে আমাদের সমতুল্য মনে করা হত না। তাছাড়া জেস গ্যারিটির বাবা বলতে গেলে এ এলাকার একছত্র অধিপতি। হাজার হাজার একর জমি তার। টাকা পয়সা'র ছড়াছড়ি। সুতরাং মামলা'র রায় ফ্রাঙ্ক লাথামের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল।···আপনি নিশ্চয় এসব জানেন।

জুডিথ মাথা নাড়লো—'না, সব নয়। আমি শুধু আমার ভাইয়ের রেড ইণ্ডিয়ান বউয়ের কথা জানি। ফ্রাঙ্ক আমাকে জানিয়েছিল অজ্ঞাত পরিচয় শত্রু ওর বউকে মেরে ফেলেছে। সে'ও সান ট্যাবেলো থেকে চলে এসেছে। ব্যস, এটুকুই। তারপর থেকে আমরা তো একসঙ্গে। আমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চলে এসেছিলাম। তবে বছর পাঁচেক আগে সম্ভবত এদিকে এসেই ফ্রাঙ্ক কয়েক মাস টাকা পাঠানো ছাড়া আমাদের কারো সঙ্গেই যোগাযোগ রাখে নি।···হ্যাঁ, কাহিনীর বাকী অংশ বলুন এবার।'

শেরিফ মুখ খুললো—'ঘটনার পরপরই গুরুত্ব অনুধাবন করে ফ্রাঙ্ক দু'ছেলেকে নিয়ে তার খামার ছেড়ে পালিয়ে গেল ওবেড হিলস-এ।

এক বছর তার কোনো খোঁজ পাইনি আমরা। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বছর খানেক পর সে নিজে এসেই ধরা দিল। হয়তো ভেবেছিল ন্যায্য বিচার পাবে। কিন্তু বিচারে জুটলো মৃত্যুদণ্ড।

: তারপর ?

: তারপর জেল থেকে ফ্রাঙ্ক পালালো।

: পালালো !

: হ্যাঁ। শেরিফ জুডিথের চোখের দিকে না তাকিয়ে বলে।

: কিভাবে পালালো ? ফ্রাঙ্ক কি এ জেলেই ছিল ?

শেরিফ বিরক্তি প্রকাশ করলো—'দেখুন মিস, আপনি খুব বেশী কৌতুহলী, বড় বেশী প্রশ্ন করেন।···কিভাবে পালিয়েছিল জানি না। তবে পালিয়েছিল এটাই হল ব্যাপার।'

: তখন কি আপনি শেরিফ ছিলেন মিস্টার রুডি হকস্ ?

: ছিলাম।

: তার পালানোর ব্যবস্থা কি আপনিই ক'রে দিয়েছিলেন মিস্টার রুডি হকস্ ?

শেরিফ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো জুডিথের দিকে—'যদি ব্যবস্থা করেই থাকি তবে কি এসে যায় তাতে ?' গলার স্বর সামান্য নামালো সে. 'কেউ কেউ বলে ফ্রাঙ্কের পালানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম। জেসের বাবা জেফ গ্যারিটি বলেছিল সে এমন ব্যবস্থা করবে যেন আমি আর শেরিফ না হতে পারি। সে যাই হোক, শেরিফ আমি আবার ঠিকই হয়েছি। জেফ ক্ষেপলেও তার কিছু করার ছিল না।'

একটু হাসলো জুডিথ—'শুধু ফ্রাঙ্কের মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করা ছাড়া, তাই না ?'

: হ্যাঁ, তাই।

: তা, জ্যাকব রিকার এবার ফ্রাঙ্ককে জীবিত ধরে এনেছিল না মৃত? মৃতই বোধহয়।

: হ্যাঁ, মৃতই এনেছিল। রিকার বলেছিল ধরা পড়ার পর ফ্রাঙ্ক পালাতে চেয়েছিল।

: আপনারও কি তাই বিশ্বাস?

শেরিফ একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিল—'দেখুন, পালানোর চেষ্টা না করাই অস্বাভাবিক। কারণ ফ্রাঙ্ক'তো জানতো বিচারে কি রায় তার জুটেছে।'

'আচ্ছা, বেশ'—মাথা ঝাঁকালো জুডিথ। 'এবার বলুন, করিৎকর্মা ভদ্রলোক রিকার এখন কোথায়?'

: ওতো রিওয়ার্ড-মানি পাওয়ার পরপরই শহর ছেড়ে চলে গেছে।

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকালো জুডিথ—'কেন, ওর বিরুদ্ধে কোনো চার্জ আনা হয় নি? কোনো বিচার বসে নি?'

: কেন বসবে মিস জুডিথ? পুরস্কারে বলা হয়েছিল-জীবিত কিংবা মৃত।

: অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে পুরস্কার-ঘোষণা করার অর্থ হল খুনের অনুমতি দিয়ে দেওয়া। যে কেউ ওয়ান্টেড ব্যক্তিকে খুন করতে পারে, অফিসার হোক বা না হোক? তাই না?

অস্বস্তিকর ভাবে মাথা নাড়ালো শেরিফ—'ব্যাপারটা সেরকমই।'

: তাহলে এমনও তো হতে পারে ফ্রাঙ্ক পালানোর চেষ্টাই করে নি, দেখা মাত্রই তাকে পেছন থেকে গুলি করেছে রিকার। হতে পারে?

: পারে। তবুও কোনো প্রমাণ নেই।

: তবুও কথা থেকে যায়।

: হয়তো। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম এরকম—মৃত ফ্রাঙ্ককে নিয়ে আসার পর পুরস্কার—অর্থ সে তো পাবেই, আইনও কোনো প্রশ্ন তুলবে না।

জুডিথ তাকিয়ে থাকলো শেরিফের দিকে। এ মেয়ের তাকানোর ভঙ্গি বড়ই অস্বস্তিকর। অন্তত, এ মুহূর্তে। শেরিফ মনে-প্রাণে চাচ্ছে প্রসঙ্গ পাল্টাতে।

জুডিথ চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলো—'রিকারের বাড়ি কোথায়?'

: তাতো আমি জানি না। তবে বছর ৫/৬ আগে সে এ শহরেই থাকতো।

: ঐ সময়েই জেস গ্যারিটি মারা গিয়েছিল?

: ঐ সময়েই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো জুডিথ। এক সময় জিজ্ঞেস করলো—ফ্রাঙ্কের ডেড বডি পাঠানোর দায়িত্ব কে নিয়েছিল?

: আমি।

: সঙ্গে একটা নোট পাঠালে পারতেন। ঐ মুহূর্তে অন্তত আপনাদের মতানুযায়ী তার মৃত্যুর কারণ জানতে পারতাম।

'উচিত ছিল,' শেরিফ স্বীকার করলো। 'কিন্তু পাঠানো হয় নি। কি আর হত পাঠিয়ে?'

: খুব একটা কিছু হত না বটে—জুডিথ তাকিয়ে থাকলো শেরিফের দিকে। এই শহর, এই সান ট্যাবেলো শহর ফ্রাঙ্কের সঙ্গে হিংস্র জন্তুর মত আচরণ করেছে। পাগলা শেয়ালের মত গুলি করে মেরেছে ওকে। আর খুনী রিকারের হাতে পুরস্কারের অর্থ তুলে দিয়ে তাকে

বিদায় জানিয়েছে সসম্মানে।

তবে সম্ভবত শেরিফ রুডি হকসই পাঁচ বছর আগে ফ্রাঙ্কের পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এই রুডি হকস্ না থাকলে হয়তো পাঁচ বছর আগেই ফ্রাঙ্ককে হারাতে হতো। ভেতরে কিছু একটা ব্যাপার আছে, সে বুঝতে পারছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই তার।

শেরিফ'কে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরলো।

শুনুন। শেরিফ তাকে থামায়। 'এখন আপনি কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?'

: কি করবো? না শেরিফ, এখনো কিছুই ঠিক করি নি।

'ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত, মিস জুডিথ।' শেরিফ নিচু গলায় বললো।

: এখন আর নতুন করে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই শেরিফ। আছে কি?

উত্তরের অপেক্ষা না করে জুডিথ বেরিয়ে গেল। শেরিফ এই প্রথম একটু স্বস্তিবোধ করলো। মেয়েটার প্রশ্নের সামনে সে দাঁড়াতেই পারছিল না। এখন ভালোয় ভালোয় মেয়েটা ওবেড হিলস-এ ফিরে গেলে হয়। তবে শেরিফ ভেতরে ভেতরে ঠিকই বুঝতে পারছে, এ মেয়ে এতো সহজে ফিরে যাবে না।

তিন

সান ট্যাবেলো শহরটা ছোট। জুডিথ অ্যাব আর ওবি'কে নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরলো কতক্ষণ। ইতিমধ্যে শহরের কর্মব্যস্ততা আরম্ভ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন। কেউ কেউ খুব অবাক হয়ে তাকায়। জুডিথ ভ্রুক্ষেপই করলো না। সে ছোট এক পার্কের বেঞ্চে বসে অ্যাব'কে জিজ্ঞেস করলো,—'অ্যাব, এখানে ঘটেছিল, অর্থাৎ এ শহরে, তেমন কিছু তোমার মনে পড়ছে?' অ্যাব মাথা নাড়লো। না, তার মনে পড়ছে না। জুডিথ আবার জিজ্ঞেস করলো—'এই শহরের কথাও কি তোমার মনে নেই?' অ্যাব এবারও মাথা নাড়লো।

আসলে অ্যাব'কে এসব জিজ্ঞেস না করাই ভালো। ছ'বছর আগের কথা তেরো বছরের অ্যাবের মনে না থাকাই স্বাভাবিক। জুডিথ চুপ করে থাকলো। অ্যাব জিজ্ঞেস করলো—'শেরিফ আমাদের সামনে কিছু বললেন না কেন?' 'কারণ, শেরিফের ধারণা তোমরা তা শোনার মতো যথেষ্ট বড় হওনি। তবে আমার মনে হয় তোমাদের শোনা উচিত। তোমাদের বাবার ব্যাপার তোমাদের জেনে রাখা দরকার।' জুডিথ তাদের সব কিছুই খুলে বললো। প্রথম থেকে সবকিছু।

শুনে দু'জনেই চুপ করে থাকলো। ওবি'র চোখে পানি, বাবার কথা এখন খুব বেশী মনে পড়ছে তার। কিন্তু অ্যাবের চোখ জ্বলছে। জুডিথ সে চোখ দেখে সন্তুষ্ঠ হল। হ্যাঁ, দরকার হলে অ্যাব পারবে।

সে দু'জনকে পার্কে বসিয়ে রেখে কোর্ট হাউসে গেল। ফ্রাঙ্কের খামারটার খোঁজ নেওয়া দরকার। গত ছয় বছরে এ খামার সম্পর্কে কিছুই শোনে নি সে ফ্রাঙ্কের মুখ থেকে। এখন সে খামার কি অবস্থায় আছে কে জানে। এখন সে খামার অন্য কারো সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে কি না তাও তার জানা নেই।

কোর্ট হাউসে কাউন্টারের পেছনে বুড়ো, কুঁজোমতো, চশমা পরা এক লোক বসেছিল। জুডিথ নিজের পরিচয় দিয়ে খামারের কথা জানতে চাইলে বুড়ো লোকটা নিরাসক্ত গলায় বললো—'মারা গেলেও ঐ খামার এখনো ফ্রাঙ্ক লাথামের। কারণ প্রতি বছর নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে।' শুনে হতচকিত হয়ে গেল জুডিথ। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে মানে? কে দিয়েছে খাজনা?' বুড়োও একটু অবাক হয়—'কেন, রুডি হকস্, এখান কার শেরিফ।' 'কিন্তু সে কেন খাজনা দিতে যাবে!' জুডিথ আরো অবাক হয়ে যায়। বুড়ো মাথা নাড়লো—'সেতো আমার জানার ব্যাপার নয়, আপনি বরং শেরিফকেই জিজ্ঞেস করুন ম্যাম। তার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কোর্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এল জুডিথ। তার ঘোর কাটে নি। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে রুডি হকস্ কেন ফ্রাঙ্ক লাথামের জমির খাজনা দিয়ে যাবে? তবে কি সেই ঐ খামার আত্মসাৎ-এর তালে আছে? নাহ্, তাও মনে হয়না। জুডিথ মাথা নাড়লো। তবে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আবার শেরিফের কাছে যেতে

হবে, জুডিথ মনে মনে বললো।

পার্কে ফিরে এসে সে অ্যাব'কে বললো—'চল, এবার আমরা তোমাদের বাবার খামার থেকে ঘুরে আসি।' অ্যাব আর ওবি তখনই রাজী। তারা রওনা দিল পায়ে হেঁটে। জুডিথ ভাবছিল ছয় বছর আগে যেখানে ভয়ানক কিছু ব্যাপার হয়েছে, ধর্ষণ, খুন, পাল্টা খুন-তেমন কোনো জায়গায় কি অ্যাব'কে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে? কিন্তু পর মুহূর্তে তার মন বললো, যাওয়াই উচিত। কারণ এখনো বহু প্রশ্ন রয়ে গেছে সে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। ফ্রাঙ্ক লাথাম পালাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে, এ কথা জুডিথ কখনোই মেনে নেবেনা। কারণ তার ভাইকে চেনে। পালাবার লোক সে ছিল না, আর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বন্দুক লড়াইয়ে তাকে পরাস্ত করবে, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। সুতরাং কিছু একটা গোপন ব্যাপার আছে। এই গোপন ব্যাপার সে জানে না, সম্ভবত শেরিফও জানে না। হয়তো জানে শুধু অ্যাব। হয়তো প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে যদি অ্যাব মনে করতে পারে ছয় বছর আগে আসলেই কি ঘটেছিল।

ছয় বছর কেউ নজর না দিলে যা হয় খামার বাড়ির অবস্থা তাই। ঘরগুলো প্রায় ভেঙ্গে চুরে গেছে। বিরানভূমির মতো পড়ে আছে পুরো জায়গা। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা পুরো খামার। কাঁটাতারও অনেক জায়গায় খুলে গেছে, খুঁটিগুলোর অবস্থাও সেরকম।

মৃদু পা'য়ে পুরো এলাকা ঘুরে দেখলো তারা। জুডিথ বারবার অ্যাবের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। এক সময় জিজ্ঞেস করলো—'কিছু মনে পড়ছে অ্যাব?' অ্যাব'কে বেশ অস্থির দেখাচ্ছে। ঠোঁট কামড়াচ্ছে সে। কিছু কি তার মনে পড়ছে? কিন্তু নিরাশ হল জুডিথ। অ্যাব মাথা নেড়ে জানালো কিছুই মনে পড়ছে না তার। 'তোমার

তো মনে পড়া উচিত অ্যাব' জুডিথ বললো। 'কেন, কেন উচিত?' কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলো অ্যাব। 'কারণ এখানে তোমার মা খুন হয়েছিল।' জুডিথও কঠিন গলায় বললো। সে চাচ্ছিল অ্যাব রেগে যাক, হয়তো এ ভাবে তার মনেও পড়ে যেতে পারে সেদিনের কথা। তাই সে আবার বললো—'এখানে অ্যাব, এখানে তোমার মাকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করা হয়েছিল। এখানেই সেই জঘন্য ব্যাপারটা ঘটেছিল। তোমার নিরীহ মাকে খুন করার জন্যে তোমার বাবা প্রতিশোধ নিয়েছিল। তাই তাকেও তারা ছেড়ে দেয় নি। তোমার বাবাকে পেছন থেকে কাপুরুষের মতো গুলি করে মেরেছে। শুধু এই নয় অ্যাব, এর মধ্যে আরো ব্যাপার আছে, আমি বুঝতে পারছি ভেতরে আরো অনেক ব্যাপার আছে, কেউ জানে না, তুমি যদি তোমার বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতে চাও তবে তোমাকে মনে করতেই হবে সেদিনের কথা...'

'এর মধ্যে আর কোনো ব্যাপার নেই।' লোকটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে ভাঙ্গা দরোজার পাশে তারা কেউ লক্ষ্য করে নি। পরণে ময়লা পোষাক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দু'টো সাপের মতো। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা তাদের দিকে, এক হাত কোমরে, ঠিক পিস্তলের ওপর। একটু হাসলো লোকটা, পিস্তলটা অসম্ভব দ্রুত গতিতে বের করে আঙ্গুলের ওপর চরকির মতো ঘোরালো। তারপর হেলাফেলায় হোলস্টারে পুরে বললো—আমি বলছি এর মধ্যে কোনো ব্যাপার নেই। ব্যাপারটা খুব সাধারণ। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ফ্রাঙ্ক লাথাম পালিয়েছিল। রিকার তাকে ধরে এনে পুরস্কারের টাকা নিয়ে চলে গেছে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটুকু জুডিথ সামলে নিল—'আপনি অনেক কিছু

জানেন দেখছি, আপনার পরিচয় ?'

লোকটা পিস্তলের বাটে হাত বুলালো—'আমার পরিচয়ে তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তোমারা কেটে পড়লে খুশি হবো।

: মানে ?

: মানে কেটে পড় এই সান ট্যাবেলো থেকে, তোমাদের এখানে দেখতে চাই না। এক দিনের সময় দিলাম। কাল সকালের ট্রেন ধরবে।

: খামারটা আমাদের। আমার ভাইয়ের, ওদের বাবার। প্রতি বছর খাজনা দেওয়া হয়েছে নিয়ম মতো। খামারটা যখন আমাদের তখন এখান থেকে কেটে পড়ার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই।

: খাজনা দেওয়া হয়েছে কি হয় নি জানতে চাই নি। ফ্রাঙ্ক লাথাম বেঁচে নেই। ছয় বছর রায় এড়িয়ে পালিয়ে ছিল। তার সম্পত্তি এটা আর নেই-ই।

: আইন তা বলে না।

লোকটা চকিতে পিস্তল বের করে, আঙ্গুলে ঘোরায় চরকির মত, বলে—'আইন তো অনেক কিছুই বলে না। তাতে কি ?'

জুডিথ ভয় পাচ্ছিল। এ রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি সে কখনো হয় নি। কিন্তু এখন সাহস হারালে চলবে না, সে জানে। বললো—'বেশ, তা আমরা যদি এখান থেকে না যাই তবে কি হবে ?'

লোকটা কুৎসিত হাসলো, পিস্তলটা হোলস্টারে পুরে বলে—'তোমার শরীরটা দারুণ, তুমি আরাম দিতে পারবে বোঝা যায়।···তা সুন্দরী হবে নাকি একরাউণ্ড, তপ্ত করবো কথা দিচ্ছি।'

জুডিথ এক পা পিছু হটলো।

লোকটা তা দেখে হাসে—'নিজের ইচ্ছেয় আসতে পারো, না হয় তুমি একটু বাধা দেবে, বাধা দিলে খেলা ভালো জমে, জান নিশ্চয় ? ...তা সুন্দরী, কাল সকালের ট্রেন ধরছো তো ?'

জুডিথ জোর গলায় বললো—'না, খামার আমাদের।'

লোকটা বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গি করলো-'শোন, প্রথমে এই হারামীর বাচ্চা দু'টোকে খুন করবো। তারপর এক এক করে তোমার সব কাপড় খুলবো, তোমাকে নিয়ে ইচ্ছে মতো মৌজ করবো, আর এভাবেই মেরে ফেলবো। ব্যাপারটা কি ভালো হবে ?'

লজ্জায় দু'কান লাল হয়ে যায় জুডিথের। আড়চোখে সে অ্যাব আর ওবি'র দিকে তাকায়। ওবি কিছুই বুঝছে না, তবে ভয় পেয়েছে। আর অ্যাব একচুলও নড়ছে না, এক হাত কোমরে পোশাকের নিচে রেখে স্থির তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। লোকটার অবশ্য ওদের কারো দিকেই খেয়াল নেই। জুডিথ একটু ভাবলো। ভাবলো ফিরে গিয়ে শেরিফকে সব বলবে, বলে ব্যাপারটার ফয়সালা করবে। কিন্তু পরমুহূর্তে হঠাৎ তার কি এক অদ্ভুত জেদ হল, সে সজোরে মাথা নাড়লো-'তোমার পরিচয় যখন দিতে চাও না তখন ব্যাপারটা রহস্যজনক বৈকি, তোমার আচরণ আর বক্তব্য আরো রহস্যজনক। তবে যাই হোক, তুমি এখন যেতে পার। আমাদের খামারে তোমাকে আমরা আর এক মুহূর্তেও চাই না।'

লোকটা খুব দ্রুত এগিয়ে এলো। ওবি'কে তুলে নিল একহাতে, ছুঁড়ে ফেললো দূরে। এগিয়ে গিয়ে ওবি'র বুকের ওপর এক পা তুলে দিল, জুডিথের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো—'কেমন লাগছে ? জলদি, জলদি ঠিক কর কাল সকালের ট্রেন ধরছো কি না ?'

ঘটনার আকস্মিকতায় জুডিথ প্রথমে ভেবে পেল না কি করবে।

পরমুহূর্তে সে লোকটার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। ধাক্কায় টলে উঠলো লোকটা। তবে সামলে নিল। ওবি'র বুকের ওপর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে জাপটে ধরলো জুডিথকে। পুতুলের মতো তাকে আটকে ফেললো একহাতে। অন্য হাত উঠিয়ে আনলো জুডিথের বাঁ বুকে। সেখানে চাপ দিল জোরে, মোচড়াতে লাগলো, ফ্যাসফেসে গলায় বললো—'কেমন লাগছে সুন্দরী, আরাম পাচ্ছ?'

জুডিথ প্রাণপণ চেষ্টা করলো নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার। কিন্তু লোকটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। জুডিথ নড়তেও পারছে না। তার বুকের ওপর লোকটার হাতের চাপ ক্রমশঃই বাড়ছে, ইচ্ছে মতো খেলছে লোকটা তার বাঁ বুক নিয়ে। জুডিথ আবার চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার, পারে না। টের পায় লোকটার হাত মুহূর্তের মধ্যে চলে এল তার দুই উরুর মাঝখানে। এই সময় নিজের সুবিধার জন্যে একটু বাঁ পাশে সরে আসতে হয় লোকটাকে। লোকটা হেসে বলে—'এবার তবে পুরো ব্যাপারটা ঘটুক, কথা দিচ্ছি নিরাশ করবো না।'

'এই দিকে'—হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো অ্যাব। লোকটা বাঁ পাশে সরে এসেছে, অ্যাবের এটুকু সুযোগ দরকার ছিল। অ্যাবের গলা শুনে চমকে ওঠে লোকটা, ও দিকে তার নজরই ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে সে হাত দেয় পিস্তলের বাটে। কিন্তু পিস্তল উঁচিয়ে ধরতে পারে না সে। তার আগেই ছুরিটা ছুটে আসে বিদ্যুতের মতো। সোজা এসে লোকটার গলায় বেঁধে। জুডিথকে ছেড়ে দিয়েছে লোকটা, অবাক চোখে তাকালো অ্যাবের দিকে। তারপর হাঁটু মুচড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগলো জুডিথের। শরীরের কাঁপুনী

থামাতেও সময় গেল। নিজের অবিন্যস্ত বেশবাশ ঠিক করে নিয়ে সে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকালো। ছুরিতে অ্যাবের হাত সেই ছোটবেলা থেকে পাকা। বিশ হাত দূর থেকেও সে লক্ষ্য ভেদ করতে পারে। লোকটার গলার ঠিক মাঝখানে বিঁধেছে ছুরিটা। শুধু হাতলটুকু বের হয়ে আছে। ছুরিটা ফ্রাঙ্ক অ্যাব'কে তার নবম জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল।

জুডিথ একপলক তাকালো অ্যাবের দিকে, বললো—'অ্যাব, হয়তো এরকমই কিছু ঘটেছিল ছয় বছর আগে। তোমার কি এখন কিছু মনে পড়ছে?'

অ্যাব মাথা নাড়লো। না, এখনো তার কিছু মনে পড়ছে না। ওদিকে ওবি উঠে দাঁড়িয়েছে। তেমন ব্যথা পায় নি সে। জুডিথ তাকে কাছে টেনে নিতে নিতে বললো—'চল, আমরা এখন যাই।··· অ্যাব, তুমি মাত্র তেরো বছর বয়সে মানুষ খুন করলে।'

লোকটার গলা থেকে ছুরিটা খুলে নিতে নিতে অ্যাবও অবিকল ফ্রাঙ্ক লাথামের মতো নিরাসক্ত গলায় বললো—'তাতে কি হয়েছে? প্রয়োজন পড়েছিল, তাই।'

চার

বিকালেই আবার জুডিথের মুখোমুখি হতে হবে শেরিফ ভাবে নি। সে অবশ্য হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানালো জুডিথকে। চেয়ার এগিয়ে দিল। জুডিথ এবার বসলো। তবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো শেরিফের দিকে। বললো—'সকালে এখান থেকে বেরিয়েই কোর্ট হাউসে গিয়েছিলাম। কাউন্টি ট্রেজারার জানালো গত ছয় বছর ধরে আপনি নিয়মিত ফ্রাঙ্কের খামারের খাজনা পরিশোধ করেছেন।'

এমন মেয়ের মুখোমুখি এ জীবনে হতে হয় নি শেরিফকে। যেমন সুন্দরী, তেমনি যুক্তিবাদী, স্ট্রেটকাট আর ঠোঁটকাটা। ঢোক গিললো শেরিফ, গলা কেঁপে গেলেও হেলাফেলায় বলার চেষ্টা করলো, 'বেশ, যদি দিয়েই থাকি তবে কি হয়েছে তাতে? কোনো ভুল করেছি বলে তো মনে হয় না।

: 'ভুল? আমি কি ভুল করার কথা বলেছি।' জুডিথ অবাক হওয়ার ভান করলো।

: বলার দরকার নেই। আপনার কথার ধরন দেখেই মনে হচ্ছে আমি মারাত্মক কোনো ভুল কিংবা অপরাধ করে ফেলেছি।

: দেখুন শেরিফ, আমার কথার ধরন ঠিকই ছিল। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি কাউন্টি ট্রেজারার আমাকে জানিয়েছেন···

হাত তুললো শেরিফ—'বলতে হবে না বলতে হবে না, আমি জানি কি বলেছে সে, আপনিও একটু আগেই সেটা জানিয়েছেন।'

জুডিথ একটু হাসলো—'রেগে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে।'

: সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? আপনি এখানে এসে এমন ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন যেন...যাক, বাদ দেন।

মুচকি হাসলো জুডিথ—'তাহলে এবার বলুন কেন আপনি এ ক'বছর খাজনা দিয়েছেন? আপনারা দু'জন কি বন্ধু ছিলেন?'

শেরিফ এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে—'না হয় ছিলাম, তো কি? আমার মনে হত ফ্রাঙ্ক একদিন ফিরে আসবে, কিংবা তার ছেলেরা এসে সম্পত্তি দাবী করবে। তাই মাত্র খাজনা না দেওয়ার কারণে খামারটা হাতছাড়া হয়ে যাবে তা আমি চাই নি।

: আর কোনো ঝামেলা? খামার নিয়ে কেউ বাগড়া দিয়েছিল? কারো লোভ ছিল?

: লোভ এখনও আছে। অমন চমৎকার জায়গা কে না চায় বলুন। মিস্টার গ্যারিটি সেই প্রথম থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছেন। এখনো সম্ভবতঃ ছাড়েন নি। তা এ প্রশ্ন কেন?

: প্রসঙ্গ ক্রমে। জেনে রাখলাম। তাছাড়া···

: তাছাড়া কি?

: পরে বলছি। মিস্টার গ্যারিটি কোথায় থাকে বলুন তো?

: গ্যারিটি? তা জেনে আপনার কি হবে?

: আমি একটু তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

: কথা, গ্যারিটির সঙ্গে? ম্যাডাম, সত্যি করে বলুন তো আপনার মতলবটা কি?

বিশেষ কিছুই না। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, ব্যস। মনে

হচ্ছে তার কাছে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

: পাবেন না। তিনি কিছু জানলেও মুখ খুলবেন না। গ্যারিটি লোক ভালো না।

: হয়তো খুলবেন না। কারণ হয়তো তিনিও এর সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত।

: আপনি কি সবাইকে সন্দেহ করছেন? ধরেই নিয়েছেন ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পেছনে গোপন কোনো ব্যাপার আছে?

: হ্যাঁ, সন্দেহ আপনাকেও করছি। কারণ আপনি বড় ভালো-মানুষী দেখাচ্ছেন। আর ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পেছনে আমাদের অজানা কিছু কারণ আছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এখন কারণগুলো কিংবা বিশেষ একটা কারণ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

শেরিফ হাল ছেড়ে দিল—'বাইরের ওই রাস্তা ধরেই সোজা পুবে যাবেন, শহরের শেষ মাথায়। বড় বাড়ি, নাম ফলক আছে। মিস করার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে আবার বলছি গ্যারিটি লোক ভালো না। সাবধান।'

'ধন্যবাদ শেরিফ'—জুডিথ উঠলো—'আর হ্যাঁ, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, দুপুরে আমরা ফ্রাঙ্কের খামারে গিয়েছিলাম।'

'গিয়েছিলেন?'—শেরিফ একটু অবাক হয়ে তাকালো।

জুডিথ মাথা নাড়লো—'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আর সম্ভবতঃ এখনো ওখানে একটা ডেড বডি পড়ে আছে। লোকটার গলায় ছুরি বিঁধে-ছিল।'

শেরিফ কতক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলো না, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলো জুডিথের দিকে—'ডেড বডি মানে? কত দিনের পুরনো?'

'ঘণ্টা কয়েকের'—জুডিথ বললো—'পুরো ঘটনা আপনাকে বলছি, শুনুন।'

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খামার-বাড়ি'তে যা যা ঘটেছিল তার সবকিছুই শেরিফকে খুলে বললো জুডিথ। এ কথাও বারবার পরিষ্কার করে জানালো যে ছুরি না চালিয়ে অ্যাবের পক্ষে উপায় ছিল না।

সব শুনে শেরিফ ঘন ঘন মাথা নাড়লো—'ঝামেলা মিস জুডিথ, ঝামেলা।···তা, ওর বয়স কত?' অ্যাবের দিকে তাকিয়ে শেরিফ জানতে চাইলো।

: তেরো।

: এর মধ্যেই ছুরি'তে হাত পাকিয়ে ফেলেছে।

: ব্যাপারটা ও মায়ের দিক থেকে পেয়েছে। তাছাড়া, ফ্রাঙ্কের ছুরি'র প্রতি দুর্বলতা ছিল, আপনি জানেন।···অ্যাব অবশ্য এই প্রথম মানুষ লক্ষ্য করে ছুরি ছুঁড়লো। তেরো বছর বয়সে প্রথম মানুষ খুন, যদিও নিতান্তই বাধ্য হয়ে, তবুও মনে হয় যথেষ্ট আপ-সেট, আপনি ওকে কিছু বলেন না।

: আপাততঃ কিছু বলার নেই। আগে খোঁজ-খবর নেই। লোকটার চেহারার বর্ণনা দিন তো।

জুডিথ লোকটার আপদমস্তক বর্ণনা দিল। শুনে শেরিফ নিরাশ হল না। ও রকম চেহারার কোনো লোককে সে চেনে না। এ তল্লাটে কোনোদিন দেখেছে বলেও মনে পড়ে না।

জুডিথ বললো-'তবে খোঁজ নিয়ে দেখুন। লোকটা নিশ্চয় শূন্য থেকে আসে নি···আমরা জেফ গ্যারিটি'র ওখানে যাচ্ছি।'

'যান'—রাগতঃস্বরে শেরিফ বললো—'আমাকে বলে যাওয়ারই বা কি দরকার। আমি 'না' বললেই তো আর শুনবেন না। যান। তবে

প্রথমেই তাকে অনুগ্রহ করে জানিয়ে দিয়েন আপনারা যে ওখানে গেছেন, সেটা শেরিফ জানে। এটুকু করলেই আমি কৃতার্থ হবো।'

শেরিফের ভাবসাব দেখে জুডিথ হেসে ফেললো-'আচ্ছা, এটুকু করবো।'

রুডি হকস্ সন্তুষ্ট হল না—'আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর সাত-আট মাস আগে জ্যাকব রিকার এ শহরে এসেছিল, তিন দিন ছিল জেফ গ্যারিটি'র ওখানে।

: হয়তো এমনিই এসেছিল। জেফ গ্যারিটির ছেলে জেফের সঙ্গেই তো ফ্রাঙ্কের খুনোখুনি হয়েছিল। সুতরাং ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে।

: খুব স্বাভাবিক। বটে। ম্যাম, মনে রাখবেন এসব ক্ষেত্রে সব স্বাভাবিক ঘটনার পেছনেই একটি করে অস্বাভাবিক ঘটনা লুকিয়ে থাকে।

জুডিথ হাসলো-'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন?'

: কি?'

: ফ্রাঙ্কের যে মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার পেছনে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা লুকিয়ে আছে।

শেরিফ কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালো—'আপনি বড় বেশী চালাক মিস জুডিথ। এবার যান, আমাকে দয়া করে একটু কাজ করতে দিন।

: তার আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব চাই। ঐ যে জ্যাকব রিকার—ওয়ান্টেড লোকদের জীবিত কি মৃত ধরে এনে দিয়েই ওর খরচ চলে যায়?

: হ্যাঁ, চলে যায়। টানাটানি থাকলে জুয়ো খেলে। শুনেছি

বন্দুকের মত তাসেও ওর খুব ভালো হাত।

: গত ছয় বছরে ও কয়জন ওয়ান্টেড'কে ধরে দিতে পেরেছে বলতে পারবেন?

: এতো সব প্রশ্নের কি দরকার? হবে দশ বারো জন।

: সাধারণতঃ পুরস্কারের অর্থ কি পরিমাণ হয়?

: দেখুন, আমি আর পাঁচটা'র বেশী উত্তর দেব না। এখন অনেক কাজ আমার। পুরস্কারের অর্থ সাধারণত দু'আড়াই'শো থেকে দু'আড়াই হাজার ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

জুডিথ শেরিফের মুখের অবস্থা দেখে আবার হাসে—'আমি আপনাকে আর পাঁচটার বেশী প্রশ্ন করবো না। প্রথম প্রশ্ন—যে লোক ওয়ান্টেড পারসন'দের খুঁজে বের করে পুরস্কারের অর্থ নেয় এবং তাই দিয়ে নিজের খরচ চালায় সে লোক স্বভাবতঃই বেশী রিওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়েছে এমন কারো পেছনে ছুটবে। কিন্তু রিকার ছয় বছর ফ্রাঙ্ক লাথামের কথা ভুললো না, অথচ পুরস্কারের পরিমাণ মাত্র পাঁচ'শ ডলার। ব্যাপার'টা অস্বাভাবিক ঠেকছে না?

শেরিফ মাথা দোলালেন—'হ্যাঁ, কিছুটা অস্বাভাবিক, অস্বীকার করার উপায় নেই।'

: তবে কি ফ্রাঙ্কের সঙ্গে রিকারের ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা ছিল?

: উহুঁ, মনে হয় না। ওরা দু'জন দু'জনকে চিনতো বলেই আমার মনে হয় না।

: খামার নিয়ে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে মিস্টার গ্যারিটির কোনো বন্দুক-লড়াই হয়েছিল?

একটু হাসলো শেরিফ—'বন্দুক লড়াই? ফ্রাঙ্কের সঙ্গে? না

ম্যাম। অতো সাহস গ্যারিটির হবে না, হয় নি। তবে আগেই বলেছি ঐ খামারের দিকে গ্যারিটির চোখ অনেক দিনের।'

'ব্যস', জুডিথ হাসলো—'দেখলেন পাঁচটা প্রশ্নও করলাম না। আমরা তবে এখন গ্যারিটি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

জুডিথ অ্যাব আর ওবি'কে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেরিফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন—'বেন, হারপার।' পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'যুবক। দু'জনেরই কাউবয় পোশাক, দু'জনেরই দু'কোমরে পিস্তল ঝুলছে। তাদের চেহারাও একরকম, হালকা-পাতলা, তবে শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে বোঝা যায়। এগিয়ে আসার সময়ই টের পাওয়া গেল তারা দু'জনেই অসম্ভব দ্রুত।

'বেন, তুমি শোন'—শেরিফ অপেক্ষাকৃত লম্বা যুবককে কাছে ডাকলো—'এইমাত্র মিস জুডিথ লাথাম মিস্টার গ্যারিটির সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে গেলেন। তুমিও যাও। তোমার কি করতে হবে জানা আছে তো?

বেন মাথা নাড়লো। জানা আছে তার। শেরিফ তাকে আগেই বলে রেখেছে কি করতে হবে।

'আর হারপার তুমি'—বেন বেরিয়ে গেলে শেরিফ বললেন—'তুমি এখনই রওনা দাও, তোমাকে বেশ কিছুটা পথ যেতে হবে। সুতরাং এখনই রওনা হওয়া উচিত। মিস জুডিথ লাথামের ভাবসাব আমার ভালো লাগছে না। তুমি যেভাবেই পার ওনেচু'কে খুঁজে বের করবে।' যাও।

হারপারও বেরিয়ে গেলে চেয়ারে বসে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দু'পা সরিয়ে দিয়ে শেরিফ একটা সিগার ধরালো।

পাঁচ

জেফ গ্যারিটির বাসায় পৌঁছাতে বেশী সময় লাগলো না। শেরিফের কথা মতো সোজা রাস্তা ধরে এগোলে শহরের শেষ মাথায় বিরাট এলাকা নিয়ে জেফ গ্যারিটির বাড়ি চোখে পড়লো। এলাকা বিরাট হলেও, বাড়িটা জুডিথের ধারণার সঙ্গে মিললো না। সে ভেবেছিল আকারে-আয়তনে অনেক বড় হবে গ্যারিটির বাড়ি। তবে আকারে ছোট হলেও পুরনো আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। পুরো বাড়ি সবুজ, এক কোণে আস্তাবল, উল্টোদিকে বিরাট উইণ্ডমিল। বাড়ির সামনে গেটে দু'পাশে দু'টো বিরাট গাছ।

গেটে কেউ নেই। এভাবে ঢুকবে না ঢুকবে জুডিথ ভাবছিল। হঠাৎ করেই গেটের একপাশ থেকে লম্বা চওড়া এক লোক এসে সামনে দাঁড়ালো—'ম্যাম, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

লোকটা বিশাল শরীরের। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। পরণে খামারের পোশাক, পায়ে টেক্সাস বুট, মুখে জ্বলন্ত পাইপ। এক নজর দেখলেই বোঝা যায় এ লোকের অসীম ক্ষমতা। খুব ভদ্রভাবে জুডিথ প্রশ্ন করলেও সে লোকের চোখে-মুখে ডোন্ট-কেয়ার ভাব।

'আমি মিস্টার গ্যারিটি'কে খুঁজছি'—জুডিথ নরম গলায় বললো।

: আমিই গ্যারিটি। বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি।

: আমি জুডিথ লাথাম। ফ্রাঙ্ক লাথামের ছোট বোন। এ দু'জন ফ্রাঙ্কের ছেলে।

'আচ্ছা, সত্যি!' খুব বিস্ময় প্রকাশ করলো গ্যারিটি। তবে তার অভিনয় কাঁচা। জুডিথ স্পষ্ট বুঝতে পারলো গ্যারিটি তাদের দেখে মোটেই অবাক হয় নি।

'হ্যাঁ, সত্যি।' কঠিন গলায় বললো জুডিথ।

'না না' রাগ করার কিছু নেই' - গ্যারিটি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে এক হাত তুললো – 'আমি আসলে অবাক হচ্ছি।'

: কেন?

গ্যারিটি ব্যস্ত হয়ে বললো – 'এমনিই এমনিই, আসুন ভেতরে আসুন। কফি খাওয়া যাক।'

'আমি কিছু তথ্য চাই আপনার কাছ থেকে মিস্টার গ্যারিটি'— জুডিথ এগোতে এগোতে বললো।

: আমি, আমি কি তথ্য দেব আপনাকে?

: ফ্রাঙ্ক লাথামের মৃত্যু সম্পর্কে?

গ্যারিটি অবাক হওয়ার ভান করলো—'নতুন কিছু তো আমার জানা নেই ম্যাম, সবাই যা জানে আমিও তাই জানি। আপনি বরং শেরিফের কাছে গেলেই ভালো করতেন। এক নম্বর বদমায়েশ হলেও ওই আপনাকে সবকিছু বলতে পারতো।'

: আমি শেরিফের ওখান থেকেই আসছি। শেরিফ যা জানেন বলেছেন। আপনার কাছে এলাম, দেখি নতুন কিছু জানতে পারি কি না।

গ্যারিটি কাঁধ ঝাকালো—'আসুন, দেখি কি জানাতে পারি আপনাকে'।

তারা ঘরে এসে মুখোমুখি এক টেবিলে বসলো। হাউস-কিপার কফি দিয়ে গেলে কফির পেয়ালা জুডিথের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে গ্যারিটি বললো—'ফ্রাঙ্ক লাথামের জন্যে আমি দুঃখিত। যদিও আমার ছেলে তার হাতেই মারা গিয়েছিল, তবু। ছয় বছর আগের ঘটনা। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

: কবে আবার মনে পড়লো? মাস সাত-আট আগে জ্যাকব রিকার যখন এ শহরে এসে, ক'দিন আপনার বাসায় থেকে গেল, তখন?

হতভম্ব ভাবটুকু কাটাতে সময় নিল গ্যারিটি—'এ তথ্য আপনাকে কে দিয়েছে, ঐ বদমায়েশ শেরিফ, না?

: এক বদমায়েশকে আপনারা শেরিফ বানিয়ে রেখেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার।

: আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।

জুডিথ মাথা দোলালো—'হ্যাঁ, শেরিফই আমাকে বলেছেন।'

ব্যাপার'টা উড়িয়ে দিতে চাইলো গ্যারিটি—'ও কোনো ব্যাপার নয় ম্যাম। রিকার আমার ছেলে জেসের বন্ধুর মতো ছিল। সুতরাং আমার এখানে ওঠা তেমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বুঝতেই পারছেন।'

: আর কিছু?

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো গ্যারিটি—'আর কিছু মানে?'

: ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অন্য রকম লাগছে মিস্টার গ্যারিটি।

গ্যারিটি হাসলো 'ঐ শেরিফ বোধহয় আপনাকে খুব আজে-বাজে তথ্য দিয়েছে। আসলে এর মধ্যে আর কোনো ব্যাপার নেই।'

: আমি তো বলিনি এরমধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

একটু তোতলালো গ্যারিটি—'আসলে, আসলে ম্যাম আমিও তাই বলছি।

আন্দাজের ওপর ঢিল ছুঁড়লো জুডিথ—'রিকার নাকি প্রায় আসতো আপনার কাছে?'

গ্যারিটি মাথা নাড়লো—'প্রায় কোথায়? আসতো মাঝে মাঝে। এসে জানিয়ে যেত ফ্রাঙ্ক লাথাম'কে সে খুঁজে বের করবেই; ফ্রাঙ্ককে কোথায় কখন পাওয়া যেতে পারে—এসব জানাতো আর কি।'

জুডিথ একটু হাসলো—'আপনি একটু আগেই বলেছেন ফ্রাঙ্কের কথা আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন। এখন আবার আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্কের ব্যাপারে আপনার উৎসাহের কমতি ছিল না।'

'না না, তা কেন হবে' গ্যারিটি সজোরে মাথা নাড়লো।

'থাক মিস্টার গ্যারিটি, আমার আর কিছু জানার নেই' জুডিথ উঠলো—'আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম।'

'মোটেও না মোটেও না'—গ্যারিটিও উঠলো—'তা আপনারা ওবেড হিলস-এ ফিরে যাবেন কবে?'

জুডিথ যেন প্রশ্ন শুনে খুব অবাক হল—'যাচ্ছি নাতো। আমরা এই সান ট্যাবেলো'তেই থাকছি। ফ্রাঙ্কের একটা খামার আছে এখানে। ওখানেই থাকবো।'

: সেটা কি এখনো ফ্রাঙ্কের আর আছে?

: আছে। আমি কোর্ট হাউসে খবর নিয়েছি।

গ্যারিটি নিরাশ হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো'--না ম্যাম, তাহলেও দু'টো বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ওখানে থাকা আপনার উচিত হবে না। জানেন নিশ্চয়, এলাকাটা খুব খারাপ, আপনাদের বরং এ খামারটা বিক্রি করে ওবেড হিলস-এ ফিরে যাওয়াই উচিত।'

: কার কাছে বিক্রি করবো ?

ফাঁদে পা দিল গ্যারিটি—'আমি কিনবো ম্যাম, খুব ভালো দাম দেব।'

হাসলো জুডিথ—'খামারটার ওপর আপনার খুব লোভ, না মিস্টার গ্যারিটি ? সেই প্রথম থেকেই, তাই না ? আর জেস আর রিকারও তা জানতো, ঠিক বলিনি ?'

'এর মধ্যে জেস আর রিকারের কথা আসছে কি ভাবে' গ্যারিটির গলা এই প্রথম কঠিন শোনালো।

'এসে গেল আর কি'—জুডিথ পা বাড়ালো।

'শুনুন ম্যাম'—গ্যারিটি তাকে থামালো—'আমার মনে হয় খামারটা বিক্রি করে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হবে। খুব ভালো দাম পাবেন।'

: দুপুরে খামারে আমাদের পেছনে পেছনে ঐ লোককে তাহলে আপনিই পাঠিয়ে ছিলেন ?

'কোন লোক, কি আবোল তাবোল বলছেন'—গ্যারিটি থতমত খেয়ে রেগে গেল।

প্রসঙ্গ বদলালো জুডিথ—'না, এখানেই থাকবো ঠিক করেছি। খামার বিক্রি করার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই।'

'ইচ্ছেটা হওয়া উচিত'—গ্যারিটির গলা আবার কঠিন শোনায়।

: গুড নাইট মিস্টার গ্যারিটি।

: খামার'টা আমার দরকার। আর আপনাদের ফিরে যাওয়াই উচিত।

জুডিথ সে কথা না শোনার ভান করে বেরিয়ে গেল। গ্যারিটি তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো কতোক্ষণ। ততক্ষণে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ছয় ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা কাউবয় পোষাক পরা এক লোক। আর সবার মত তার পিস্তল হোলস্টারে রাখা নয়, অদ্ভুত কায়দায় সে পিস্তল গুঁজে রেখেছে কোমরের সামনের দিকে। গ্যারিটি তার দিকে ফিরে বললো—'কুত্তীটার কথা শুনলে নিক? কুত্তী সহজে ভাঙ্গবে বলে মনে হয়না। কিন্তু ও খামার আমার চাই'ই চাই। জীবনের এই শেষ ইচ্ছা আমি পূরণ করবোই।···ওরা বোধহয় রাস্তায় নেমেছে, তুমি ব্যবস্থা কর। কুপারের মত বোকামী কোরো না। দরকার হলে শেষ করে দিও, বাদবাকী আমি সামলাবো. তুমি শুধু গোপনে শহর ছেড়ে চলে যাবে, তাহলেই হবে। কেউ তো আর জানবে না তোমার হাতেই মরলো। যাও নিক। তবে তার আগে ম্যাটস্‌কে বলে যাও ও যেন রিকারকে এখানকার সব খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করে।'

অ্যাব আর ওবিকে জুডিথ যেখানে রেখে গিয়েছিল তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। অ্যাব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেও ওবি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। জুডিথকে দেখে সে একটু হাসলো।

তারা দেরি না করে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে জুডিথ বললো—'অ্যাব, খুব একটা লাভ হল না বুঝলে, তবে আমি নিশ্চিত

তোমার বাবার মৃত্যু একটা ষড়যন্ত্রের ফল। তুমি বড় হয়েছো, তোমার এসব জেনে রাখা উচিত। কারণ তোমার বাবার প্রকৃত মৃত্যুর কারণ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।'

'তারপর প্রতিশোধ' – অ্যাব ঠাণ্ডা গলায় বললো।

সে কথা শুনে খুব ভালো লাগে জুডিথের। ফ্রাঙ্ক লাথামের ছেলে হিসেবে অ্যাবের এ ভাবেই কথা বলা উচিত।

পথে কোনো আলো নেই। চাঁদের আলোটুকু সম্বল। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে বেশ আগেই। এই অচেনা জায়গায় এসে দিনের আলো থাকতে থাকতে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল, জুডিথের মনে হল।

অ্যাবকে সে বললো – 'রিকারের খোঁজে যাব আমরা। ওকে ধরতে হবে। তবে তার আগে তোমাদের খামার বাড়িটা একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া দরকার।'

'না ম্যাম, এর কোনোটাই দরকার নেই' – ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফিটের বেশী লম্বা লোকটা। যেন শূন্য থেকে এসে হাজির হয়েছে। এখন দাঁড়িয়ে আছে তাদের পথের সামনে যমদূতের মতো। লোকটার মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে না ভালো মতো, তবে কোমরে গোঁজা তার পিস্তলের বাট চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

ভয় পেয়েছে তারা। কিন্তু বুঝতে দিলে আরো অসুবিধে। জুডিথ সাহস সঞ্চয় করে বললো – 'আপনি কে, আমাদের কোনটা দরকার আর কোনটা দরকার না সে ব্যাপারে আপনিই বা কেন কথা বলবেন?'

লোকটা বললো – 'বলা দরকার তাই। আর আমার পরিচয়ে আপনাদের কোনো দরকার নেই। তাতে কোনো লাভ হবে না।

তার চেয়ে বরং কাজের কথায় আসা যাক। মন দিয়ে শুনুন, আপনার সামনে দু'টো পথ খোলা আছে। এক, টু শব্দ না করে কাল সকালেই ওবেড হিল্‌স্ ফিরে যাওয়া, এবং আর কোনোদিন ফিরে না আসা। দুই, এখানেই থেকে যাওয়া।

: আমরা তাহলে এখানেই থেকে যাব।

লোকটা একটু হাসলো—'তাতে একটু অসুবিধে হবে আমার, তিনটে গুলি খরচ করতে হবে। অবশ্য গুলি খরচ করতে আমার ভালোই লাগে।'

'ব্যাপারটা বুঝি এতই সহজ?'—জুডিথ জানতে চাইলো।

: হ্যাঁ। এখন বল কিভাবে আরম্ভ করবো। প্রথমে পিচ্চি দু'টোকে তারপর তোমাকে, না প্রথমে তোমাকে তারপর পিচ্চি দু'টোকে? সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তোমাকেই দিলাম।

: পার পেয়ে যাবে ভাবছো?

: হ্যাঁ, কেউ জানতেই পারবে না কে তোমাদের···

লোকটা'র কথা শেষ হওয়ার আগেই পেছনে আর একটি ছায়া দেখা গেল। কঠিন গলায় সে ছায়ামূর্তি বললো—'পারবে, তবে তুমি নড়ো না নিক, আমার পিস্তল ঠিক তোমার পিঠ বরাবর। পেছন থেকে গুলি করার অভ্যেস থাকলে এতোক্ষণে তুমি শেষ হয়ে যেতে।'

জমে গেল নিক। আস্তে আস্তে একপাশে সরলো সে। পেছনের ছায়ামূর্তি দূরত্ব রেখে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে নিক দেঁতো হাসি হাসলো—'অনেক দিন পর দেখা বেন, তাই না?'

: হ্যাঁ, অনেক দিন পর।···মিস জুডিথ ল্যাথাম আপনি ওদের নিয়ে ওদিকে সরে যান।

জুডিথ বুঝতে পারছে না এসব কি হচ্ছে। তবে সে অ্যাব আর ওবিকে নিয়ে সরে গেল একপাশে।

দেখে চুকচুক করে উঠলো নিক—'শিকার সরিয়ে দিলে, তা এরমধ্যে তুমি কি ভাবে এলে বেন? তোমার ভূমিকা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

: সেটা বোঝা তোমার জন্যে তেমন প্রয়োজনীয় নয়। সুতরাং না বুঝলেও চলবে।

: তাহলে ব্যাপারটা এখন কি দাঁড়াচ্ছে?

জুডিথ, অ্যাব আর ওবিকে সম্পূর্ণ নিজের দিকে সরিয়ে নিল বেন। তাদের কভার করে পিস্তলটা রেখে দিল হোলস্টারে। বললো—'ব্যাপারটা মিটে গেল। তুমি চলে যেতে পার। অহেতুক খুনোখুনি আমার পছন্দ নয়।'

কতোক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো নিক। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো—'বেশ যাচ্ছি।'

বলেই সে ফিরে যাওয়ার ভঙ্গি করে পই করে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। হাত রাখলো পিস্তলে।

ভুলটা সে সেখানেই করলো। তার চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে পিস্তল বের করে আনলো বেন। গুলি করলো। পিস্তলের বাটে শুধু হাত রাখতে পেরেছিল নিক। গুলি তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেছে। বোকার মতো সে একপলক তাকালো বেনের দিকে। তারপর ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

বেন পিস্তল হাতেই সতর্ক পায়ে তার পাশে এসে বসলো। এক

হাত নিজের গলায় রেখে পরীক্ষা করলো। মাথা নেড়ে মৃদু গলায় বললো—'হতভাগা।'

উঠে দাঁড়িয়ে জুডিথের দিকে ফিরে সে বললো—'শেরিফ রুডি হকস্ এরকম কিছু আশঙ্কা করেছিলেন। তাই আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন। আমার নাম বেন মেণ্টল। চলুন, শেরিফের অফিসে যাওয়া যাক।'

শেরিফ তার অফিস রুমে সিগার টানতে টানতে পায়চারী করছিল। ওদের দেখে পায়চারী থামিয়ে ওদের দিকে তাকালো। জুডিথ বললো—'ধন্যবাদ।' শেরিফ খেঁকিয়ে উঠলো—'ওসব বাদ দেন ম্যাম।...তা বেন, গোলমাল হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। মিটলো কি করে; আপোষে না বন্দুকে?'

বেন ম্লান হাসলো—'আপোষে মেটাতে চেয়েছিলাম, নিক হতে দিল না। ও নেই।'

'নিক'—শেরিফ বললো—'গ্যারিটির অনেক দিনের লোক, তবে এ শহরে থাকে না, নামকরা আউট ল। গ্যারিটি নিশ্চয় ওকে বিশেষ কাজে ডেকে পাঠিয়েছিল।...মিস জুডিথ, গ্যারিটির সঙ্গে কি কথা হল, বলুন শুনি।'

জুডিথ বললো। প্রথম থেকে সবকিছু। শুনে শেরিফ শুধু বললো—'ঝামেলা।' কথা প্রসঙ্গে জানালো, সামান্য রক্তের দাগ ছাড়া খামার বাড়িতে কোনো মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

জুডিথ হাসলো—'চমৎকার, তা শেরিফ রুডি হকস্, এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ফ্রাঙ্ক লাথামের মৃত্যুর পেছনে অজানা কিছু ব্যাপার আছে, গোপন ব্যাপার?'

: হ্যাঁ, পারছি।

: জ্যাকব রিকার ছাড়া, আমাদের গ্যারিটি সাহেবও এরসঙ্গে জড়িত এও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?

শেরিফ মাথা দোলালো, হ্যাঁ, তাও সে বুঝতে পারছে।

'বেশ—'জুডিথ বললো—'আপাততঃ এ পর্যন্ত। আমরা তিন জনই খুব ক্লান্ত। এখন আমরা ঘুমোতে যাচ্ছি।'

তারা চলে গেলে বেনের দিকে ফিরলো শেরিফ—'আজরাতেই আর কোনো গোলমাল গ্যারিটি পাকাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, আজ রাতে ওদের দিকে নজর না রাখলেও চলবে। তবে গ্যারিটি ছাড়বে না বোঝাই যাচ্ছে। তুমি ওর প্রিয় এক বন্দুকবাজ নিককে সরিয়ে দিলে। তোমার কাজ ওটা বুঝতে না পারলেও একটা হৈ-চৈ বাঁধানোর চেষ্টা করতেও পারে। অবশ্য চালাক হলে সব চেপে গিয়ে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নেবে। আমি যতদূর জানি, গ্যারিটি সেরকমই কিছু করবে, হয়তো ভেতরে ভেতরে কাজ আরম্ভও করে দিয়েছে।··· তা বেন, তুমি দিন দুই গা ঢাকা দিয়েই থাক। সোজা চলে যাও ফ্রাঙ্কের খামার বাড়িতে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেও। দরকার হলে তোমাকে খবর দেব। আর এর মধ্যেই যদি গ্যারিটি আর কোনো গানম্যান পাঠায় তবে বাধ্য হয়ে আমাকেই ওদের শায়েস্তা করতে হবে।'

বেন বেরিয়ে গেলে শেরিফ চুপচাপ কতক্ষণ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলো। তরেপর আরেকটা সিগার ধরিয়ে আবার পায়-চারী আরম্ভ করলো।

ছয়

সে রাতে তারা তিনজন প্রায় মরার মতো ঘুমালো। সারাদিনের ছোটাছুটির পর শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লো ওরা। জুডিথ ভেবেছিল বিছানায় গিয়ে ঘুমানোর আগে সে প্রথম থেকে সবকিছু খুঁটিয়ে চিন্তা করবে একবার, যদি নতুন কোনো সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে সে সুযোগ সে আর পেল না।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গলো একটু বেলা করেই। ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে বেরোনোর আগে ডেস্ক ক্লার্ক জানালো হোটেল ম্যানেজার তার সঙ্গে কথা বলবে। একটু অবাক হল জুডিথ। হোটেল ম্যানেজারের আবার কি বলার থাকতে পারে। অ্যাব আর ওবিকে বাইরে পাঠিয়ে জুডিথ ম্যানেজারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ম্যানেজার মিনিট দু'য়েকের মধ্যে এসে হাজির হল। মাঝবয়সী, মাথা জোড়া টাক, দেখে মনে হয় পৃথিবীর ভালো মন্দ, কোনো কিছুতেই সে নেই। জুডিথই প্রথমে কথা বললো—'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন?' মাথা দোলালো ম্যানেজার, নরম গলায় বললো—'ম্যাম, আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনাদের এ হোটেল ছেড়ে যেতে হবে।'

: ছেড়ে যেতে হবে। কেন?

ম্যানেজারের চোখে-মুখে অস্বস্তি—'দেখুন ম্যাম, আসলে ব্যাপারটা ঐ ছেলে দু'টোকে নিয়ে। ওরা হাফ-ইণ্ডিয়ান। হোটেলের অন্যান্য বোর্ডারা ওদের সঙ্গ···'

: কামনা করে না, এইতো?

জুডিথ তার সমস্যা বুঝতে পেরেছে দেখে ম্যানেজার যেন একটু খুশি হল।

: তা, অন্যান্য বোর্ডারদের সমস্যাটা কি? ওরা কি ভাবছে তেরো আর আট বছরের ছেলে দু'টো ওদের আক্রমণ করবে?'

ম্যানেজার এবার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো—'দেখুন ম্যাম, ব্যাপার তা নয়। ওদের সঙ্গে থাকতে আমার অন্যান্য বোর্ডাররা স্বস্তি পাচ্ছে না, এই হল ব্যাপার।'

: তাহলে দিন কয় ওরা নাহয় একটু অস্বস্তির মধ্যেই থাকুক।

ম্যানেজার মাথা নাড়লো, আগের চেয়ে জেদী গলায় বললো—'দেখুন ম্যাম, তাহলে আপনার দরজায় আমাকে তালা দিতে হবে। কারণ হোটেলের রেগুলার বোর্ডারদের মতের বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

: ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি শেরিফকে জানাবো।

'তাতে খুব একটা লাভ হবে না ম্যাম'—ম্যানেজার তাকে যেন বুদ্ধি বাতলে দিচ্ছে এমন ভাবে বললো—'শেরিফ কিছুই করতে পারবে না, কারণ এখানে এ ধরনের নিয়ম চালু আছে। আপনি যদি থাকার পারমিশন পেতে চান তবে আপনাকে কোর্টে গিয়ে জজের

কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে। সময় লাগবে খুব কম করে হলেও দু'সপ্তাহ।'

'অ্যাব'—জোর গলায় ডাকলো জুডিথ—'জিনিস পত্র গুছিয়ে নাও জলদি করে, আমরা এ হোটেল ছেড়ে যাচ্ছি।'

মাথা দোলালো শেরিফ—'না ম্যাম, এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, প্রচলিত আইন আমাকে সে ক্ষমতা দেয়নি।'

জুডিথ এসে সবকিছু খুলে বলেছে শেরিফকে। রীতিমতো অপমানিত বোধ করছে সে। এখন শেরিফকে মাথা দোলাতে দেখে রেগে গেল—'অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন, হোটেল মালিক ইচ্ছে করলেই যে কোনো বোর্ডারকে তার হোটেল থেকে বের করে দিতে পারে?'

: অনেকটা সেরকম। যদি মালিক যথাযথ কারণ দেখাতে পারে তবে সম্ভব। অ্যাব আর ওবির কারণে অন্যান্য বোর্ডাররা বিরক্ত—মালিকের জন্যে এ কারণই যথেষ্ট।

: তাহলে অন্য যে কোনো হোটেলে গেলেও আমাদের এ অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে?

: আগে হলে হয়তো হতো না। কিন্তু কাল রাতে নিক খুন হল। গ্যারিটিতো একটা কিছু করবেই। ও তো চাচ্ছেই না আপনারা সান ট্যাবেলোতে থাকেন।

'কিন্তু আমরা থাকছি'—জুডিথ জোর গলায় বললো—'তবে তার আগে...'

: তার আগে কি?

: তার আগে আমি জ্যাকব রিকার যে পথে গেছে সে পথে

যেতে চাই।

শেরিফ হতভম্ব হয়ে গেল শেরিফ—'তাতে লাভ ?'

একটু কাঁধ ঝাঁকালো জুডিথ—'লাভ আছে। আমি ওকে ধরতে চাই। আমি জানি ও যদি টের পায় আমি ওর পিছু নিয়েছি তবে ও ঘুরে এই সান ট্যাবেলোতে আসবেই।

ঃ আসলোই বা।

ঃ তখন ব্যাপারটার নিষ্পত্তি এখানেই হবে। আমিও সেটাই চাই।

'পাগলামী ম্যাম'—শেরিফ ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো—'এ পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়।···তাছাড়া কিসের নিষ্পত্তি হবে এখানে ?'

হাসলো জুডিথ—'গতরাতেই আপনি স্বীকার করেছেন ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পেছনে অজানা, গোপন কিছু ব্যাপার আছে। আমি চাই গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হোক এখানে।'

'স্বীকার করে ভুল হয়ে গেছে' বিড়বিড় করে বললো শেরিফ তারপর একটু গলা চড়িয়ে বললো—'কিন্তু রিকার স্যান ট্যাবেলোতে ফিরবে কি করে বুঝলেন, ওতো আপনাকে পথের মধ্যেই শেষ করে দেবে।'

মাথা নাড়লো জুডিথ 'না শেরিফ, আমি যে ভাবে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি সেভাবে বলছি। আমি নিশ্চিত গ্যারিটির সঙ্গে রিকারের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। সুতরাং এদিককার সব খবর হয়তো রিকার পেয়ে গেছে কিংবা অল্প সময়ের মধ্যেই পেয়ে যাবে। তার ওপর যখন শুনবে ওর ট্রেইল ধরে এগোনো হচ্ছে তখন যত বড় বন্দুকবাজ আর কঠিন মনের মানুষই হোক না কেন, একটু

ঘাবড়াবেই। বড় আশ্রয় গ্যারিটি, রিকারের মনে অপরাধ বোধ আছে বলে যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে গ্যারিটির কাছে এসে আশ্রয় নেবে ও। তাছাড়া গ্যারিটিও তাকে এখন কাছে চাইবে। ভালো বন্দুকবাজ তার এখন দরকার।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো শেরিফ—'আপনি কি বন্দুক লড়াই হবে বলে মনে করছেন।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো জুডিথ—'মনে কি আপনিও করছেন না?'

অনেকক্ষণ স্থির চোখে জুডিথের দিকে তাকিয়ে থাকলো শেরিফ। এক সময় বললো—'আপনি তাহলে যাচ্ছেন?'

: যাচ্ছি।

শেরিফ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এদিক ওদিক হাঁটলো। জুডিথের দিকে একবার তাকালো, তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বললো—'তুমি এখনো সেই আগের মতোই একরোখা জুডি।'

জুডি? জুডিথ অবাক হয়ে বললো—'আপনি এ নামে আমাকে ডাকলেন যে?'

শেরিফ ফিরলো—'তোমাকে যখন প্রথম দেখি তখন তুমি অনেক ছোট। তোমাকে তখন জুডিই ডাকতাম। বেশ আগের কথা। ফ্রাঙ্ক তো আমার আজকের বন্ধু নয়।

মাথা নিচু করে কতক্ষণ চুপ করে থাকলো জুডিথ, এক সময় একটু হেসে বললো 'আপনি তবে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

'করছি, যাবেই যখন, তোমাকে ফেরানো যাবেনা জানি' শেরিফ মাথা ঝাঁকালো।

পরদিন সকালে জুডিথ অ্যাব আর ওবিকে নিয়ে রওনা দিল। রাতে শেরিফ তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল মিসেস মোন্টাগো-মারীর বাসায়। ভদ্রমহিলা নিজের বাসায় রেস্ট হাউসের মতো খুলে ছেন। বয়স হয়ে গেছে, তবু একা একাই সবকিছু দেখা শোনা করেন। শেরিফের সঙ্গে তার সম্পর্ক বহুদিনের। ফলে জুডিথ, অ্যাব ও ওবিকে কোনো রকম ঝামেলায় পড়তে হল না। বরং তাদের সাদরে বরণ ক'রে নিলেন মিসেস মোন্টাগোমারী।

শেরিফের সারা রাত কাটলো না ঘুমিয়ে। কলম কাগজ আর একটা ম্যাপ নিয়ে বহুক্ষণ কাটাকাটি করলো শেরিফ। ম্যাপ দেখে দেখে কাগজের ওপর ছক কাটলো অনেকবার। কোনোটাই মনের মতো হচ্ছিল না। তাই ওগুলো দলা পাকিয়ে মেঝেতে ফেলে দিচ্ছিল সে। জুডিথ যে পথে যাবে সে পথটা যতদূর সম্ভব নিরাপদ করে তুলতে চায় শেরিফ। এটাই কঠিন ব্যাপার। কারণ জ্যাকব রিকার যে পথে গেছে সে পথ ভয়ংকর। প্রাকৃতিক কারণে পথ ঘাট তেমন ভালো নয়। তবে মূল অসুবিধে হল, পুরো পথটাই গোর ডাকাত, খুনে বদমায়েশ আর বন্দুকবাজ-এ ভর্তি। সপ্তাহ খানেক আগে খবর এসেছে পিকা তার দলবল নিয়ে ও পথেই এক শহরে এসে আপাততঃ ঘাঁটি গেড়েছে। পিকাকে ভয় পায় শেরিফ। ওর মতো বেপরোয়া বন্দুকবাজ মানুষ আর দু'টো দেখেনি সে। ওর কাজই হচ্ছে অন্য মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগে সর্বস্ব লুটে নেওয়া। বাঁধা দিলে কোনো একটা গোলমাল পাকিয়ে খুন পর্যন্ত করে ফেলে পিকা। পিস্তলেও ওর খুব ভালো হাত। কিন্তু সামনা সামনি কখনো লড়াইয়ে নামে না সে। ছল-চাতুরীই হচ্ছে ওর প্রধান অবলম্বন। পথে জুডিথ'দের একা পেলে ওদের ঘোড়া, টাকা-পয়সা

যে লুটে নেবে না পিকা, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। পিকার ব্যবস্থা তাই করতে হয়। তবে পিকা ছাড়াও আছে অনেক হাজার রকম বদমায়েশ। আর থাকবে গ্যারিটির লোকজন। শেরিফ নিশ্চিত, গ্যারিটি ওদের পথে সুযোগ পেলেই শেষ ক'রে দেবে। সেটাই অবশ্য সহজতম ব্যবস্থা। গ্যারিটির জায়গায় যদি আমি থাকতাম তবে আমিও তাই'ই করতাম, শরিফ মনে মনে বললো। বড় অসুবিধে হল গ্যারিটি কোথায় আক্রমণ চালাবে তার কোনো ঠিক নেই। পথটাও তো বিরাট। পুরো পথ জুড়ে তো আর আক্রমণ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা যায় না। কারণ শেরিফের হাতে অত লোক নেই। জুডিথদের সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনজন নিজস্ব লোক যাবে, এমন ইচ্ছেও নেই শেরিফের। জুডিথও অবশ্য রাজী হবে বলে মনে হয়না। সুতরাং বিভিন্ন জায়গায় লোক মোতায়েন করতে হবে।

একটা সিগার ধরিয়ে ম্যাপটা হাতে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল শেরিফ। মনে মনে বললো—'হ্যাঁ, দরকার হলে আমি তাই করবো গ্যারিটি, আমার হাতে লোক নেই, তোমার মতো পয়সা খরচ করে গানম্যান কেনার ক্ষমতাও আমার নেই, তবু এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ গ্যারিটি, আর আমি এ সুযোগকেই কাজে লাগাবো। ফ্রাঙ্ক ছিল আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, তুমি, তুমিই ফাঁদ পেতেছিলে, ফ্রাঙ্ক সেই ফাঁদে পা দিয়ে জীবন দিল, এখন তোমার শুধু ফ্রাঙ্কের খামার দখল করে নেওয়া বাকি। বুঝতে পারছি সুযোগ পেলে আমাকেও শেষ করে দেবে তুমি। আমি অবশ্য প্রস্তুতই আছি, তুমি আসতে পার। মনে প্রাণে চাচ্ছিলাম ফ্রাঙ্কের আত্মীয় স্বজন কেউ আসুক। এসে গেছে। ওর বোন আর দু'ছেলে এসেছে। ওরাই সবকিছু করবে, আমিও চাই ওরাই সবকিছু করুক, আমি শুধু

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে ওদের সঙ্গে থাকবো। গ্যারিটি, গত ছ'বছর ধ'রে আমি এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলাম।'

সিগারে বড় বড় টান দিতে দিতে খুব দ্রুত একটা ম্যাপ একে ফেললো শেরিফ। মোট পাঁচ জায়গায় ক্রশ চিহ্ন দিল। ম্যাপটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে শেরিফ তাকিয়ে থাকলো কতোক্ষণ। যে পথ আঁকা হয়েছে সে পথ এই স্যান ট্যাবেলো থেকে ডাইনার্স রক পর্যন্ত গেছে, তারপর একটু মোচড় নিয়ে আবার এই স্যান ট্যাবেলোতেই ফিরে এসেছে। ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠলো শেরিফের মুখে। তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলছে, হ্যাঁ, এই ম্যাপেই হবে। জ্যাকব রিকার এই পথেই গেছে। জুডিথ যদি তার পিছু নেয়, তবে একটু মোচড় নিয়ে রিকার গ্যারিটির কাছে ফিরে আসবে ও পথেই। যে পাঁচ জায়গায় ক্রশ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে বিপদজনক এলাকা। কুখ্যাত এলাকা তো বটেই, গ্যারিটিও ঐ পাঁচ জায়গার কোথাও হয়তো আক্রমণ করবে। সুতরাং সারা পথে বিপদের আশঙ্কা থাকলেও ঐ পাঁচ জায়গায় বেশী সতর্ক থাকতে হবে। আরো একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে ম্যাপটা নামিয়ে রাখলো শেরিফ।

সঙ্গে সঙ্গে তার পুরো শরীর সজাগ হয়ে উঠলো। একটা আওয়াজ, যতই মৃদু হোক না কেন, তার কানে এসে পৌঁছেছে। রাত অনেক হয়েছে। যারা কিছু দূরের বারে বসে মদ খেয়ে হৈ হল্লা করে তারাও বাড়ি চলে গেছে অনেকক্ষণ। চারদিক সুনসান। এসময় কাঁকর বিছানো পথে জুতোর সামান্য আওয়াজ কান এড়ায়নি শেরিফের।

পিস্তলটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে চলে এলো। মন বলছে বিপদ,

জীবনে কম দেখেনি সে, বিপদ আগেই টের পায় সে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। সে ভুল বুঝতে পারলো। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা আড়াল নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু ঘরের একদম মাঝখানে সে। এখন সরে যেতে হলে যেটুকু সময়ের দরকার তাতে আনাড়ী কোনো বন্দুকবাজও তাকে ফুঁটো করে দেবে।

সন্দেহটা ছিল পেছনের জানালা নিয়ে। গুলি আসার ওটাই সহজতম রাস্তা। ও জানালাটা কভার করতে পারলেই ভয়ের কিছু ছিলনা। খুব আস্তে আস্তে ওদিকে চোখ ফেলতে চাইলো শেরিফ।

'আমার আঙ্গুল ট্রিগারে'—খুব নিষ্প্রাণ কণ্ঠে কেউ বললো—'খামোখা কেন পেছনে ফিরবে শেরিফ, আর তোমার হাতের পিস্তলটা আমার ভালো লাগছে না, ওটা পায়ের কাছে রেখে উঠে দাঁড়াও। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

একটা সুযোগ বোধহয় নেওয়া যায়। পিস্তল হাতে শেরিফ আস্তে আস্তে নিচু হলো।

কিন্তু পেছন থেকে সেই নিষ্প্রাণ কণ্ঠ বাঁধা দিল—'উঁহু শেরিফ, তোমার কব্জির মোচড় আমি দেখতে চাই না, ওসব আজকালকার ছেলেদের দেখিও। তোমাকে যা বলছি তাই কর, মেঝেতে বসার দরকার নেই, তুমি শুধু নিচু হয়ে পিস্তলটা নিচে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও।'

সময় নষ্ট করলো না শেরিফ। এখন আর বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। এ লোক পাকা ঘুঘু বোঝা যাচ্ছে। এখন বরং তার সঙ্গে কথা বলে কিছুটা সময় নেওয়া যেতে পারে। সময় পেলে সুযোগও পাওয়া যাবে, শেরিফ জানে। ঝুঁকে পড়ে পিস্তলটা সে রেখে দিল

মেঝেতে। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো—'কে তুমি?'

সে প্রশ্নের জবাব এল না। লোকটা বললো—'পরে, এখন সামনে এসো, দরোজা খুলে দাও।'

: দরোজা খোলার কি দরকার, তুমি তো জানালা দিয়েই ভেতর আসতে পারো।

: পারি। তবে আমি দরোজা খোলা চাই। খুলে দাও।

লোকটার গলা চেনার চেষ্টা করলো শেরিফ। এরকম ভাবলেশ-হীন, নিষ্প্রাণ কণ্ঠ খুব বেশি লোকের হয়না। শেরিফের চেনাজানা মাত্র দু'চারজন আছে। কিন্তু তাদের কেউ নয় এ লোক। পরিচয় জানা গেলে একটু সুস্থির হওয়া যেত। চেহারাটা দেখলে হয়। রিস্কটা কি নেবে শেরিফ? ঘুরতে গেলেই যদি লোকটা গুলি চালায়? তবু একটু ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করলো সে।

'ঘাড়টা পরে ঘুরিও শেরিফ, আমি বিরক্ত হচ্ছি, তোমাকে না দরজা খুলে দিতে বললাম'—বিরক্তির অবশ্য কোনো চিহ্ন নেই লোকটার গলায়। যেন নিছক ঘরোয়া আলাপ হচ্ছে, এমন ভাবে কথা বললো লোকটা।

শেরিফ অবশ্য চমৎকৃত হলো। মাত্র ইঞ্চি দু'য়েক সে ঘাড় ঘুরিয়েছিল, তাতেই সে লোকটার হাতে ধরা পড়ে গেছে। আর দেরি করলো না সে। এগিয়ে ভেতর থেকে আটকানো দরোজা খুলে দিল। লোকটা বললো—'হ্যাঁ, এবার পাঁচ পা পেছনে সরো।'

তাই সরলো শেরিফ। যা ভেবেছিল তাই। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো আরেকজন। লোকটাকে দেখেই চিনলো শেরিফ ফিশ ফেস।

মাছের মত চেহারা বলে হ্যারির নামই হয়ে গেছে ফিশ ফেস। কিন্তু ফিশ ফেস এখানে কেন? পুরো দক্ষিণে বন্দুক লড়িয়ে যারা আছে তারা সবাই ফিশ ফেসের নাম শুনেছে। অসম্ভব দ্রুত ড্র করতে পারে, গুলিও ছুঁড়তে পারে তেমনি দ্রুত। তবে অন্য গুণও আছে তার, নিতান্তই বাধ্য না হলে বন্দুক লড়াইয়ে নিজেকে জড়ায় না সে। সেই ফিশ ফেস এখানে? পুরো ব্যাপারটা মেলাতে পারেন। শেরিফ। ফিশ ফেসের চেহারা অবশ্য খুব স্বাভাবিক। শেরিফের সঙ্গে যেন তার কোনোদিনই দেখা হয়নি, এমন ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকেছে সে। দুহাত দুদিকে অদ্ভুত ভাবে ঝুলে আছে। দু'হোলস্টারে দুটো পিস্তল।

পনেরো সেকেণ্ড পরে পেছনে জানালায় দাঁড়ানো লোকটা ভেতরে এসে ঢুকলো। শেরিফ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো। পায়ে ভারী বুট। প্যান্ট শার্ট দুটোই জিনসের, রঙ চটা। অনেক দিন ধোয়া হয়নি ওগুলো। হাতে রাইফেল, কোমরে হেলাফেলায় ঝুলছে পিস্তল। লোকটার মুখ অসম্ভব রকম শীতল। দরোজা বন্ধ করে সে লোক বললো—'এসো শেরিফ, বসা যাক। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

না, লোকটাকে কোনোদিন দেখেনি শেরিফ। এরকম হওয়ার কথা নয়। লোকটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বন্দুকে তার দখল যথেষ্ট। কিন্তু এমন লোক অচেনা থাকবে, তাতো হয়না। পেশার কারণেই এ অঞ্চলের সব বন্দুকবাজ, খুনী, বদমায়েশকে চিনতে হয় শেরিফকে। শেরিফ রুডি হকস চেনেও তাদের। কিন্তু কসম কেটে বলতে পারে, এ লোককে সে আগে কখনো দেখেনি।

এগোতে এগোতে ফিশ ফেস মেঝে থেকে শেরিফের পিস্তলটা

কুড়িয়ে নিল। প্রথম বসলো শেরিফ, তার সামনে অন্য দুজন। লোকটা তার রাইফেলটা রেখেছে পাশের টেবিলে, নাগালের মধ্যে। এক নজর রাইফেলটা দেখলো শেরিফ। বহুদিনের পুরনো জিনিস। কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে শেরিফ বুঝলো এ রাইফেল দিয়ে মোটামুটি দক্ষ কেউ একহাজার গজের মধ্যে যে কোনো জিনিস ফেলে দিতে পারবে। লোকটা আগের মতো নিষ্প্রাণ গলায় বললো—'রাইফেলের দিকে তাকানোর দরকার নেই শেরিফ, ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই তুমি শেষ হয়ে যাবে, জানইতো ফিশ ফেসের হাত কি রকম, আমারও খারাপ নয়।'

'বরং আমার চেয়ে ভালো'—ফিশ ফেস এই প্রথম কথা বললো।

শেরিফ একটু হাসলো—'তা, তোমাদের কি চাই?'

'সামান্য কিছু কথা বিনিময় করতে আমরা এসেছি'—লোকটা বললো—'আমার নাম কুপার।'

'তা মিস্টার কুপার তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম'—শেরিফ এবারও হাসলো—'ফিশ ফেসকে অবশ্য আগে থেকেই চিনি।'

'আমরা যে ব্যাপারে এসেছি'—লোকটা বললো—'সে কথায় আসা যাক।'

: হ্যাঁ, যাক।

: তুমি এসব থেকে সরে গেলেই ভালো করবে শেরিফ।

: কি সব থেকে।

এই প্রথম হাসলো কুপার, খুব সামান্য এক চিলতে হাসি—'তুমি তো জানই শেরিফ, তুমি এই ফ্রাঙ্ক লাথাম, জুডিথ, হাফ-

হোয়াইট ছেলে দুটো আর ফ্রাঙ্কের খামার থেকে সরে দাঁড়াও।'

: আমি তো এসবের মধ্যে নেই।

কুপার একটু গাল চুলকালো—'আছ শেরিফ, জেনে শুনেই বলছি, তুমি সরে যাও, সেটা তোমার জন্যে ভালো হবে, এসব তোমার ব্যাপার নয়।'

কুপারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো শেরিফ। চোখের দিকে। কি যে খুঁজলো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললো—'এসব তবে কার ব্যাপার, মিস্টার গ্যারিটির ?'

বিন্দুমাত্র চমকালো না কুপার, বললো—'ওসব তোমার ব্যাপার নয়, এটুকুই তোমাকে জানানো হচ্ছে। বেশী কথা আমার পছন্দ নয়।'

'তা, তোমাকে গ্যারিটি ভাড়া করলো কবে'—শেরিফ জিজ্ঞেস করলো—'তুমি এ অঞ্চলের লোক নও, হলে চিনতে পারতাম।'

কুপার আবার খুব সামান্য হাসলো—'শেরিফ, তুমি দেখি নিঃসন্দেহ যে আমি গ্যারিটির লোক।'

: সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না ?

'না'—কুপার মাথা নাড়লো—'সবকিছু এত স্বাভাবিক নয়।'

'তবে'—শেরিফ একটু চোখ নাচালো।

: তবে ? তবে আর কি ? তুমি কোনো কিছুর মধ্যে থাকছো না, এই হলো ব্যাপার।

: তাতে তোমার কি লাভ ?

: আছে, সময় হলে জানবে।

শেরিফ ফিশ ফেসের দিকে তাকালো—'তা, তুমি কবে থেকে গ্যারিটির দলে যোগ দিয়েছো ? এসব ব্যাপারে তুমি তো আগে

কখনো থাকতে না ফিশ ফেস।'

'এখন থেকে থাকবো'—ফিশ ফেস মুচকি হেসে বললো।

কুপার উঠলো, রাইফেলের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললো —'যাচ্ছি শেরিফ, আশাকরি আমাদের কথা মনে রাখবে।'

: যদি না রাখি ?

রাইফেলটা উঠিয়েই কুঁদো দিয়ে শেরিফের পেটে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো কুপার। এত অতর্কিতে, শেরিফ বিন্দু মাত্র সুযোগ পেল না আত্মরক্ষার। ভুস করে তার মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ হলো। যন্ত্রণায় শেরিফ পেট চেপে বসে পড়লো।

কুপার তেমনি নিষ্প্রাণ গলায় বললো—'আমাদের কথা মনে না রাখার কথা কখনো ভুলেও মনে এনো না শেরিফ। তোমার দোহাই লাগে, মনে রেখো। খুনোখুনি আমার পছন্দ নয়, বাধ্য না হলে ওসবে আমি জড়াই না। তুমি আমাকে বাধ্য করো না।'

কুপার বেরিয়ে গেল। তার পেছনে ফিশ ফেস। পেট চেপে উঠে দাঁড়ালো শেরিফ। এগিয়ে গিয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে হোল-স্টারে রাখলো। দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলো কতোক্ষণ, কুপার আর ফিশ ফেস অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

ফিরে এসে চেয়ারে বসলো শেরিফ। আঘাতটা জোর লেগেছে। এখন পেটের ভেতর গুলোচ্ছে, নিঃশ্বাস ঠিক মতো নেওয়া যাচ্ছে না। চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকলো সে কতোক্ষণ। ব্যথাটা কমে আসলে কুপার আর ফিশ ফেসের কথা ভাবলো শেরিফ। কিছু একটা ব্যাপার আছে, সে বুঝতে পারছে। ফিশ ফেস আর যাই হোক গ্যারিটির আণ্ডারে কাজ করার লোক না। কুপারকে চেনে না সে, তবে এই অল্পসময়ে যেটুকু বুঝেছে সে তাতে চোখ বন্ধ করে বলে

দেওয়া যায় গ্যারিটির নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার লোক সেও নয়। ওরা সাধারণ বন্দুকবাজ নয় যে গ্যারিটি ইচ্ছে করলেই ওদের পয়সার বিনিময়ে কিনে নিতে পারবে। তবে ? একটা কিছু ব্যাপার আছে, বুঝতে পারছে শেরিফ, কিন্তু কি সেই ব্যাপার, ধরতে পারছে না সে। বাদবাকী রাত এভাবেই কেটে গেল তার। কিন্তু কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পারলো না। ফিশ ফেস তো মারাত্মক, তবে কুপার বোধহয় আরো মারাত্মক, তার অফিসে এসে তাকে পিটিয়ে গেল। নিজের মনেই একটু হাসলো শেরিফ। নিজেকে সতর্ক করে দিল। সাবধানে, এখন থেকে আরো বেশী সাবধান থাকতে হবে।

সকাল সকাল উঠে পড়লো জুডিথ। অ্যাব আর ওবিকে ডেকে তুললো। কাল বেশ রাতে ঘুমিয়েছে জুডিথ। যদিও জানতো মিসেস মোন্টাগোমারীর রেস্টহাউসের বাইরে নিশ্চয় পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে শেরিফ, তবু ভয় পুরো এড়াতে পারেনি সে। অবশ্য এখন আর ভয় করেও কোনো লাভ নেই, সে জানে, ফিরে আসার পথ আর খোলা নেই। ফিরে অবশ্য সে আসতেও চায়না, শেষ সে দেখে ছাড়বেই। একা সম্ভব নয়, এখন বুঝতে পারছে সে। তবে সে নিশ্চিত শেরিফের সাহায্য পাওয়া যাবে। শেরিফ রুডি হকস কাজের লোক, সন্দেহ নেই। চেহারাটাও পুরুষের মতোই। লম্বা চওড়া, গম্ভীর। পরক্ষণেই ওসব চিন্তা সে মন থেকে ঝেড়ে ফেললো। একটু লজ্জাও লাগলো তার। এই সকাল বেলা কিনা শেরিফের চেহারা চোখের সামনে ভাসছে! অ্যাব আর ওবিকে ডেকে তুলে সঙ্গের সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো জুডিথ। সময় কম। ব্রেকফাস্ট সেরেই শেরিফের ওখানে যেতে হবে। তারপর ওখান থেকে জ্যাকব

রিকারের পথ ধরে এগোতে হবে। ফ্রাঙ্কের মৃত্যু-রহস্য ভেদ করতেই হবে তাকে।

সকাল থেকে খুব ব্যস্ত শেরিফ। ভোরের আলো ফোটার আগেই সে চলে গিয়েছিল ফ্রাঙ্ক লাথামের খামারে। ওখানে আছে বেন। শেরিফ পৌঁছে দেখে আগেই উঠে পড়েছে বেন। তাকে দেখে একটু হাসলো—'গোলমাল ?'

'ভীষণ'—রুডি হকস বললো।

তারপর গতরাতের পুরো ঘটনাই বেনকে খুলে বললো।

বেন সব শুনে মাথা ঝাঁকালো—'ফিশ ফেস আর ঐ কুপার, আপনি যা বললেন তাতে গ্যারিটির দলে যোগ দেওয়ার লোক নয়।'

: কিন্তু আর কি হবে ?

: বলা মুশকিল। ভেতরে হয়তো আরো ব্যাপার আছে।

'হয়তো আছে'—শেরিফ বললো—'কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের ও কথা না ভাবলেও চলবে বেন। তুমি বেরিয়ে পড়, এই এখনই। ডানকান আর ম্যাক্সকে খবর দেবে। অবস্থা আমার ভালো মনে হচ্ছে না। আমাদের লোকজনও খুব কম। ওদিকে হারপার বোধহয় ওনেচুকে খবর পৌঁছে দিয়েছে। তুমি যে ভাবেই হোক ডানকান আর ম্যাক্সকে ধর। ওদের এখন খামারেই পাবে। পুরো ঘটনা খুলে বলবে। ওরা ফ্রাঙ্কের পুরনো বন্ধু। ঘটনা বুঝতে পারলেই রওনা দেবে। পারলে সঙ্গে লোক নিতে বলবে, বুঝেছো ?

বেন সামান্য মাথা ঝাঁকালো, বুঝেছে সে।

শেরিফ পকেট থেকে বের করে গতরাতে আঁকা পথের ম্যাপটা দেখালো বেনকে, বললো—'দেখ, এই হচ্ছে আমার পরিকল্পনা।'

পাঁচ মিনিট সময় লাগলো বেনকে সবকিছু গুছিয়ে বলতে। শুনে বেনের মুখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠলো—'চমৎকার প্ল্যান শেরিফ, এভাবে সবকিছু এগোলে আমরা জিতবো।'

শেরিফও একটু হাসলো—'কিন্তু বেন, সবকিছু আমাদের প্ল্যান মতো হবে এরকম কখনো ভাবতে নেই। দেখ না, হঠাৎ করেই ফিশ ফেস আর কুপার এসে হাজির। এরকম অনেক ঘটনাই হয়তো ঘটবে। আমাদের হয়তো নতুন করে ছক কাটতে হবে। তবু বলি, আমরাই জিতবো। বহুদিন এমন সুযোগের অপেক্ষায় আছি, আমাদের না জিতলে চলবে না বেন।'

'হ্যাঁ, আমাদের জিততে হবে'—বেন মাথা নেড়ে সায় দিল।

: তবে তুমি বেরিয়ে পড়। সবকিছু মনে আছে তো তোমার?

'আমি কিছুই ভুলিনা শেরিফ,···ফ্রাঙ্ক লাথাম আমাকে প্রায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নতুন জীবন দিয়েছিল, সে কথাও আমি ভুলিনি'—সামান্য হেসে বেন বললো।

: তবে বেস্ট অব লাক, সাবধানে যেও, সাবধানে থেকো।

: ধন্যবাদ শেরিফ, তবে সহজে আমি মরবো না, অন্ততঃ ফ্রাঙ্ক লাথামের মৃত্যুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমার কিছুই হবে না।

মাথা দুলিয়ে একটু হাসলো শেরিফ। তারপর থানার থেকে বেরিয়ে অফিসের পথ ধরলো। অফিসে ফিরে দেখলো হারপার বসে আছে এক কোণে।

অবাক হল শেরিফ—'হারপার তুমি?'

'কাজ শেষ'—হারপার জানালো।

: ওনেচুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছো।

: আপনি তো আমাকে সে জন্যেই পাঠিয়ে ছিলেন, তাই না।'

হাসলো শেরিফ—'তা বটে। ব্যবস্থা কি হল?'

: ওনেচুকে সবকিছু জানিয়ে এলাম।

: ও কোথায়?

: রাস্তায় অপেক্ষা করছে হয়তো, আমাকে তাই বললো।

: মিস জুডিথ আর ছেলে দুটো কিন্তু আজ সকালেই রওনা দিচ্ছে।

: অসুবিধে নেই। ওনেচু যখন বলেছে তখন ও রাস্তাতেই থাকবে।

: তা ঠিক, ওর কথার নড় চড় হয়না কখনো। ও ঠিকই ওর দায়িত্ব পালন করবে। আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছি।···তবে, এদিকে একটু গোলমাল হলো গতরাতে।

শেরিফ গতরাতের ঘটনা খুলে বললো হারপারকে। না, হারপারও চেনেনা কুপারকে। ঘটনাটার ব্যাখ্যাও সে দিতে পারলো না।

'ব্যাখ্যার এখন দরকার নেই'—শেরিফ বললো—'ওসব পরে ভাবলেও হবে, তুমি শোন, বেন গেছে ম্যাক্স আর ডানকানকে খবর দিতে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হলেই আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হব। তুমি আপাততঃ এখানেই থাক, মিস জুডিথ রওনা না দেওয়া পর্যন্ত।'

'আর এই ম্যাপটা দেখ'—শেরিফ পকেট থেকে গতরাতে আঁকা ম্যাপটা বের করে হারপারকে দেখালো—'মিস জুডিথকে এটা দেব। এ পথ ধরেই তিনি এগোবেন। তুমি মিস জুডিথ রওনা দিলে তাদের

পেছনে পেছনে যাবে ওনেচুর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত। ওনেচুর দেখা পেলেই মিস জুডিথ আর ছেলেদুটোর ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়ে ঘুরে চলে যাবে এখানে'—শেরিফ ম্যাপের এক জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে দেখালো—'বেন তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবে। তবে সাবধান হারপার, বিপদ আমি সব জায়গায়ই আশা করছি।'

হারপার মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বললো—'বিপদের মোকাবেলা কি করে করতে হয় তা ফ্রাঙ্ক লাথাম অনেক আগেই আমাকে শিখিয়েছিলেন।'

শেরিফ মৃদু হাসলো—'বেশ। এবার আসো, ব্রেক ফাস্ট সেরে নেওয়া যাক।'

তারা ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার পরপরই জুডিথ অ্যাব আর ওবিকে নিয়ে এসে হাজির।

গতরাতের ঘটনা পুরো চেপে গেল শেরিফ।

চোখ তুলে একটু হাসলো—'তাহলে যাচ্ছেন?'

: যাচ্ছি, আপনি জানেন। আমিও জানি আপনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

: খুব দেখি বিশ্বাস আমার ওপর।

সামান্য লাল হলো জুডিথ—'কারো না কারোর ওপর বিশ্বাস তো রাখতেই হয়।'

শেরিফ হাসলো—'তা বৈকি। এখন কিছু দরকারী কথা সেরে নেওয়া যাক।'

তারা বসলে শেরিফ বললো—'দেখুন, পথে পদে পদে বিপদ, জ্যাকব রিকার, গ্যারিটির লোকজন ছাড়াও আরো অনেক আজেবাজে লোক থাকবে, আপনি সুন্দরী তরুণী, অসুবিধে একটু বেশী। তবে এসব কথা বলে আপনাকে এখন আর ফেরানো যাবেনা। আপনি এই ম্যাপটা দেখুন।'

শেরিফ গতরাতে আঁকা ম্যাপটা বের করলো—'এই হচ্ছে আপনাদের পথ। এ পথে আপনারা এগোবেন। জ্যাকব রিকার এ পথেই গেছে। দেখুন, এই শেষ মাথা পর্যন্ত আপনি যদি রিকারের পেছনে পেছনে যেতে পারেন তবে রিকার একটু ঘুরে এই স্যান ট্যাবেলোতে ফিরে আসবে। বুঝতে পারছেন?'

'পারছি'—জুডিথ ছোট করে বললো।

: এই তো আপনি চান, তাই না?

: হ্যাঁ।

: তবে একটা অনুরোধ।

: বলুন।

: আমি সবদিক বিবেচনা করে বলছি— আপনি কখনো ম্যাপের এই রাস্তা ছেড়ে অন্য কোনো রাস্তা ধরবেন না।

: কখনো নয়?

: না, কখনো নয়, অসুবিধে আছে। তাছাড়া অন্য রাস্তা ধরার প্রয়োজনও হবে না।

: ঠিক আছে, মনে থাকবে আমার।

: তবে ম্যাপটা রাখুন, তবে ফর গডস্ সেক, কখনো অন্য পথ নয়।

'মনে থাকবে'—জুডিথ ম্যাপটা নিয়ে ব্যাগের পকেটে রাখলো।

শেরিফ উঠলো—'সব রেডী। সকাল সকাল রওনা দেওয়াই উচিত।'

: আমরা তৈরি।

শেরিফ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, বললো—'আপনার যদি রিকারের পেছনে ছুটতে না হতো তবে খুশী হতাম কিন্তু উপায় নেই। গোপন যদি কোনো ব্যাপার থেকে থাকে তবে সেটা এভাবেই বের করতে হবে।.....আমি নামেই শেরিফ, ক্ষমতা সীমিত। এদিকে আইন—কানুনও এমন যে শেরিফ ইচ্ছে করলেই সবকিছু করতে পারেনা...'

জুডিথ বাধা দিল—'এসব কথা বলার দরকার নেই শেরিফ। আপনি যেটুকু করার সেটুকু ঠিকই করছেন।'

হাসলো রুডি হকস্—'শেষ পর্যন্ত দেখা যাক কি করতে পারি।'

'তবে আমরা এখন রওনা দেই'—জুডিথ বললো।

: হ্যাঁ, সেটাই উচিত, এগুলো সঙ্গে রাখুন।

একটা রিপিটিং হেনরী রাইফেল আর একটা পিস্তল। জুডিথ হাসলো 'পিস্তলে আমার হাত পাকেনি, তবে রাইফেল আমি ভালোই চালাতে জানি।'

সে পিস্তল আর রাইফেল উঠিয়ে নিল।

বাইরে দু'টো তরতাজা ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘোড়া দুটোর সঙ্গে ভাব করে নিল জুডিথ, অ্যাব আর ওবি। ঘোড়া দুটোও অবশ্য ভার বহনে অভ্যস্ত।

অ্যাব আর ওবি উঠলো একঘোড়ায়। জুডিথ উঠলো অন্যটায়। প্রয়োজনীয় সবকিছু নেওয়া হয়েছে কিনা, জুডিথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে শেরিফের দিকে ফিরলো—'তবে

বিদায় শেরিফ।'

কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল শেরিফ রুডি হকস্, সামান্য হাসলো সে, বললো 'সাবধানে যেও জুডি।'

মাথা ঝাঁকালো জুডিথ—'আপনি আমাকে কি ভাবে সম্বোধন করবেন সে ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেন নি।'

শেরিফ আবার হাসলো—'বিদায়, আপাততঃ।'

জুডিথ, অ্যাব আর ওবি রওনা দিল। শেরিফ যতদূর সম্ভব দেখলো তাদের। তারপর হারপারের দিকে ফিরে বললো—'তুমিও তবে রওনা দাও হারপার। এখনই কিছু ঘটবে বলে মনে হয়না আমার। তবু যাও। ওনেচুকে না দেখা পর্যন্ত ওদের পেছনে পেছনে থেকো। তারপর বেনের সঙ্গে গিয়ে মিলবে। যাও।'

শেরিফ অফিসে ফিরে চেয়ারে বসে একটা সিগার ধরালো।

সাত

জুডিথ, অ্যাব আর ওবি রওনা দিল উত্তর-পূবে। ঘোড়া দুটো তেজী। খাওয়ার সময় ছাড়া না থামলে একদিনেই তারা অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবে। ঘোড়া দুটো পাশাপাশি চলছে। ওবি অবাক হয়ে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, অ্যাব অবশ্য নির্বিকার।

জুডিথ একবার পেছনে ফিরে তাকালো। শক্ত, নির্জন, পাথুরে রাস্তাই শুধু চোখে পড়ে, আর দুপাশে উঁচু টিলা, পাহাড়। এদিক পুরোটাই পাথুরে আর রুক্ষ।

সান ট্যাবেলো ছেড়ে আসার পর জুডিথের একটু ভয় ভয় লেগেছিল। এই ভয়টা ছিল না এর আগে। কিন্তু এখন সামনে খোলা রাস্তা। সবকিছুই তার অপরিচিত। পথে হঠাৎ বিপদ জনক কিছু ঘটে যেতে পারে। সবকিছু তাকেই সামলাতে হবে। এসব মনে হলে ভয় লাগে বৈকি। ভয়টা সে একসময় ঝেড়ে ফেলতে পারলো। হোক অপরিচিত জায়গা, তাকে যেতেই হবে এখন আর ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসার সময় নেই। তাছাড়া তার মন বলছে, বিপদের কিছু নেই, শেরিফ নিশ্চয় কোনো না কোনো ব্যবস্থা করেছে।

এক নাগাড়ে ঘণ্টা চারেক এগোলো তারা। পথে তেমন কাউকেই চোখে পড়লো না। দুএকজন যাদের পথে দেখলো তারা সবাই ভবঘুরে ধরণের।

একটা পাহাড়ের এক কোণে ছায়ার মতো পেয়ে তারা ঘোড়া থামালো। দুপুরের খাবারটা সেরে নেবে। জুডিথ প্রথমে নামলো ঘোড়া থেকে। যতদূর সম্ভব চারপাশ দেখে নিল। পথ ছেড়ে ভেতর দিকেই নেমেছে তারা। তবু জুডিথ ঘোড়া টানতে টানতে আরেকটু ভেতরে গেল। ইতিমধ্যে অ্যাবও নেমে পড়েছে। সে লাগাম ধরেছে অন্য ঘোড়াটার।

'ঘোড়া দুটো কি ছেড়ে রাখবো না বেধে রাখবো, অ্যাব?' – জুডিথ জিজ্ঞেস করলো। অ্যাব হাসলো – 'কতোক্ষণ হল ওরা আমাদের সঙ্গে আছে? ঘণ্টা চারেক?

: তারও বেশী।

'তবে'—ঘোড়াদুটোর কানে হাত বুলিয়ে অ্যাব একটু আদর করলো—'ছেড়ে দেওয়া যায়, ওদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।'

অ্যাব অবশ্য বাড়িয়ে বলছে না। যে কোনো ঘোড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে ওর আধঘণ্টার বেশী সময় লাগেনা। গুণটা ফ্রাঙ্ক লাথামের ছিল। বাবার কাছ থেকেই সে গুণ পেয়েছে অ্যাব। এ ঘোড়াদুটোও পালাবে না, আশেপাশেই থাকবে; অ্যাব এ ব্যাপারে নিশ্চিত, নইলে সে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতো না।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে বার তিনেক শীষ দিয়ে সে নিজেই ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে জুডিথ ঘোড়ার পাশে ঝোলানো রাইফেল আর অন্যান্য জিনিস পত্র নামিয়ে নিয়েছে। ছায়ায় এসে বসলো তারা। ওরি কিছু শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আনলো। অ্যাব আগুন ধরালো। সঙ্গে আনা খাবার একটু গরম করে নিতে হবে। তাছাড়া গরম কফিও দরকার। কারণ সান ট্যাবেলো থেকে যতই এদিকে এসেছে তারা, খোলামেলা জায়গা বলে ঠাণ্ডা ততই বেড়েছে।

খেতে খেতে জুডিথ প্রথম থেকে পুরো ব্যাপারটা ভাবলো। সন্তুষ্টই হলো সে। না, এখন পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটেনি। ফ্রাঙ্কের খামারে তারা আক্রান্ত হয়েছিল বটে, মিস্টার গ্যারিটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর রাস্তার মাঝখানে একজন বন্দুক হাতে হুমকীও দিয়েছিল; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি অবস্থা এর চেয়েও খারাপ হতে পারতো। এই আজ যেমন, সান ট্যাবেলো থেকে বিশ মাইলের মতো চলে এসেছে তারা, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি ভয় পাওয়ার মতো। অবশ্য সে বুঝতে পারছে, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এরকম সহজ সরল থাকবে না। গোলমাল হবেই। মিস্টার গ্যারিটির

সঙ্গে সে নিজে কথা বলেছে। বুঝেছে, ঐ লোক সহজে ছেড়ে দেওয়ার নয়। বয়স হয়ে যাওয়া সত্বেও যে লোক এখনো ফ্রাঙ্কের খামারের দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে আছে, সে লোক এতো সহজেই ছেড়ে দেওয়ার নয়? আর আছে জ্যাকব রিকার। লোকটার সঙ্গে কথা হয়নি তার, দেখেওনি তাকে কোনো দিন। কিন্তু শেরিফের কথাবার্তায় সে বুঝেছে ঐ লোক ভয়ংকর আর শয়তানের মতো নীচ। বেকায়দায় পড়লে সাপের মতো রিকারও ফুঁসে দাঁড়াবে। সুতরাং আজ হোক, কাল হোক, ঝামেলা হচ্ছেই। তার একার পক্ষে সে ঝামেলা সামাল দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়, জুডিথ জানে। এখন ভরসা শেরিফ। ফ্রাঙ্কের বন্ধু শেরিফ। কিন্তু তবু তার ওপর কতোটা নির্ভর করা যায় জুডিথ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একথা অবশ্য ঠিক যে সেদিন বেন নামের ঐ লোকটাকে শেরিফ না পাঠালে গ্যারিটির বাসা থেকে বেরিয়ে তারা হয়তো নিরাপদে ফিরে আসতে পারতো না। তবে সেটা ছিল সান ট্যাবে-লোয়। শেরিফের নিজের শহরে। কিন্তু এখন এই যে সামনে দীর্ঘ রাস্তা এবং ঘটনার শেষে যে পরিণতি অপেক্ষা করে আছে শেরিফ কি তার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে, দায়িত্ব নেবে?

নিজের মনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো জুডিথ। শেষে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। মেয়েদের কিছু বাড়তি ক্ষমতা থাকে, সে ক্ষমতার জোরে সে বুঝতে পারছে, শেরিফ ইতিমধ্যেই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সুতরাং নির্ভর করা যায় তার ওপর। তাছাড়া পথের ম্যাপ নিজেই একে দিয়েছে শেরিফ। কিছু একটা ব্যবস্থা না থাকলে শেরিফ নিশ্চয় তাকে এভাবে চলে আসতে সাহায্য করতো না অর্থাৎ খুব বেশী না ঘাবড়ালেও চলবে। হাসি হাসি মুখেই সে

অ্যাবের দিকে তাকালো—'তোমার কি মনে হয় অ্যাব, আমরা রিকারকে ধরতে পারবো।'

অ্যাব গম্ভীর গলায় বললো—'পারবো।'

অ্যাবকে অমন গম্ভীর দেখে জুডিথের মজাই লাগলো। বয়সের তুলনায় অ্যাব অবশ্য এমনিতেই একটু বেশী গম্ভীর।

'পথে অবশ্য অনেক বিপদ'—জুডিথ হালকা গলায় বললো।

'জানি' – এখনো গম্ভীর।

: ওসব বিপদ কিভাবে যে সামলাবো আমরা।

: সামলানো যাবে।

জুডিথ জানে এভাবে কথা বলে গেলে অ্যাব সহজ হবেনা। ও মাঝে মাঝে রেড-ইণ্ডিয়ানদের মতোই নির্বিকার হয়ে যায়।

তাই কথার মোড় ঘুরালো জুডিথ – 'কিন্তু অ্যাব, তুমি কি এখনো কিছুই মনে করতে পারছো না?'

মাথা নাড়লো অ্যাব, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো – 'আসলে কিছুই মনে পড়ছেনা আমার।'

'কিন্তু অ্যাব' – ঠাণ্ডা গলায় বললো জুডিথ – 'আমরা জ্যাকব রিকারের খোঁজে চলেছি, ওর খোঁজ পাওয়ার আগেই আমাদের জানতে হবে পুরো ঘটনার সঙ্গে রিকারের কি সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে তোমার স্মৃতিশক্তিই একমাত্র ভরসা।'

: আমি চেষ্টা করছি। কিছু যদি মনে পড়ার থেকে থাকে তবে মনে পড়বেই।

'গুড' ছোট করে বললো জুডিথ।

তাদের খাওয়া শেষ। জিনিস পত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো জুডিথ। সময় নষ্ট করা চলবেনা। পথে ম্যাপটা একবার

চোখের সামনে ধরলো সে। এখন যাত্রা করলে তারা সন্ধ্যার পর-পরই এমন কোথাও পৌঁছাতে পারবে যেখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠলো তারা। অ্যাব সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে শীষ দিল দু'বার। তারপর কানখাড়া করে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। তার শীষের শব্দে ঘোড়া দুটো অল্পসময়ের মধ্যেই আড়াল থেকে এসে হাজির। একটু হাসি ফুটে উঠলো অ্যাবের মুখে। জুডিথের দিকে তাকালো সে। 'চমৎকার অ্যাব'—বলে জুডিথ তাকে এক টুক্‌রো হাসি উপহার দিল।

তারা রওনা দেবার পরপরই বিরাট এক পাথরের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এলো। তারা যেখানে বসেছিল সেখানে এসে দাঁড়ালো লোকটা। লোকটা প্রায় ছ'ফিট লম্বা। পরনে শক্ত কাপড়ের প্যান্ট। গায়ে শার্টের ওপর চামড়ার হাতাকাটা জ্যাকেট। এক কোমরে পিস্তল, অন্য কোমরে দু'টো ছুরি খাপে আটকানো। লোকটার গায়ের রঙ রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো, মাথার চুলও বেশ লম্বা। লোকটা আসলে হাফ হোয়াইট, হাফ রেড ইণ্ডিয়ান। সে লোক প্রথমেই জুডিথদের বসে থাকা জায়গাটা দেখলো চোখ বুলিয়ে। জুডিথ'রা আগুন নেভাতে ভুলে গিয়েছিল। সেটা সে লোক দাঁড়িয়ে থেকেই পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেললো। তারপর পা বাড়িয়ে নেমে আসলো রাস্তায়। কান খাড়া করে কতোক্ষণ কি যে শুনলো। হ্যাঁ, দু'টো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে সে। জুডিথ'রা রওনা দিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু তাতে অসুবিধে নেই, দূরত্ব আরো বেশি হ'লেও ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ সে ঠিকই পেত। রাস্তা যদি সোজা হত তবে ওদের দেখতেও

পেত সে।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সে। তারপর আস্তে আস্তে দৌড়াতে আরম্ভ করলো জুডিথ'দের পেছনে পেছনে। না কোনো ঘোড়ার প্রয়োজন নেই তার। প্রয়োজন মতো মৃদু কিংবা দ্রুত গতিতে সে সহজেই এভাবে তিরিশ-চল্লিশ মাইল পেরিয়ে যেতে পারে।

বিকেলের দিকে এক মজার ব্যাপার ঘটলো। তারা একটা সংকীর্ণ পথ ধরে এগোচ্ছিল। দু'পাশে বিশাল উঁচু পাহাড়। বাঁ'দিকের পাহাড়ের এক চূড়োয় দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করছিল এক রেড-ইণ্ডিয়ান। জুডিথই প্রথম দেখলো। একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবে পরক্ষণেই ভয়টুকু ঝেড়ে ফেলতে পারলো সে। রেড-ইণ্ডিয়ান'দের ভয় থাকলে শেরিফ নিশ্চয় সেটা জানাতো। তাছাড়া সে নিজেও জানে এ এলাকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা শান্তিপ্রিয়। বহু আগে থেকেই তারা সাদাদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করছে।

সুতরাং মাথা ঘামালো না জুডিথ। তবে মিনিট দশেক পরই প্রথম রেড-ইণ্ডিয়ানটার পাশে আরেকজনকে দেখলো সে। তাদের মিনিট দশেক লক্ষ্য করে সে দু'জন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তাদের আবার দেখা গেল, এবার তারা সংখ্যায় তিনজন। জুডিথ দেখলো সে তিনজন উঁচু থেকে তাদের দিকে নেমে আসছে।

জুডিথ এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। এদিক-ওদিক তাকালো সে। রেড-ইণ্ডিয়ানরা যদি আক্রমণ করে তবে রক্ষা করার কেউ নেই। তাছাড়া রাস্তাটাও এমন যে সোজাই চলে গেছে, দু'পাশে উঁচু উঁচু পাহাড়; অর্থাৎ ডানে কিংবা বাঁয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

কি করবে বুঝতে পারলো না জুডিথ। শুধু অ্যাব'কে ঠাণ্ডা গলায় খুলে বললো ব্যাপারটা।

ঘাড় ফিরিয়ে কোনাকুনি পেছনে তাকালো অ্যাব। রেড-ইণ্ডিয়ান দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার ছেলে সে নয়। তার গায়েও রেড-ইণ্ডিয়ানদের রক্ত রয়েছে। তবুও জুডিথের দিকে চিন্তিত মুখে তাকালো সে—'কি চায় ওরা, বুঝতে পারছো?'

: হয়তো ওরা নিছক কৌতূহল মেটাচ্ছে। হয়তো আমাদের অনুসরণ করা ছাড়া ওরা আর কিছুই করবে না।'

সামান্য হাসলো অ্যাব, বয়সের তুলনায় ওকে বড় দেখাচ্ছে এখন, ভারিক্কি চালে বললো—'কিন্তু ওরা যদি আমাদের থামাতে চেষ্টা করে তবে আমরা কি করবো? লড়াই করবো?'

মাথা নাড়লো জুডিথ—'সেটা খুব একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না। আমাদের সঙ্গে মাত্র একটা রাইফেল আর একটা পিস্তল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে লড়াই করতে তুমি কিংবা আমি কেউই অভ্যস্ত নই। সুতরাং তাতে খুব একটা লাভ হবে না।

: তাহলে চেষ্টা করে দেখি জোরে ছুটে পালাতে পারি কিনা।

জুডিথ এবারও মাথা নাড়লো—'না অ্যাব, আমাদের ঘোড়া দু'টো সারাদিন চলার পর এখন এমনিতেই ক্লান্ত। তাছাড়া এমনিতেও ওদের ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে আমরা পারবো না।'

'তবে?'—পেছনে কোনাকুনি আরেকবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো অ্যাব। তিন রেড-ইণ্ডিয়ান ইতিমধ্যে খুব কাছে চলে এসেছে।

: আমরা যেমন যাচ্ছি সেরকমই যাবো। এমন ভাব দেখানো যেন ওদের দেখি নি আমরা।

'তাই হবে'—মাথা ঝাঁকিয়ে বললো অ্যাব।

পেছনের তিন রেড-ইণ্ডিয়ান হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের কোন ফাঁকে ওরা ঢুকে গেল, ওদের আর দেখা গেল না। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল কিছুক্ষণ, তবে সে আওয়াজও মিলিয়ে গেল।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো জুডিথ। যদিও সে বুঝতে পারছিল রেড-ইণ্ডিয়ানদের দেখা যাচ্ছে না মানেই এই নয় যে ওরা ফিরে গেছে। তবে দেখা যে যাচ্ছে না, এটাই অনেক স্বস্তি।

তবে এই স্বস্তিটুকু জুডিথ বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারলো না। আর মাত্র তিনশো গজ এগিয়েই তাকে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতে হল। সরু পথের ওপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিন রেড-ইণ্ডিয়ান। বাতাসে তাদের কালো লম্বা চুল উড়ছে। তিনজনের মাথায়ই লাল রঙের ব্যাণ্ড।

খুব সামান্য সময়েই স্থির হতে পারলো জুডিথ। অ্যাব আর ওবি'কে মৃদু গলায় বললো—'তোমরা চুপ করে থাকো, আমি দেখছি।'

সবচেয়ে বয়স্ক রেড ইণ্ডিয়ানটার দিকে তাকালো সে, শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো—'কি চাই?'

সে লোক অ্যাপাচী ভাষায় তীক্ষ্ণ গলায় কি বললো তার এক বিন্দুও বুঝলো না জুডিথ। অ্যাব আর ওবিও কিছু বুঝলো বলে মনে হল না তার। এটাই তো মূল সমস্যা। কেউ যদি কারো ভাষা না বোঝে তবে কথা হবে কি ভাবে! হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলো জুডিথ।

রেড ইণ্ডিয়ান তিনজন তাদের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত সে তাকানো। শরীর শিউরে ওঠে। ভয় পাচ্ছিল

জুডিথ। সেটা কাটানোর জন্যেই অ্যাব আর ওবিকে বললো—'তোমরা ওদের ভয় পাচ্ছ সেটা যেন ওরা বুঝতে না পারে।'

অ্যাবের চোখ মুখ দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না সে ভয় পেয়েছে। বরাবরের মতো এখনো তার মুখ নিরাসক্ত। আর ওবি'র চোখে ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বেশি।

জুডিথের কথা শুনে অবশ্য বয়স্ক রেড-ইণ্ডিয়ানটা হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি শুনে অবাক হয়ে জুডিথ তাকালে সে যথেষ্ট ভালো ইংরেজীতে বললো—'তোমার সঙ্গে দু'জন হাফ-অ্যাপাচী ছেলে দেখছি, কি ব্যাপার?'

: ইংরেজী বুঝেও না বোঝার ভান করছিলেন কেন?

: আমার ইচ্ছে, তাই।

এরকম ইয়ার্কী মারছে যখন তখন হয়তো ভয়ের কিছু নেই, জুডিথ আশ্বস্ত হলো। বললো—'এরা দু'জন ফ্রাঙ্ক লাথামের ছেলে, আমি ফ্রাঙ্কের বোন।'

: বেশ বেশ। আমার নাম জেনেরিমো। আমি ফ্রাঙ্ক লাথামকে চিনতাম। ও হোয়াইট মাউন্টেন ট্রাইবের একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

জেনেরিমোকে কি বলা উচিত হবে? একটু ভাবলো জুডিথ। না বলার কোনো কারণ খুঁজে পেল না। মোটামুটি সবকিছু খুলে বললো সে।

ঘন ঘন মাথা দোলালো জেনেরিমো—'বেশ বেশ, তা তোমাদের থামিয়েছিলাম কেন জান? এরকম নির্জন পথে এভাবে অল্পবয়সী দুটো ছেলে নিয়ে কোনো তরুণী মেয়ে কোনোদিন যায়নি, তাই।'

: তবে কি আমরা যেতে পারি এখন?

'তা পারো'—রেড-ইণ্ডিয়ান তিনজন একপাশে সরে জায়গা করে দিল—'তবে শোন, তুমি খুব সাহসী মেয়ে, তোমার যদি কখনো পুরুষ মানুষের প্রয়োজন হয় তবে আমার কাছে এসো। আমি সাহসী মেয়ে পছন্দ করি। আমি তোমাকে বউ করে ঘরে তুলবো। যে কোনো সময় আসতে পারো।

'আমার মনে থাকবে'—বললো জুডিথ। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

তারা কেউ লক্ষ্য করলো না মাত্র বিশ হাত দূরে এক পাথরের আড়াল থেকে সেই হাফ রেড-ইণ্ডিয়ান হাফ হোয়াইট লোকটা মৃদু হাসি মুখে পুরো ঘটনাটাই দেখলো।

তারা আরো মাইল পনেরো এগোলো। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখন থাকার জন্যে আশ্রয় প্রয়োজন।

পথের প্রায় ওপরেই পাওয়া গেল ট্রেডিং পোস্ট। সে সময়ে দু'শহরের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় এ ধরনের ট্রেডিং পোস্ট দেখা যেত। লোকজন এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার সময় এ ধরনের ট্রেডিং পোস্টে বিশ্রাম নিতে পারতো, খেতে পারতো, দরকার হলে থাকতেও পারতো।

জুডিথ, অ্যাব আর ওবি'কে নিয়ে যে ট্রেডিং পোস্টের সামনে এসে থামলো সেটার জীর্ণ দশা। রঙ চটা কাঠের একটা কাঠামো কোনোমতে দাঁড়ানো। পাশে একটা ছোট আস্তাবল। অবশ্য ট্রেডিং পোস্টের এই জীর্ণ দশা জুডিথ ধর্তব্যের মধ্যেই আনলো না। এখন যেকোনো রকম একটা থাকার জায়গা পেলেই হ'লো। এই দুর্গম এলাকায় সেটাই হবে যথেষ্ট। শুধু তো কোনোমতে রাত

কাটানো নিয়ে কথা।

ঘোড়া দু'টো বেঁধে রেখে জুডিথ প্রথমে ভেতরে ঢুকলো, পেছনে পেছনে অ্যাব আর ওবি। ভেতরে ঢুকেই তারা স্বস্তি বোধ করলো। বাইরের ঠাণ্ডার হাত থেকে অন্তত বাঁচা গেল।

ভেতরে দু'জন লোক। একজন যথেষ্ট বয়সী। জুডিথ অনুমান করলো এর নামই জো। কারণ বাইরে সে বোর্ডে লেখা দেখেছে জো'স ট্রেডিং পোস্ট। অন্যজন কম বয়সী, জো'র সহকারী। দু'জনেই অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকালো।

প্রথমেই কথা বললো বয়স্ক জন—'বসে পড়, বসে পড় তোমরা, ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

এগিয়ে কাউন্টারের সামনে তিনটা টুলে বসে পড়লো তারা। জুডিথ একটু হেসে বললো—'ধন্যবাদ, মিস্টার···'

: জো। এ হচ্ছে আমার সহকারী ম্যাক···দাঁড়াও, তোমাদের কফি দিচ্ছি।

'ধন্যবাদ'—জুডিথ বললো। হাত বাড়িয়ে কফির পেয়ালা নিল। অ্যাব আর ওবির দিকে বাড়িয়ে দিল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে জুডিথ বুঝলো। জো আর ফ্রাঙ্ক দু'জনেই তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। এরকম সময় কোনো মেয়ে দুই অল্পবয়সী ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির হবে তা ওরা নিশ্চয় ভাবেনি।

প্রথমে মুখ খুললো জো—'তোমরা এখানে এসময়ে! ব্যাপার কি? কোত্থেকে আসছো আর যাচ্ছই বা কোথায়?'

জুডিথ একপলক দেখলো জো আর ম্যাককে। তারপর গম্ভীর গলায় বললো—'আমরা আপাততঃ আসছি সান্ট্যাবেলো থেকে।

কোথায় যাচ্ছি তা অবশ্য বলতে পারবো না। কারণ, ঠিক ঠিক আমরাও জানি না। আসলে আমরা একজনকে অনুসরণ করছি। তার নাম জ্যাকব রিকার।...আপনি কি তার সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'সপ্তাহখানেক আগে এখানে একরাত ছিল, এটুকুই জানি'—জো বললো। থেমে ভাবলো অনুসরণ করার কারণ হয়তো জুডিথই বলবে। কিন্তু জুডিথ কিছু না বলায় জো আবার মুখ খুললো—'তা, জ্যাকব রিকার'কে অনুসরণ করছো কেন?'

: রিকার আমার ভাই আর ওদের বাবাকে খুন করেছে।

: তাহলে খুনীর পেছনে ছুটছো! সঙ্গে কে আছে তোমাদের?

'কেউ নেই'—বললো জুডিথ। বলেই ভুল বুঝতে পারলো। বুঝলো এভাবে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত হল না। কিন্তু এখন আর ভুল শোধরাবার সময় নেই। একবার ভাবলো বলবে যে সান ট্যাবেলো শেরিফ রুডি হকস্ পুরো ব্যাপারটা জানেন এবং তিনিই তাদের আসার ব্যবস্থা করেছেন। তবে সে ইচ্ছে সে বাদ দিলো, বুঝলো সেটা খুব একটা জোরালো শোনাবে না।

'রাত্রে আমরা এখানেই থাকবো' সে বললো—'রুম আছে নিশ্চয়?'

'আছে'—জো বললো—'অসুবিধে নেই।'

: আমাদের দু'টো ঘোড়া আছে বাইরে।

: ম্যাক ওদের আস্তাবলে তুলে রাখবে, খাবারও দেবে, ভেবো না।...তোমাদের খাওয়া নিয়ে অবশ্য একটু অসুবিধে হবে, সীম ভাজি ছাড়া আর তেমন কিছু নেই, সকালে মালের চালান আসার কথা ছিল, আসেনি।

জুডিথ বললো—'ওতেই চলবে। আমাদের নিজেদের সঙ্গেও

কিছু আছে।'

ম্যাক ধোয়া-মোছার কাজ করতে করতে মাঝে মাঝেই তাদের দিকে তাকাচ্ছে। টের পেয়েও জুডিথ মাথা ঘামালো না। বুড়ো জো চুলোর ওপর সীম চড়িয়ে দিল। হাত মুছে নিয়ে তাদের দিকে ফিরে বললো—'তোমরা খুব বোকামী করেছো?'

: কেন?

'কেন?'—জো সামান্য হাসলো—'তোমার বয়সী কোনো মেয়ে সঙ্গে ওরকম বাচ্চা দু'টো ছেলে নিয়ে খুনীর পেছনে এভাবে ছুটতে পারে—জীবনে এই প্রথম দেখলাম। তাও কিনা এই পথে। শোন মেয়ে, এ পর্যন্ত হয়তো নিরাপদেই পৌঁছেছে, কিন্তু এখান থেকে ষাট মাইল দূরে বিল ব্রিসবি শহর, রাজ্যের যত বাজে লোকে ভর্তি, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে ওখানে গেলে ওরা আর ফিরতে দেবে না। যাক, এসব কথা আমি বলার কেউ নই। তোমরা বোধহয় ক্লান্ত। ঐ যে বাঁ দিকের ঐ রুমটা তোমাদের, বিশ্রাম নিতে পার, খাবার সময় হলে ডাকবো। রুম ভাড়া আর খাবার চার্জ দেড় শিলিং। এখন দিয়ে গেলে ঝামেলা মিটে যায়।···আর হ্যাঁ, ম্যাক, তুমি গিয়ে ওদের ঘোড়া দু'টোর ব্যবস্থা কর।'

জুডিথ কাউন্টারের ওপর দেড় শিলিং রেখে উঠে এল। ওবি'র চোখে ঘুম। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কম্বল দিয়ে ডেকে দিল। নিজে আয়েশ করে বসলো এক চেয়ারে। অ্যাবের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো—'বেশ ভালোই তো কাটছে অ্যাব, তাই না?' মাথা নেড়ে অ্যাবও সামান্য হাসলো।

ঘণ্টা খানেক পর খাওয়ার টেবিলে পরিবেশ বেশ সহজ হয়ে

গেল। ম্যাক কোনো কথা না বললেও বুড়ো জো একটার পর একটা মজার কথা বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখলো। গম্ভীর অ্যাবও না হেসে পারলোনা। বেশ ভালো লাগছিলো জুডিথের। টেনশন অনেক কমে গেছে। খুব আন্তরিকতায় সে জো আর ম্যাককে গুডনাইট জানালে উত্তরে জো বললো গুডনাইট। ম্যাক মাথা নাড়লো।

নিজেদের রুমে ফিরে জুডিথ, অ্যাব কিংবা ওবি কেউ আর অপেক্ষা করতে পারলো না। তারা শোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

বাইরের ঘরে জো টুকটাক কাজ সেরে নিল মিনিট পনেরোর মধ্যে। তারপর 'গুডনাইট ম্যাক, ঘুমোবার লাগে সবকিছু ঠিকঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিও' বলে নিজের ঘরে গেল।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থাকলো ম্যাক। তারপর বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে একটা সিগার ধরালো। সিগার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়লো না। আগুনটা বুটের চাপে নিভিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো সে। কোথাও কোনো আওয়াজ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কোনো আওয়াজ না করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। জ্যাকেটটা গলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিল, জ্যাকেটের পকেট থেকে গ্লোভস্ বের করে হাতে পরলো। নিজের মনেই হাসছিল ম্যাক। আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বের করে আনলো সে। সামান্য পিঠ চাপড়ে দিল ঘোড়াটার। তারপর সেটার ওপর লাফিয়ে উঠলো। ঘোড়া ছুটাতে গিয়েও সামলে নিল। আস্তে আস্তে এগোলে সে। যথেষ্ট দূরত্বে না যাওয়া পর্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে ট্রেডিং পোস্টের কারো ঘুম ভাঙ্গাতে চায় না ম্যাক। সে অবশ্য টের পেল না ঠিক আস্তাবল ঘেঁষেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা হাফ-ইণ্ডিয়ান

হাফ-হোয়াইট লোক মুখে সামান্য হাসি নিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

ম্যাক ফিরে এলো ঘণ্টাদেড়েক পর। হাফ-ইণ্ডিয়ান হাফ-হোয়াইট লোকটা আস্তাবলের এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল। বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না কোনো অসুবিধে হচ্ছে তার। হঠাৎই যেন ধ্যান ভেঙ্গে যায় তার। চোখ তুলে দূরে অন্ধকারে তাকায় সে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছে। অন্য কেউ হলে অবশ্য শুনতে পেত না। কিন্তু অসম্ভব তীক্ষ্ণ তার শ্রবণ-শক্তি। এগোতে এগোতে এক সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ থেমে যায়। সে তখন উঠে দাঁড়ায়। আস্তাবলের দেওয়াল ঘেঁষে পুরো অন্ধকারে মিশে যায়।

মিনিট পনেরো পর রাস্তায় প্রথমে দেখা গেল দুটো ঘোড়া। দু'জন মানুষও আছে। তারা ঘোড়া দু'টোর লাগাম ধরে হেঁটে হেঁটে জো'র ট্রেডিং পোস্টের দিকে এগিয়ে আসছে।

আস্তাবলের কাছে এসে তারা থামলো। এতো কাছে, দু'জনের শ্বাস-প্রশ্বাসও হাফ-হোয়াইট, হাফ-রেড-ইণ্ডিয়ান লোকটা টের পাচ্ছিল। সে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে ছিল মাত্র আসা লোক দু'জনের দিকে। তারা নিজেদের মধ্যে তখন কথা বলতে ব্যস্ত।

'চমৎকার ম্যাক'—একজন বললো—'এখন কাজটা শেষ করে আমি তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারলেই হ'লো। সেই অনেকক্ষণ হ'লো তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। তোমাকে ধন্যবাদ, বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখো নি আমাকে।'

ম্যাক হাসলো—'হ্যাঁ ফিল, কাজটা শেষ হলে আমিও একটু স্বস্তি পাবো, আসলে ব্যাপার হলো কোনো কাজ ঘাড়ে চাপলে সেটা

শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ভীষণ অস্থিরতায় ভুগি।'

খ্যাক খ্যাক করে হাসলো ফিল—'বেশ, তোমাকে এখনই আমি সুস্থির করে তুলবো। ঘাবড়িও না।'

ঠোঁটে আঙ্গুল দিল ম্যাক—'চুপ চুপ, আস্তে। কে জানে মাগীটা বোধহয় এখনো ঘুমায়নি। হাসির শব্দ পেয়ে সন্দেহ করলে ঝামেলা হবে।'

: তুমি কি মনে করো? কি ঝামেলা হবে, বলো তো হে।

: ওর কাছে রাইফেল আছে। ভাব সাব দেখে মনে হলো ভালোই চালাতে জানে।

আবার হাসলো ফিল—'রাইফেল দিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে বুঝি?'

'সাবধানের মার নেই'—গম্ভীর গলায় বললো ম্যাক—'আর তাছাড়া আমি এসবের মধ্যে জড়াতে চাই না। জড়ালে অসুবিধে নেই, কিন্তু আমি আপাততঃ কোনো ঝামেলায় না জড়িয়ে জো'র সহকারী হিসেবে থাকতে চাই।'

: ঠিক আছে, তাই থাকবে। তোমাকে জড়ানোর কোনো দরকার নেই আমার।

সামান্য মাথা ঝাঁকালো ম্যাক—'প্ল্যানটা তোমার মনে আছে তো?'

: আছে। ভোলার প্রশ্নই ওঠে না।

: তবু বলছি। শোন—ঠিক উল্টোদিকের, অর্থাৎ ওদিকের দ্বিতীয় জানালা। মনে রেখো, দ্বিতীয় জানালা। জানালায় যথেষ্ট ফুঁটো আছে। ভেতরে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাবে, রাইফেলের নলও ঢুকাতে পারবে। তিনজনের জন্যে তিনটা গুলি। শেষ করা

চাই। তারপর আর দাঁড়াবে না। কারণ গুলির শব্দে জেগে উঠে আমাকেই হৈ চৈ করতে হবে। মনে থাকবে?'

'থাকবে থাকবে'—ঘন ঘন মাথা দোলালো ফিল—'ওদিকের দ্বিতীয় জানালা, তিনজনের জন্যে তিনটা গুলি খরচ করবো, তারপর চম্পট দেবো। ব্যস, এই তো?'

: হ্যাঁ, এটুকুই। সেরে ফেলে বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমানোর ব্যবস্থা করো।

: করছি। তুমি দেখবে?

'ইয়ার্কী মেরো না ফিল'—ম্যাক বিরক্ত হলো—'প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হবে। তোমার এই সব সময় ইয়ার্কী মারা আমার ভালো লাগে না।'

'স্যরি ফ্রেণ্ড, এখন থেকে আমি সিরিয়াস'—হাসি চেপে উত্তর দিল ফিল।

তার হাসি টের পেয়ে আরো বিরক্ত হলো ম্যাক—'যাও, তুমি এগোও, ঠিক দ্বিতীয় জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। আমি আস্তাবলে আমার ঘোড়াটা রেখে ভেতরে ঢুকবো। তুমি ঠিক দশ মিনিট পর গুলি করবে। যাও।'

রাইফেলটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিল ফিল, বললো—'যাচ্ছি।' তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে মৃদু পায়ে সে এগিয়ে গেল ট্রেডিং পোস্টের দিকে। ট্রেডিং পোস্টের ডান দিকের দ্বিতীয় জানালায় দাঁড়াবে গিয়ে।

সে ডান দিকে মোড় না নেওয়া পর্যন্ত ম্যাক তাকিয়ে থাকলো তার দিকে। তারপর সামান্য হেসে নিজের ঘোড়াটার পিঠ মৃদু চাপড়ে দিয়ে সেটাকে নিয়ে আস্তাবলে ঢুকলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে হাফ-ইণ্ডিয়ান, হাফ-হোয়াইট লোকটার শরীর নড়ে উঠলো। অসম্ভব দ্রুত গতিতে কোনোরকম শব্দ না করেই সে আস্তাবলের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একবার ফিল যেদিকে গেছে সেদিকে তাকায়। তারপর সামান্য উঁকি মেরে আস্তাবলের ভেতরটা দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

ম্যাক ঘোড়া বেঁধে ফেরার জন্যে ঘুরতে গিয়েছিল। আগের মুহূর্তেও সে কিছু টের পেল না। দু'টো হাত সাঁড়াশীর মতো এগিয়ে এসে তার গলা টিপে ধরলো। নড়তে নিয়েছিল ম্যাক। কিন্তু হাত দু'টো অদ্ভুত কায়দায় তার গলায় মোচড় দিল। একবার, আরেকবার। তারপর ম্যাকের শরীরটা টেনে এনে আস্তাবলের এক কোণে মাটিতে শুইয়ে দিল লোকটা। প্রথম মোচড়েই ঘাড় মচকে মারা গেছে ম্যাক।

লোকটা এবার বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বাইরে বেরুলো। তেমনি নিঃশব্দে অন্ধকারে এগিয়ে গেল ট্রেডিং পোস্টের ডান দিকে। উঁকি মেরে ফিলকে দেখলো একবার। দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব মেপে নিল। তারপর লাফ দিল। ঝুপ করে একটা শব্দ হলো শুধু। দেখা গেল, হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়েছে ফিল, লোকটা তার ওপর, ফিলের রাইফেলটাও তার হাতে।

সেটা অবশ্য পর মুহূর্তে এক পাশে রেখে চোখের পলকে পোশাকের নিচ থেকে ছুরি বের করে ফিলের গলায় ধরলো লোকটা।

অন্ধকারে ফিলের মুখ বোঝা গেল না। সে শুধু কোনো মতে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি কে, অ্যা?'

অন্ধকারেও লোকটার চোখ জ্বলে উঠলো, থুতু ফেললো সে, নিচু অথচ কঠিন গলায় বললো—'ফ্রাঙ্ক লাথাম আমার প্রভু ছিলেন।

তিনি নেই। এখন আমি মিস জুডিথ, মাস্টার অ্যাব আর ওবি'র সেবায় নিয়োজিত। আমার নাম ওনেচু।'

কথা শেষ করেই নির্বিকার ভঙ্গিতে ছুরি বসালো ওনেচু। মাত্র এক পোঁচ। চেপে ধরে রাখলো ফিলকে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আস্তাবলে ফিরে গেল। খড় এনে বিছালো, বিছানার মতন বানালো। শুয়ে পড়লো সে।

আট

পরদিন জুডিথদের ঘুম ভাঙ্গলো জো'র চেঁচামেচিতে। ঘুম ভাঙ্গলেই অ্যাব আর ওবির দিকে এক পলক তাকিয়ে জুডিথ রাইফেলটা আঁকড়ে ধরেছিল। ঘোরের মধ্যে ছিল সে। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

তারপর আস্তে আস্তে জো'র কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। খুব উত্তেজিত জো। জুডিথদের দরজায় আঘাত করছে আর বলছে,—'বেরোন মিস জুডিথ, আপনারা বেরোন। কারা যেন ম্যাককে খুন করে রেখে চলে গেছে।'

খুন? জুডিথ অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে পোশাক ঠিক করে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে অ্যাব আর ওবিও জেগে উঠেছে।

তারাও বাইরে আসে।

ওনেচু যেভাবে ফেলে রেখেছিল ঠিক সেভাবেই ম্যাকের শরীর আস্তাবলের এক কোণে।

এক পলক ম্যাককে দেখে অ্যাব আর ওবিকে নিয়ে পেছনে হটে এল জুডিথ। দুঃখ প্রকাশ করলো। বললো, গতরাতে ম্যাককে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল, তার কোনো এমন নির্মম শত্রু থাকতে পারে সেটা মনে হয়নি।'

'তা বটে'—মাথা ঝাঁকালো জো—'ও খুব কেয়ার ফ্রী আর চুপচাপ ছিল, নিজেই নিজের বন্ধু, তবে এ এলাকায় মিস জুডিথ, কিছুই আগাম বলা যায় না, কখন কার ভাগ্যে কি ঘটছে তা কেউ জানে না।'

বুড়ো জো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—'গতরাতে কি কোনো অস্বাভাবিক আওয়াজ-টাওয়াজ শুনেছিলেন?

: নাহ, কিছুই কানে আসেনি।

: সেটাই সমস্যা, বড় অদ্ভুত ব্যাপার, আমিও কিছুই শুনিনি।

এ নিয়ে অবশ্য বেশিক্ষণ কথা হলো না। বুড়ো জো বললো—'থাক, ম্যাক আপাততঃ এখানেই থাক। তবে মিস, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

: কি কাজ, বলুন?

: তুমি তো বিল ব্রিসবি যাচ্ছ। ওখানে পৌঁছে এক কাজ করবে বুঝেছো, প্রথমেই যাবে শেরিফের ওখানে, ম্যাকের খবরটা দেবে, বলবে শেরিফ না আসা পর্যন্ত ডেডবডি এখানেই এভাবে পড়ে থাকবে। পারবে না?

জুডিথ হাসলো—'না পারার কোনো কারণ নেই জো, আপনি

নিশ্চিত থাকুন।'

: বেশ এবার তোমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করা যাক।

তবে জুডিথরা রওনা হওয়ার আগে আরেকবার হৈ চৈ উঠলো? এবার ফিলের মৃতদেহ চোখে পড়লো। জো কি এক কাজে ওদিকে গিয়েছিল। গলাকাটা ফিলকে দেখে চিৎকার আরম্ভ করে দিল।

জুডিথও খুব অবাক হলো। এ কী ব্যাপার। দু' দুটো খুন হয়ে গেল গত রাত্রে! তাদের দশ গজের মধ্যে! ম্যাকের ব্যাপারটা সে সহজ ভাবে নিয়েছিল। মাথা ঘামায়নি, ভেবেছিল হবে ম্যাকের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার। কিন্তু এখন তাদের ঘরের জানালার ঠিক নিচেই অচেনা এক লোকের মৃতদেহ, বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার!

বুড়ো জো অবশ্য মনের দিক দিয়ে বেশ শক্ত সমর্থ। সে হৈ চৈ থামিয়ে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। জুডিথের দিকে তাকালো কিছুক্ষণ পর, জিজ্ঞেস করলো, 'এ ব্যাটাতো অক্কা পেয়েছে তোমাদের ঘরের জানালার ঠিক বাইরেই, কোনো শব্দই পাওনি গতরাতে?'

মাথা নাড়লো জুডিথ—'না, কোনো শব্দই কানে আসেনি।'

'অদ্ভুত কাণ্ড, ভৌতিক ব্যাপার'—বুড়ো জো মাথা নাড়লো—'আর খুন হওয়ার আর জায়গা পেল না ব্যাটারা, একদম আমার ট্রেডিং পোস্টে, যত্তসব।'

জুডিথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু লক্ষ্য করে। ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক বৈকি। তবে সমস্যা হচ্ছে লোকটা খুন হয়েছে তাদের ঘরের জানালার পাশে। কেউ তাকে এখানে টেনে আনে নি। অর্থাৎ লোকটা কোন কারণে তাদের জানালার পাশে এসেছিল, খুন সে তখনই হয়েছে। এমন কি রাইফেলটা পর্যন্ত পড়ে আছে পাশে। লোকটা এখানে কেন খুন হলো? এখানেই বা কেন এসেছিল সে? তবে কি?···

জুডিথের মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠলো। মনে মনে বললো, আমি যা ভাবছি তা হতেও পারে, পরে নিশ্চিত হওয়া যাবে। হাসিটা গোপন করলো সে।

'বড়ই ঝামেলা মিস জুডিথ'— জো এদিকে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে— 'এই বুড়ো বয়সে এসব উটকো ঝামেলা একদম সহ্য হয় না।··· গতরাতে এসব কাণ্ড কখন যে হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। ম্যাক আর ঐ লোক এক সঙ্গে ছিল, না আলাদা আলাদা, কারা মারলো, কেন মারলো কিছু বোঝার উপায় নেই। যাকগে, আমার বুঝেই বা কি হবে। তোমাকে যা বললাম তাই কর। শেরিফকে তাড়াতাড়ি লোক পাঠাতে বলবে। ট্রেডিং পোস্টের দু'পাশে দু'টো লাশ ফেলে রেখে বিজনেস চালাতে অসুবিধে। ···আর হ্যাঁ, একটু বুঝিয়ে বলবে শেরিফ'কে, আমরা যে কেউ কিছুই জানি না এ ব্যাপারে তা যেন শেরিফ ঠিকঠিক বুঝতে পারে, নইলে খামোখা ঝামেলা।'

সঙ্গের সামান্য জিনিসপত্র গুছানো হয়ে গিয়েছিল। নাস্তার পর কফি খেয়ে ওরা ঘোড়ায় উঠলো। জুডিথ বললো— 'নিশ্চিত থাকুন মিঃ জো, আমি বিল ব্রিসবি পৌঁছেই শেরিফকে জানাচ্ছি।'

জো হাত তুললো— 'ঠিক আছে। তবে পথে বিপদ-আপদ থেকে তোমরা সাবধান।'

ওরা বিল ব্রিসবি পৌঁছালো দুপুরের আগে আগে। এ শহরটা লোকজনে ভর্তি। সে হরেক রকমের লোকজন। চেহারা দেখেই বোঝা যায় কেউ ব্যবসায়ী, কেউ জুয়ারী, কেউ স্রেফ সুযোগ সন্ধানী, কারো বা মদ খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। প্রায় সবারই কোমরে পিস্তল ঝুলছে। জুডিথ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বুঝলো এ শহরে যত বাসিন্দা

তার চেয়ে বেশি লোক বোধহয় এদিক ওদিক থেকে আনাগোনা করে।

লোকজন চোখ তুলে অবাক হয়ে ওদের লক্ষ্য করছে। দু'টো অল্পবয়সী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কোনো তরুণী শহরে এসে ঢুকলো, সম্ভবতঃ এ রকম ঘটনা এ শহরে এই প্রথম! লোকজনের চেহারা মোটেই বন্ধুত্ব সুলভ নয়। জুডিথ ভেতরে ভেতরে শক্ত হলো। অতোটা পথ পেরিয়ে এসে এখন লোকজনের চেহারা দেখে ভয় পেলে চলবে না। সে একজনকে জিজ্ঞেস করে শেরিফের অফিসের পথ জেনে নিল।

শহরের মাঝামাঝি জায়গায় শেরিফের অফিস। অফিসটা পুরনো, দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত। কেউ নেই অফিসে। পাশেই অবশ্য ছোট একটা সেলুন। ওখানে শেরিফকে কিংবা তার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। বাইরে ঘোড়া বেঁধে রেখে অ্যাব আর ওবিকে নিয়ে জুডিথ ভেতরে গেল। বারের পিছনে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জন ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে মদের ঘোরে ঝিমাচ্ছে। একপলক পুরো ঘরটা দেখলো জুডিথ, জিজ্ঞেস করলো,—'বলতে পারবেন শেরিফকে কোথায় পাবো?'

বারের পেছনে দাঁড়ানো লোকটা কতক্ষণ দেখলো তাকে, বললো—'শহরে তো এখন কোনো শেরিফ নেই ম্যাম, শেরিফ গেছেন এক কাজে ত্রিশ নাইল দূরে হোয়াইট ওয়াটারে, এখন আছে ডেপুটি।'

: ডেপুটি শেরিফকে কোথায় পাবো?

'ঐ যে এখানে'—লোকটা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল। জুডিথ এতোক্ষণ লক্ষ্য করেনি ঘরের আরেক কোণে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল আরেকজন।

জুডিথ তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলো— 'ডেপুটি।'

একবার, দু'বার, তিনবার ডেকেও কোনো লাভ হলো না।

ডেপুটি শেরিফের ঘুম ভাঙ্গলো না।

বারটেণ্ডার ব্যাপার দেখে হাসলো—'ওভাবে ডাকলে হবে না ম্যাম।' বলেই সে হঠাৎ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—'ডেভ, ওঠো, ওঠো বলছি, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।'

কাজ হলো। ডেপুটি শেরিফ ডেভ ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে তাকালো। জুডিথ হাসি চেপে বারটেণ্ডারের দিকে একবার তাকালো, লোকটা নির্বিকার, একটু আগে যে বিকট গলায় চেঁচিয়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। জুডিথ চোখ ফেরালো, ডেপুটিকে বললো—'আমি দু'টো হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রিপোর্ট করতে চাই।'

: নিশ্চয় নিশ্চয় ম্যাম, তা ব্যাপারটা কোথায় ঘটেছে?

: উত্তরে, জো'র ট্রেডিংপোস্টের ঠিক বাইরেই।

: ওরা কারা ম্যাম, কারা খুন হল, কে খুন করলো?

এক সঙ্গে দু'টো প্রশ্ন করে ডেপুটি একটু থামলো' বললো—'অফিসে আসুন বরং, আমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে।'

অফিসের 'ভেতরটা নোংরা এবং ঠাণ্ডা। নিজের চেয়ারে বসে ডেপুটি বললো—'হ্যাঁ, এবার বলুন, প্রথম থেকে, সবকিছু।'

জুডিথ নিরাসক্ত গলায় বললো—'দেখুন, সবকিছু প্রথম থেকে বলা সম্ভব নয়, কারণ আমরা তেমন কিছুই জানি না, যেটুকু জানি সেটুকু বলছি।'

জুডিথের দেওয়া রিপোর্ট লিখে নিয়ে ডেপুটি ডেভ কতক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলো, বললো—'ঝামেলা, বুঝেছেন মিস···'

: জুডিথ। এরা আমার ভাইয়ের ছেলে অ্যাব আর ওবি।

: হাঁ, বুঝেছেন মিস জুডিথ, ঝামেলা। ঐ জায়গাটাই খারাপ, প্রায় এই বিল ব্রিসবি'র মতোই।'

: ঐ মৃতদেহ দু'টোর ব্যাপারে কি করবেন ?

ডেপুটি বড় শ্বাস ফেললো— 'ঝামেলা, দেখি কি করা যায়। আপনাকে আবার সামান্য কিছু সময়ের জন্যে প্রয়োজন হতে পারে, তখন আপনাকে কোথায় পাবো মিস জুডিথ ?'

জিজ্ঞেস করে ডেপুটি নিজে নিজেই অবাক হয়ে গেল। জুডিথের দিকে তাকালো একবার, অ্যাব আর ওবিকেও দেখলো। বোকার মতো প্রশ্ন করলো— ' আপনি এ দু'টো ছেলেকে নিয়ে এ অঞ্চলে কি করছেন মিস জুডিথ ? প্রশ্ন করলাম বলে কিছু মনে করবেন না, তবে ব্যাপারটা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্যজনক ঠেকছে।'

একটু হাসলো জুডিথ – 'আমরা জ্যাকব রিকার নামে একজনকে খুঁজছি।'

আকাশ থেকে পড়লো ডেপুটি—'রিকার, রিকারকে কেন খুঁজছেন ?'

: আপনি ওকে চেনেন ?

: অবাক করলেন ম্যাম। ওকে কে চেনে না !

: ওকে শেষ দেখেছেন কবে ?

: আরে রিকারতো এতদিন এ শহরেই ছিল। গতকাল সকালে ব্যস্ত হয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মনে হলো কোন খবর-টবর পেয়েছে, ওর তাড়া দেখে তাই মনে হচ্ছিলো।

নিতান্তই হতাশ হলো জুডিথ। তবে বুঝতে পারলো খবর এসেছিল মিঃ গ্যারিটির কাছ থেকে, তাই রিকারের এমন তাড়া।

ডেপুটি জুডিথকেই লক্ষ্য করছিল, জিজ্ঞেস করলো—'কই, বললেন না রিকারকে কেন খুঁজছেন ?'

: রিকার আমার ভাইকে খুন করেছে।

: আপনার ভাই কি ওয়ান্টেড পারসন ছিলেন ?

:হাঁ।

: তবে আর রিকার'কে কেন খুঁজছেন?

: আছে, কিছু ব্যাপার আছে, শেরিফ রুডি হকস্‌েরও তাই ধারণা।

: সান টাবেলো'র শেরিফ রুডি হকস্?

: হঁা।

: তা আপনারা কে কে এলেন রিকারের খোঁজে? মিঃ হকস্ কি এসেছেন?

মাথা নাড়ালো জুডিথ—'না, উনি আসেননি। আপাততঃ আমরা এই তিনজনই।'

চেখে কপালে তুললো ডেপুটি, কতক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো, তারপর গম্ভীর গলায় বললো—'ফিরে যান ম্যাম, ফিরে যান।'

: ফিরে যাবো?

: হ্যাঁ খামোখা কেন এসব ঝামেলায় জড়াবেন? এসব মেয়েদের কাজ নয়, চাই সত্যিকার অর্থে পুরুষ মানুষ।

জুডিথ গম্ভীর গলায় বললো—'এসব আমার জানা আছে মিস্টার ডেপুটি শেরিফ, আপনাকে ব্যস্ত না হলেও চলবে। আপনি শুধু আমাদের থাকার মত একটা জায়গার নাম করুন, উপকৃত হবো।'

ডেপুটি চুপ করে থেকে বললো—'ঠিক আছে, নিজেই নিজের ব্যাপার বুঝবেন। তবু বলছি ম্যাম, সাবধান, এ অঞ্চলে খারাপ লোক ছাড়া ভালো লোক খুব কম থাকে।...আর থাকার জায়গা? জোনস প্লেসে থাকতে পারেন। শহরে ওটাই একমাত্র ভদ্র জায়গা, কারণ গুণ্ডা বদমায়েশদের ও জায়গাটা পছন্দ নয়।'

'ধন্যবাদ ডেপুটি'এবার জুডিথ একটু হাসলো—'থাকার জায়গা না পেলে অসুবিধায় পড়তে হতো, এখন বলুন তো ঠিক ঠিক, জ্যাকব রিকার কোন দিকে গেছে?'

মাথা নাড়লো ডেপুটি —'দুঃখিত মিস জুডিথ, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না, পিন্টোতে চাভেজ নামে এক ওয়ান্টেড পারসনকে দেখা গেছে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী রিকারের পিন্টোতেই যাওয়ার কথা। কিন্তু ওর বেরিয়ে যাওয়ার ধরন দেখে মনে হয়নি ও কারো খুঁজে যাচ্ছে, বরং পালাচ্ছে মনে হয়েছিল, আমি তখন একটা কাজে ওখানেই ছিলাম, তাই সবই দেখেছি।'

'জায়গাটা কোথায়?'—জুডিথ জানতে চাইলো।

: ওটা এ শহরের দক্ষিণে, সেলুন, বোর্ডে লেখা আছে হার্নস, যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

: ধন্যবাদ, হয়তো ওখান থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

: আপনি কি ঐ সেলুনে যাওয়ার কথা ভাবছেন?

: কেন নয়?

দীর্ঘ একট শ্বাস ফেললো ডেপুটি—'যান, আমি যেতে বারণ করলেই যাবেন না—এমনতো নয়। তবে আবার বলছি, সাবধান। ঐ সেলুনে যারা ভিড় জমায় তারা আমাকে তো দূরের কথা, শেরিফকেও খুব কম কেয়ার করে।'

মাথা ঝাঁকালো জুডিথ—'এসব কথা জেনে সুবিধে হলো, আপনাকে ধন্যবাদ। ভাববেন না, আমি খুব সাবধান থাকবো···। অ্যাব ওবি, চলো বেরোনো যাক। বিশ্রাম দরকার।'

অবশ্য ঘন্টাখানেকের বেশি বিশ্রাম জুটলো না। জোনস প্লেসে সহজেই ঘর পাওয়া গেল। ওরা পোশাক পাল্টে নিচে নেমে খাওয়া

সেরে নিল। ডেপুটি ঠিকই বলেছে। খামোখা ঝগড়া পাকাবে কিংবা চোখ তুলে তাকিয়েই থাকবে—এমন কোন লোক পুরো ঘরে নজরে পড়লো না জুডিথের। খাওয়া সেরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আবার দোতলায় উঠে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিলে এরপর আর শরীর চলবে না।

অ্যাবকে একটু বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে করলো জুডিথের, জিজ্ঞেস করলো—'অ্যাব, সেলুনে জ্যাকব রিকারের খোঁজ নিতে আমরা কবে যাবো? আজ বিকালেই না কাল সকালে?'

অ্যাব বললো—'আজ, কারণ আজকেই সম্ভব ব্যাপারটা, খামোখা আগামীকালের জন্যে দেরি করার তো কোন মানে হয় না।'

ঃ তুমি বলছো আজকে?

ঃ দরকার হলে এখনই।

'তবে চলো যাওয়া যাক'—জুডিথ বিছানা থেকে উঠলো। অ্যাবও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। ওবি'র দিকে একবার তাকায় জুডিথ। না, ওবি'র চোখে মুখে ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই। এখনো ব্যাপারটা ওর কাছে কৌতূহলের। ওবি'র সঙ্গে একটু খুন সুটি করতে করতে জুডিথ বললো—'কেন জানিনা আমার হঠাৎ করে মনে হচ্ছে ঐ সেলুনে গিয়ে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবো।'

নয়

কাউকে পথ চিনিয়ে দিতে হলো না। ওরা হার্নস সেলুনে পৌঁছে গেল সহজেই। সেলুনটা বিরাট, দূর থেকেই জুডিথরা হৈ চৈ টের পাচ্ছিল। কাছে গিয়ে দেখলো কেউ কেউ সেলুনের বাইরে বারান্দায় বসে মদ খেয়ে টলছে, কেউ অলস দাঁড়িয়ে। সেলুনের বাইরে ঘোড়া দু'টো বেঁধে রেখে ভেতরে ঢুকলো। সেলুনের ভেতরের অবস্থাও বাইরের তুলনায় অন্য রকম নয়। ঘর ভর্তি হরেক কিসিমের লোকজন। কেউ কেউ কাউন্টারের সামনে। টেবিলে জুয়োর আসর বসেছে, কোনো টেবিলে মদ খেয়ে হল্লা।

ওরা ভেতরে ঢোকার পরপরই হঠাৎ সব হৈ চৈ থেমে যায়। জুডিথ টের পায় ঘর ভর্তি লোকজন সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে। এতগুলো চোখের সামনে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করল জুডিথ। অথচ উপায় নেই। এই পুরো ঘরের মধ্যে সেই একমাত্র মেয়ে,এই ব্যাপারটাই সবাইকে অবাক করেছিল। সবাই অবশ্য তাকিয়ে থাকলো না। অধিকাংশই মদ আর তাসে ডুবে গেল, অনেকে নির্বিকার চুরুট টানতে লাগলো, অতি উৎসাহী দু'একজন শুধু তাকিয়েই থাকলো।

জুডিথ কি করবে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলো না। কাউন্টারের

সামনে খালি জায়গা ছিল। সেখানে অ্যাব আর ওবিকে নিয়ে বসলো সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। কি ভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। কাউন্টারের লোকটা একমনে অর্ডার সাপ্লাই দিচ্ছে আর গ্লাস প্লেট মুছে মুছে পরিষ্কার করছে, তাদের দিকে মাত্র এক পলক তাকিয়েছে। খুক খুক করে একটু কাশলো জুডিথ, কেউ লক্ষ্য করছে না দেখে বললো—'আমি একজনকে খুঁজছিলাম।'

বারটেণ্ডার চোখ তুলে তাকালো।

: জ্যাকব রিকারকে কোথায় পাওয়া যাবে?

'ও নামে কাউকে চিনি না'—বারটেণ্ডার গম্ভীর গলায় বললো।

: ডেপুটি শেরিফ যে বললেন জ্যাকব রিকার এখানে ছিল।

'চলে গেছে'—বারটেণ্ডার এখনো গম্ভীর।

: কোথায়?

: মিঃ রিকারের মতো লোকরা কখনো বলে যান না কোথায় যাচ্ছেন।

: আপনি আন্দাজ করতে পারেন রিকার কোন দিকে গেছে?

'না'—গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বারটেণ্ডার গ্লাস মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

এমন লোকের সঙ্গে কথা মুশকিল। জুডিথ হতাশ হলো। সে ভেবেছিল সেলুনে এসে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে সবকিছুই ফাঁকা। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা ভাবলো সে। মাঝ বয়সী একটা লোক কখন একদম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি জুডিথ। লোকটা যখন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো 'ম্যাম, আপনি কি রিকার'কে খুঁজছেন?' তখন সে চমকে উঠে ফিরে তাকালো। লোকটার পরনে কাউবয়

পোষাক, মুখে খোঁচা দাড়ি, ডান কোমরে হোলস্টারে পিস্তল। সামান্য মাথা কাত করল জুডিথ 'হাঁ, তাকে খুঁজছি। কিন্তু আপনি?'

লোকটা একটু হাসলো—'আপনি তো আমাকে চিনবেন না ম্যাম। আমার নাম ফিন, আমি এ শহরের পুরনো বাসিন্দা, হঠাৎ আপনার কথা কানে এলো তাই জিজ্ঞেস করছি।'

: আপনি রিকারকে চেনেন?

লোকটা আবার হাসলো—'ওকে সবাই চেনে ম্যাম, কিন্তু ওর মতো লোককে আপনি কেন খুঁজছেন?

: খুব দরকার মিঃ ফিন। আপনি জানেন রিকার কোথায়?

'জানি' ফিন বললো, গলার স্বর নামিয়ে নিল সে—'কিন্তু ম্যাম, এ জায়গাটা ভালো না, নিরাপদ না। বাইরে আসুন বরং, আপনার ব্যাপারটা শুনি.....'

জুডিথ হাতে আকাশের চাঁদ পেল। হঠাৎ এত সহজে রিকারের খোঁজ পেয়ে যাবে সে ভাবেনি, লোকটার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অনেক তথ্যই সে দিতে পারবে। এ্যাব আর ওবিকে নিয়ে লোকটার পিছনে পিছনে এগোলো সে।

ঘরের মাঝামাঝি এসেছে তারা, দ্রুত একজন এক টেবিল থেকে উঠে এসে ফিনের সামনে দাঁড়ালো। জুডিথ খুব অবাক হয়ে দেখলো নতুন লোকটা বেন। যেন মাথা নুইয়ে একটু হাসলো জুডিথের দিকে। তারপর ফিনকে বললো 'মিস জুডিথ তো তোমার সঙ্গে যাবে না ফিন, বৃথা চেষ্টা।'

ফিন আগের মতোই হাসলো 'আমি জ্যাকব রিকারের কিছু খবর দিতাম, উনি বারটেণ্ডারকে জিজ্ঞেস করছিলেন, এ জায়গা নিরাপদ নয়, তাই বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'ব্যাস ব্যাস'—বেন হাত ওঠালো—'চমৎকার গল্প।'

'কি, কি বললে, গল্প?' ফিন মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপে গেল—'মানে আমি মিথ্যেবাদী?'

: সেটাতো তুমি নিজেই ভাল জান।

: তুমি কি জান এরকম কথা বলার ফল কি হতে পারে?

: জানি।

: তুমি একটা ইতর, তৃতীয় শ্রেণীর গর্দভ। তোমার জন্মের ঠিক নেই।

বিন্দু মাত্র ক্ষেপলোনা বেন, সে জুডিথের দিকে তাকিয়ে বললে 'চলুন, আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

তারা বেরোবার জন্যে পা বাড়ালে ফিন হাত বাড়িয়ে বেনের কাঁধ চেপে ধরলো, ঘরের প্রায় সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—'তুমি কে, অ্যাঁ? আমাকে অপমান করলে কোন সাহসে, কোন সাহসে তুমি আমাকে অপমান করলে?'

সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের টেবিল থেকে তৈরি থাকা তিন চারজন দাঁড়িয়ে গেল 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে ফিন?'

বেন কাঁধ থেকে ফিনের হাতটা সরিয়ে নিয়ে জোর গলায় বললো 'তেমন কিছুই হয়নি, এটা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতে পারবো।'

লোকগুলো অবশ্য থামলো না। তিনজন তিনদিক থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো। আড়চোখে লক্ষ্য করলো বেন। আরো লোক থাকা অসম্ভব নয়। সময় কম, জুডিথ আর অ্যাব, ওবিকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে তাদের নিয়ে ফেরার আগেই একজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—'কোথাকার লোক, আমাদের এখানে

এসে আমাদের ফিনকে অপমান!'

বেন খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো—'আপনারা খামোখা বাড়াবাড়ি করছেন।'

'তবে রে, ধর, ধরতো ব্যাটাকে'—এক সঙ্গে তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারলো বেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সব সংযম হারালো সে। উঠে দাঁড়িয়েই কাছের জনের চিবুকে আপার কাট ঝাড়লো। তৃপ্তি পেল শব্দ শুনে। দ্বিতীয়জন সবেগে লাথি ছুঁড়েছিল, কিন্তু তার পা শূনে ই ধরে ফেলে বেন, মোচড় দিয়ে উল্টে দেয়। তৃতীয়জনের ঘুষিটা অবশ্য তাকে আবার টলিয়ে দিল। টলে পড়ার ভঙ্গিতেই সে সেটে গেল লোকটার সঙ্গে। পাঁচ সেকেণ্ড পর যখন আলাদা হলো তখন লোকটা হাঁট ভেঙ্গে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু লোকগুলো মারামারিতে অভ্যস্ত। যেন চোখের পলকে ওরা আবার বেনকে ঘিরে ধরে। অ্যাব ছিল কাছেই, সে হঠাৎ পেছন থেকে একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকটা চমকে গিয়েছিল, তবে সেটা মুহূর্তের ব্যাপার, অ্যাবকে অদ্ভুত কৌশলে মাথার উপরে তুলে একটা টেবিলের ওপর আছাড় মারল। ভীষণ শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো জুডিথ। লোকটা অ্যাবের অজ্ঞান শরীরটা ফেলে দিয়েই বেনের দিকে লাথি ছুঁড়লো। শরীরে এসে লাগার আগেই বেন পা ধরে পুরনো কায়দায় মুচড়ে দিলে লোকটা মেঝেতে পড়ে গেল। মেঝেতে পড়েই লোকটা অদ্ভুত দ্রুতগতিতে পিস্তল বের করলো। বেনের ডান হাতটা শুধু এক বার কোমরের কাছে গেল আর উঠে এলো, গুলি করলো সে লোকটার হাতে। ঘরের ভিতর প্রচণ্ড শোনালো সে আওয়াজ। বাকি

লোকগুলি একপলক দেখলো, তারপর তারাও পিস্তলে হাত দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে এলো হারপার। কোণের টেবিলে বসে ছিল। দ্রুত ছুটে এসে সে বেনের পাশে দাঁড়ালো, হাতে পিস্তল। কঠিন গলায় বললো—'তোমরা ভুল করছো, আমার বন্ধু একা নয়, আমিও আছি ওর সঙ্গে।'

লোকগুলো জমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে পুরো ঘর নিঃশব্দ। হঠাৎ করেই আবার যেন ফেটে পড়বে। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটলো না। একজন শুধু সাপের মতো শীতল গলায় বললো—'কিন্তু তুমি ভেবো না এভাবে পার পেয়ে যাবে। আমাদের এখানে এসে বিনা কারণে আমাদের লোককে অপমান করবে, তারপর বেরিয়ে যাবে, সেটা হবে না।

: বেরিয়ে তো যাচ্ছি। কি করবে?

লোকটা হাসলো 'এই মুহূর্তে হয়তো কিছুই না। কিন্তু কদ্দুর যাবে। তোমাকে কিংবা তোমার বন্ধুকে ছাড়বো না।'

হারপারও হাসলো—'নাকি? বেশ, তোমরা বরং মিঃ গ্যারিটি অথবা জ্যাকব রিকারকে জানিও এ কথা আমাদের মনে থাকবে।'

লোকটার মুখের একটা রেখাও বদলালো না, বললো—'ও দু'জনের কাউকেই আমরা চিনি না।'

হারপার টের পেল লোকটা কথা বাড়িয়ে সময় নিচ্ছে। সেটা তাদের জন্যে বিপদের কারণ হতে পারে। সে শুধু বললো 'ঠিক আছে, বেন না।' জুডিথের দিকে তাকালো সে—'ম্যাম, আপনি ওদের নিয়ে বের হন; বেন, কভার দাও, তারপর তুমি বেরোও, ঘোড়ায় না চড়া পর্যন্ত আমি দরজায় থাকবো।'

জুডিথ অ্যাবকে জড়িয়ে ধরে আছে। জ্ঞান ফেরেনি অ্যাবের।

জুডিথের পক্ষে ওকে একা বাইরে নেওয়া অসম্ভব। ওদিকে প্রথমে বাইরে পাঠিয়ে দিল সে। বেনের সাহায্যে অ্যাবকে নিয়ে সেও পর-মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে এলো। হারপার পিছনে হটে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো। এক মুহূর্তের জন্যেও লোকগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। লোকগুলোর ভাবভঙ্গি মোটেই সুবিধের নয়। সামান্য সুযোগ পেলেই তারা ঝাপিয়ে পড়বে, হারপার জানে।

বাইরে বেরিয়ে ঘোড়া বেঁধে রাখার জায়গায় এসে জুডিথ অবাক। অন্যান্য সবগুলো ঘোড়া বাঁধা আছে, কিন্তু তাদের দুটো নেই। বোকার মতো সে এদিক-ওদিক তাকালো।

বেন কাঁধে নিয়েছে অ্যাবকে। এক হাতে ধরে রেখেছে। অন্য হাতে পিস্তল। এদিকে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। লোকজনের মধ্যে বিপক্ষের কেউ থাকতে পারে। ভীষণ রকম অস্বস্তিবোধ করছে সে। এ সময় কোনো আক্রমণ এলে ঠেকাতে পারবে না। ওদিকে হারপার তো সেলুনের ভেতরের লোকজনকে নিয়ে ব্যস্ত। জুডিথকে তাড়া লাগাতে গিয়ে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ঘোড়া নেই, না, তাদের দুটোও নেই। এই রকম বোকা সে জীবনে বনে নি। অথচ শেরিফ রুডি হকস বারবার এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলেছিল। এখন তার নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। গ্যারিটি কি এ লড়াইয়ে জিতে গেল?

মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কি করবে ভেবে না পেয়ে গলা তুলে সে হারপারকে ব্যাপারটা জানালো।

হারপার সামান্য সময়ের জন্যে তাদের দিকে তাকালো। তার মুখ ম্লান হয়ে গেছে। তবে পর মুহূর্তে সে মুচকি হাসলো,

চেঁচিয়ে বললো – 'খুলে নাও বেন, যে কোনো ঘোড়া খুলে নাও।' বলেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জুডিথকে বলার সাহস হলো না তার। অচেনা ঘোড়া লাফিয়ে উঠতে পারে। কাজটা তাকেই করতে হবে। অ্যাবকে নামিয়ে রাখতে চাচ্ছিল সে। কিন্তু তার আগেই কেউ একজন হেলাফেলায় অ্যাবকে তার কাঁধ থেকে তুলে নিল। শত্রু এতো কাছে চলে এসেছে? পই করে ঘুরে দাঁড়িয়েই সে অবাক হয়ে যায়, মুখে অবশ্য স্বস্তি ফুটে ওঠে তার – 'তোমার আরো আগে আসা উচিত ছিল।'

'পথে কিছু ঝামেলা গেল' ওনেচু গম্ভীর গলায় বললো – 'নাও, চটপট চারটে ঘোড়া খুলে ফেল তো। উপায় নেই, পরে ফেরত দিলেই হবে।'

কথা শেষ করে জুডিথের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানায় ওনেচু, বলে – 'ফ্রাঙ্ক লাথাম আমার প্রভু ছিলেন।'

জুডিথ বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো। ব্যাপারটা সে পুরো বুঝতে পারছে না। তবে বেন কিংবা হারপারের মতো এই লোকটাও একজন, এটুকু সে বুঝছে। এই বিপদের মধ্যে পরম স্বস্তি। হাসলো সে।

ইতিমধ্যে চারটে ঘোড়া খুলে এনেছে বেন। নতুন লোকের সংস্পর্শে এসে ঘোড়াগুলো একটু চঞ্চল বৈকি। তবে তা নিয়ে এখন মাথা ঘামালে চলবে না।

'ম্যাম, আপনি ওবিকে নিয়ে একটায় উঠে উড়ুন' জুডিথকে বললো সে। ওনেচু অ্যাবকে নিয়ে আরেকটায় উঠে পড়েছে। বেন

দেখলো, তারপর 'হারপার, চলে এসো' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

'তোমরা আপাততঃ নড়াচড়া না করলেই ভালো করবে'—সেলুনের দরোজা থেকে ফিন আর তার সঙ্গীদের বললো হারপার। পর মুহূর্তে ছুটে গেল, ঘোড়ায় উঠলো চোখের পলকে।

পথ ভালো চেনে ওনেচু। সে ইতিমধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। তার পেছনে জুডিথ, বেন আর হারপার একদম পেছনে পাশাপাশি। তাদের ঘোড়া ছুটতে আরম্ভ করলেই সেলুনের ভেতরের লোকজন ছুটে এলো পিস্তল হাতে। গুলি চালালো। গুলি চালিয়েই তারা অবশ্য ভুল বুঝতে পারলো। ভিড়ের ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে ঘোড়া চালিয়েছে তারা। গুলি তাদের গায়ে লাগলো না। শুধু ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো আধ বয়সী একটা লোক গুলি খেয়ে ঢলে পড়লো। 'হায়, বোকার হদ্দ'—হারপার গালি দিল, গুলি খেয়েই লোকটা মারা গেছে সে এক পলক দেখেই বুঝেছে।

দশ

পথে বাধা আসার ভয় ছিল। কিন্তু এলো না, সোজা রাস্তা। তারা একনাগাড়ে ঘণ্টা খানেক ঘোড়া ছুটালো। এখনো যথেষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে আসা সম্ভব হয়নি। বিল ব্রিসবি থেকে দলবেঁধে লোকজন পেছনে পেছনে চলে আসতে পারে। এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবু ওরা থামলো। ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম দরকার তাদেরও। অ্যাবের জ্ঞান ফিরেছে ওরা বিল ব্রিসবি থেকে ঘোড়া ছোটানোর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সারা পথ একটা কথাও বলেনি সে।

জায়গা নির্বাচন করলো ওনেচুই। পথ ছেড়ে ভেতরদিকে চলে গেল ওরা। এমন একটা জায়গা বেছে নিল যেখান থেকে পুরো পথ তারা দেখতে পারবে, তবে তারা নিজেরা নজরে পড়বে না।

জুডিথ প্রথমেই অ্যাবকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু অ্যাবের কোনো ভাবান্তর নেই। আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছে সে। চারদিক থেকে বেন, হারপার আর জুডিথ তীব্র এক ঝাঁকুনী দিল তাকে।

অ্যাব শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো। হঠাৎ করেই তার শরীর কাঁপতে আরম্ভ করলো। আঘাত পাওয়া কুকুর ছানার মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। তীব্র একটা মোচড় দিল অ্যাবের শরীর, তার পরই সে চেঁচিয়ে উঠলো।

: বাবা, বাঁচাও, বাবা।

জুডিথ তার মাথায় হাত বুলালো—'আর কোন ভয় নেই অ্যাব, সব ঠিক হয়ে গেছে, সব ঠিক হয়ে গেছে অ্যাব।'

কিন্তু অ্যাবের চিৎকার থামলো না—'বাবা, ওরা মেরে ফেলেছে; ওরা মা'কে মেরে ফেলেছে।'

যেন বিদ্যুৎ ছুঁয়ে গেল জুডিথের শরীরে। আনন্দে চিৎকার করে উঠলো সে—'মনে পড়ছে, অ্যাবের ঐ দিনের ঘটনা মনে পড়ছে।'

মাথায় ঐ তীব্র আঘাত অ্যাবকে সবকিছু মনে করিয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে সে চোখ তুলে তাকালো। ওনেচু'র দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, হাসলো—'তুমি ওনেচু, তাই না?'

ওনেচু মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালো—'অনেক বছর আগের কথা অ্যাব, তুমি আমাকে এখনও ভুলে যাওনি দেখে খুব খুশি হলাম।'

জুডিথের দিকে ফিরলো অ্যাব—'তোমাকে তো ওনেচু'র কথা বলেছি তাই না?'

তা অবশ্য অ্যাব বলেছে, জুডিথ তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতো; ফেরার পর সে অবশ্য ওনেচুকে দেখেনি, তবে ফ্রাঙ্কের মুখেও তার কথা শুনেছে, ফ্রাঙ্কের সঙ্গে ওর অনেক দিনের সম্পর্ক, জুডিথ জানে। অবশ্য এই মুহূর্তে ওনেচু'র সঙ্গে আলাপ করার সময় নেই তার। সে অ্যাবকে জিজ্ঞেস করলো—'এখন কেমন লাগছে তোমার?'

: মাথাটা মনে হচ্ছে দু'টুকরা হয়ে গেছে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর কি হলো বলতো।

জুডিথ সংক্ষেপে পরের ঘটনাটুকু জানালো অ্যাবকে, তারপর জিজ্ঞেস করলো—'কিন্তু অ্যাব, তোমার কি ছ'বছর আগে কথা মনে পড়ছে?

: 'পড়ছে' মাথা দোলালো অ্যাব।

: কি ঘটেছিল অ্যাব, কি ঘটেছিল সেদিন?

'আমার সবকিছু পরপর মনে নেই'—অ্যাব মৃদু গলায় বললো—'তবে দু'জন ছিল মনে আছে, দু'জন মিলে মা'কে মেরেছিল।'

: দু'জন? তোমার ঠিক ঠিক মনে আছে তো?

মাথা নাড়লো অ্যাব—'আছে। বাবা ফিরে একজনকে মারলো, আরেকজন ধরার আগেই পালিয়ে গেল?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো জুডিথ, পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো। সে যা ভেবেছে, তবে কি ব্যাপার তাই?

স্থির চোখ তুলে সে তাকালো অ্যাবের দিকে—'বহুদিন আগের কথা অ্যাব, তবু জিজ্ঞেস করছি, যে লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল তার চেহারা কি তোমার মনে আছে?'

চোখ কুঁচকে কতক্ষণ ভাবলো অ্যাব, নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো—'নাহ, ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে লোকটার নাক খাড়া আর ওপরের ঠোঁটে লোম।'

জুডিথের পাশে ঝুঁকে পড়ে বেন আর হারপার অ্যাবের কথা শুনছিল, তারা দু'জন শুধু দু'জনের মুখের দিকে তাকালো। নিঃশ্বাস ফেলে আশ্চর্যরকম শান্ত গলায় বেন বললো—'রিকার, ও জ্যাকব রিকার।'

তাকালো জুডিথ—'আপনি ঠিক জানেন?'

মাথা দোলালো বেন—'যদি ও ঠিক মনে করে থাকে তবে আমিও ঠিক বলছি।'

দূরে রাস্তার দিকে তাকালো জুডিথ, ঠাণ্ডা গলায় বললো—'তবে তো একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। এতদিন রিকার'কে খুঁজছিলাম ফ্রাঙ্ককে ধরার ব্যাপারে ওর এতো উৎসাহের কারণ জানার জন্যে, এখন খুঁজবো ওর জবানবন্দির জন্যে।'

বেন আর হারপার দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকালো, দু'জন তাকালো ওনেচুর দিকে। ওনেচু একটা পাথরের ওপর বসে ছিল। চোখাচোখি হলে মাথা ঝাঁকিয়ে সে সামান্য হাসলো।

সঙ্গে কোনো খাবার নেই। নিদেন পক্ষে কফি বানানোরও উপায় নেই। আধঘণ্টার মতো হয়ে গেছে তারা এখানে থেমেছে। খুব তাড়াতাড়িই আবার রওনা হওয়া উচিত। একে তো বিল ব্রিসবি

থেকে দল বেঁধে লোকজন চলে আসতে পারে, তখন ঝামেলা। তাছাড়া বেন এর আগে দেখা করেছে ম্যাক্স আর ডানকানের সঙ্গে। তারা বলেছে তারা কিছু লোকজন নিয়ে সামনের শহর রিচ টাউনে অপেক্ষা করবে। ওদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিলিত হওয়া দরকার। সবকিছু সময় মেপে করতে না পারলে শেরিফ রুডি হকসের প্ল্যান বৃথা যাবে। তাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি।

কিন্তু এ অবস্থায় সামনে এগোনোতেও ঝামেলা কম নয়। খাবার দরকার। তবে তার চেয়েও বড় কথা এই ঘোড়া চারটা ফিরিয়ে দিয়ে আসা এবং নিজেদের ঘোড়া আর জুডিথদের সঙ্গের জিনিষপত্র উদ্ধার করা। সঙ্গের জিনিষপত্র জোনস প্লেসে গেলে পাওয়া যাবে। জুডিথ জানিয়েছে, জোনস প্লেস থেকে বেরোনোর সময় রাইফেল পিস্তল কোনটাই সঙ্গে নেয়নি। অর্থাৎ ওগুলো ঝামেলা ছাড়াই হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘোড়া গুলো ফেরত পেতে অসুবিধে হবে। বেন আর হারপার দু'জনেই অবশ্য নিশ্চিত এটা পিকার কাজ। শুনে ওনচু জিজ্ঞেস করেছে 'কোন পিকা, লাল চুল পিকা?'

বেন জানায়—'হা, এসব কাজ পিকাই করে।'

'লোক ভালোনা'—ওনেচু বলে—'কিছু পেলে আর ছাড়তে চায়না।'

'দেখ' 'হারপার একটু হাসলো।—'ঘোড়া হয়তো আমরা নতুন করে কিনতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই অপমানজনক, তা ছাড়া মিস জুডিথের জিনিষপত্র আর এই ঘোড়া চারটা ফেরত দেওয়ার জন্য বিল ব্রিসবি একবার যখন আমাদের যেতেই হবে তখন আমাদের ঘোড়াগুলো ফেরত না নিয়ে আসার কোন কারণ নেই।'

গম্ভীর গলায় ওনেচু বললো—'তুমি আমাকে ভুল বুঝছো

হারপার, পিকা খারাপ লোক এ কথা আমি নিজেই বলেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদের ঘোড়া ও ছিনিয়ে নেবে আর আমরা সেটা নিরীহ লোকের মতো মেনে নেব। পিকা যখন নিতে পেরেছে তখন আমরাও ওর কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারবো, আর সেটাই করবো আমরা।'

হারপার একটু লজ্জা পেয়েছে, বললো—'আসলে ওনেচু, আমি ঠিক ও কথা বোঝাতে চাইনি। যাকগে, বিল ব্রিসবি গিয়ে পিকার মুখোমুখি আমরা হচ্ছিই, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যবস্থা কি হবে?'

: মানে?

: মানে—আমাদের এখনই যাওয়া উচিত, পরে দূরত্ব বেড়ে যাবে? কিন্তু কে কে যাবে বিল ব্রিসবি আর কে কেই বা এখানে থাকবে। অন্তত দু'জনের যাওয়া উচিত। কিন্তু সে সময় এখানে যদি আক্রমণ হয় তবে আমাদের তিনজনের মধ্যে যে এখানে থাকবে সে একা কি আক্রমণ ঠেকাতে পারবে? আবার দু'জন এখানে থাকবে আর একজন যাবে বিল ব্রিসবি, সেটাও হতে পারেনা, তবে নির্ঘাৎ সে ব্যর্থ হবে। আমাদের অসুবিধে তো দু'দিক থেকেই।'

মাথা ঝাঁকালো ওনেচু—'তা বটে, কিন্তু একটা উপায় তো বের করতেই হবে। এদিকে আমাদের সময়ও কম।'

তারা তিনজন ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

জুডিথ তাদের কথা কিছুই শুনছিল না। সে ভাবছিল ফ্রাঙ্কের কথা। বিচারের সময় ফ্রাঙ্ক কেন রিকারের নাম উল্লেখ করেনি? বড় অদ্ভুত ব্যাপার। বহু ভেবে চিন্তেও জুডিথ এর কোনো সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পেলনা। কেন রিকারের নাম উল্লেখ করেনি ফ্রাঙ্ক? তবে সে বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রথম থেকেই কোন আস্থা

রাখেনি? প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল নিজেই নিজের স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধ নেবে? হতে পারে। তবে সে সুযোগ সে পায়নি। তার আগে খুনীর হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছে। আর তাছাড়া ব্যাপারটা এমন ভাবে হয়েছে যে বাইরের কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় জ্যাকব রিকারের এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে। জুডিথ নিজের মনেই একটু হাসলো, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে ঘটনার সঙ্গে রিকারের কি গভীর যোগাযোগ! রিকার যে ফ্রাঙ্ককে পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে, ব্যাপারটা জুডিথের কাছে এখন আর মোটেই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে না। বরং সেটাই স্বাভাবিক।

এখন বাকি শুধু জেফ গ্যারিটির সম্পর্ক খুঁজে বের করা। ফ্রাঙ্কের খামারের দিকে গ্যারিটির চোখ অনেক দিনের, প্রথম দিনের আলাপেই সে বুঝেছিল। হয়তো সেটাই কারণ। হয়তো ব্যাপারটা এরকম—গ্যারিটিই তার ছেলে জেস আর রিকারকে প্ল্যান করে পাঠিয়েছিল ফ্রাঙ্কের উপর চাপ দেওয়ার জন্যে, কিন্তু মারা গেল জেস, অবশ্য ফ্রাঙ্কেও পালালো। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হলনা গ্যারিটির। কারণ ফ্রাঙ্ক পালালেও খামার সে পেলনা। বরং প্রতি বছর ট্যাক্স পরিশোধ করে খামারের দিকে কড়া নজর রাখলো শেরিফ রুডি হকস। এদিকে বিপদ রিকারেরও। কারণ ফ্রাঙ্ক জেলের বাইরে এবং নিশ্চয় সুযোগ পেলে তাকে ছেড়ে দেবেনা। সুতরাং জেফ গ্যারিটি ওয়ান্টেড নোটিশটা ঝুলিয়েই রাখলো আর জ্যাকব রিকার ফ্রাঙ্ক লাথামকে খুঁজে বেড়ালো এবং শেষ পর্যন্ত প্রচলিত আইনের সুবিধা নিয়ে গুলি করে মারলো। লাভ হলো দুটো, প্রথমতঃ স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার আগেই ফ্রাঙ্ক মারা যাওয়ায় জ্যাকব রিকার নিরাপদ হয়ে গেল, দ্বিতীয়তঃ ফ্রাঙ্ক না থাকায় খামার এবার

খুব সহজেই তারা পেয়ে যাবে। জুডিথ ভেবে দেখলো, হয়তো পুরো ব্যাপারটা এরকম। এরকম হওয়াই যথাযথ।

এরকম ঠাণ্ডা মাথায় তারা তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছিল, পেছন থেকে কুকুরের মতো গুলি করে তাকে মেরেছে—মনে হলেই জুডিথ বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে। ফ্রাঙ্কের মুখ তার চোখের সামনে ভাসে। 'প্রতিশোধ', ফিসফিস করে জুডিথ বললো, 'হ্যাঁ প্রতিশোধ, এতটা পথ যখন আসতে পেরেছি তখন বাকিটুকুও যেতে পারবো।'

জুডিথের ঘোর ভাঙ্গলো ওনেচু'র চাপা উত্তেজিত গলায়। চোখ তুলে সে দেখে ওনেচু, বেন অরে হারপার তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। জুডিথ তাকালো সে দিকে। দেখলো চারজন ঘোড় সওয়ার এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বেন'রা একটা পাথরের আড়ালে। জুডিথ হামাগুড়ি দিয়ে গেল তাদের কাছে। তার দিকে এক পলক তাকালো হারপার, বললো—'বিপদ।'

সেটা অবশ্য জুডিথ নিজেও টের পাচ্ছে। জেফ গ্যারিটির লোকজন কি? হয়তো তারাই। কিংবা এমনও হতে পারে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই এই চারজনের। হয়তো তারা নিজেদের কাজে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাচ্ছে মাত্র।

কথাটা সে বললো। শুনে হারপার একটু হাসে—'হতে পারে, কিন্তু আবার নাও তো হতে পারে, আমাদের না হওয়ার সম্ভাবনার কথাই বেশী ভাবা উচিত।'

ওনেচু রাস্তা থেকে চোখ না ফিরিয়ে মাথা ঝাঁকালো—'হ্যাঁ, তাই। আমরা অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবো ওদের কি

উদ্দেশ্য।'

'আমাদের আসলে এখানে এতো দেরী করাই উচিত হয়নি' বেন বেশ বিরক্ত—'ওদের উদ্দেশ্য খারাপ হলেও আমাদের তেমন কিছুই করার নেই, সম্বল মাত্র তিনটে পিস্তল, ওদের সঙ্গে রাইফেল আছে, চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে আমাদের কিছুই করার থাকবে না।'

'অত হতাশ হচ্ছো কেন?' ওনেচু মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো।

'হ্যাঁ, এমনও হতে পারে'—জুডিথ একটু সাহস করে বললো—'লোকগুলোর উদ্দেশ্য খারাপ, কিন্তু ওরা বুঝলোই না আমরা এখানে লুকিয়ে আছি।'

'তা হওয়ার নয়'—ওনেচু পেছন ফিরে আবার হাসলো—'ওরা রীতিমত প্রফেশনালের মতো দিকে এগিয়ে আসছে, রাস্তায় আমাদের ফেলে আসা ঘোড়ার পায়ের ছাপই বলে দেবে আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

'তবু.....' জুডিথ মুখ খুলেও থেমে গেল।

কারণ এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ করে থেমে গেছে চার ঘোড় সওয়ার। একজন আঙ্গুল তুলে দিল তাদের দিকে। পরমুহূর্তে চারজন ছাড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।

ওনেচু হতাশ গলায় বললো—'ধরাতো পড়লামই, ব্যাটারা বুঝে পর্যন্ত ফেললো আমরা ঠিক কোন জায়গায় আছি।... বেন, ওদের এগিয়ে আসার কায়দাটা দেখেছো, সঙ্গে রাইফেল থাকলেও তুমি সুবিধে করতে পারতেনা। খুব সতর্ক আর ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ওরা বোঝা যাচ্ছে।'

বেন এখনো বিরক্ত, বললো—'এরা গ্যারিটির লোকজন না, গ্যারিটির এ রকম প্রফেশনাল লোক নেই, থাকলে জানতাম।'

'কিন্তু এগিয়ে তো আসছে'—জুডিথ এবার ঘাবড়ে গেছে।

লোক চারজন এগিয়ে আসতে আসতে শ'তিনেক গজ সামনে আবার হঠাৎ থেমে গেল। দু'জন সরে গেল দু'দিকে। একজন থেমে থাকলো সেখানেই, আরেকজন ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো।

'কি করবো আমরা?' হারপার বেনের দিকে একবার, ওনেচুর দিকে একবার তাকালো।

'কিছু করার নেই' ওনেচু মাথা নাড়লো—'ওরা যে ভাবে ছড়িয়ে গেছে তাতে বুঝা যাচ্ছে ওরা ঠিক জানে আমরা কোথায় কি অবস্থায় আছি। কিছু করে লাভ নেই। সুবিধে করতে পারবো না মোটেই। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করা যাক, বোঝাই তো যাচ্ছে ওরা কথা বলতে চায়।'

এগোতে এগোতে লোকটা তাদের বিশ হাত সামনে এসে দাঁড়ালো। পাথরের আড়াল থেকে তারা সবকিছুই স্পষ্ট দেখছে, লোকটার মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই, অথচ মনে হচ্ছে যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত। তাদের অবস্থান তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে লোকটা একটু চেঁচিয়ে বললো—'কথা বলতে চাই।'

তারা নিজেরা সামান্য সময়ের জন্যে একে অন্যের দিকে তাকালো। তারপর একে একে পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো। প্রথমে হারপার, তারপর ওনেচু, বেন, জুডিথ।

'বাকী লোকজন কোথায়?'—লোকটা জানতে চাইলো।

উত্তর দিল ওনেচু—'বাকী দু'জন অল্পবয়সী, ওরা ক্লান্ত, ঘুমোচ্ছে।'

চোখ কুঁচকে তাকালো লোকটা, তাকিয়ে থাকলো, তারপর বললো—

'আপাততঃ আমরা কিছু কথা বলবো।... তোমরা বিল ব্রিসবি থেকে আসছো?'

: হ্যাঁ।

: আসার সময় ঘোড়া চুরি করে পালিয়ে এসেছো।

: হ্যাঁ, অবশ্য নিতান্তই বাধ্য হয়ে।

শেষের শব্দ গুলো শুনলো না লোকটা, গম্ভীর নিরাসক্ত গলায় বললো—'এবার বল, তোমাদের মধ্যে কে আমার ভাইকে খুন করেছো?'

: খুন, তোমার ভাইকে?

: হ্যাঁ।

: মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হয়ে গেছে তোমার।

: না, আমি নিজে আমার ভাইকে মাটি দিয়ে এসেছি।

'কিন্তু আমরাই তোমার ভাইকে খুন করেছি সেটা বুঝলে কি করে?'—বেন উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো লোকটা, বললো—'তোমরা পালিয়ে আসার সময় গুলি করছিলে সামনে পেছনে, আমার ভাই দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়, তোমাদের কারো একজনের গুলির আঘাতে ও মারা যায়, আমি শুধু জানতে চাচ্ছি গুলিটা কার?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললো বেন, বললো—'এভাবে কথা বলা যায় না, তোমরা এসে আমাদের এখানে বসলে ভালো করবে। তোমার ভুল তাতে ভাঙ্গবে।'

'ভুল'—লোকটা এই প্রথম একটু হাসলো—'অবশ্য কথা বলা দরকার এটা ঠিক।'

বলেই সে হাত তুললো। তার পেছনের তিনজন এগিয়ে এলো।

এক হয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বললো তারা, তারপর এগিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। ইতিমধ্যে ওবি ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। জুডিথ গিয়ে তার পাশে বসলো। বসলো বাকিরাও।

চারজন এমন জায়গা বেছে নিল যেখানে পেছন থেকে কোন আক্রমণ আসতে পারবে না। কথা আরম্ভ করেছে যে লোকটা সে বসলো সামনে। দূরত্ব রেখে বাকি তিনজন পেছনে? তারা একদম চুপচাপ, যেন কোন ব্যাপারেই তাদের কোন উৎসাহ নেই।

ওনেচু বললো—'হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল সেটা আরম্ভ করা যাক।'

হারপার জিজ্ঞেস করলো—'আমাদের কেউ একজন আপনার ভাইকে খুন করেছে এ কথা আপনাকে কে বললো?'

'ঘটনার সময় আমি ওখানে ছিলাম না' লোকটা শান্ত গলায় বললো—'কেউ আমাকে খবরও দেয়নি, আমার ভাই হার্নস সেলুনে থাকবে বলেছিল, সময় মতো ওকে নিতে এসে দেখি মাত্র মিনিট দশেক আগে গুলি খেয়ে মারা গেছে ও। লোকজন বললো যারা মেরেছে তারা পালিয়েছে, তোমাদের বর্ণনাও দিল।'

'যাদের কাছ থেকে তোমরা আমাদের কথা শুনেছো, তাদের মধ্যে একজনের কি হাতে ব্যাণ্ডেজ?' হারপার একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো।

: হ্যাঁ, কেন?

: একদম নতুন ব্যাণ্ডেজ?

: তা তো বটেই, সে লোক বললো সেও খামোখা তোমাদের কারো গুলিতে আহত হয়েছে। অবশ্য ওসব জেনে আমার কি লাভ? আমি আমার ভাইয়ের কথাই শুধু জানতে চাই।

'তবে তার আগে' – হারপার বললো – 'তোমাকে অন্য প্রসঙ্গে কিছু কথা শুনতেই হবে, নইলে আসল ব্যাপার বুঝবে না।··· 'ম্যাম', জুডিথের দিকে ফিরলো হারপার 'আপনি প্রথম থেকে যদি খুলে বলেন সবকিছু তবে ভালো হয়। ব্যাপারটা আপনারই, খুঁটিনাটি ব্যাপার বলার দরকার নেই, শুধু মূল ব্যাপারটা। হার্নস সেনেরলু ঘটনা পর্যন্ত বললেই হবে। বাকিটা আমি বলবো। বুঝেছেন?'

মাথা ঝাঁকালো জুডিথ, বুঝেছে সে। ওবি'র পাশে বসেই খুব ধীর স্থির গলায় সে বলতে আরম্ভ করলো।

খুব বেশী সময় লাগলো না তার মোটামুটি সব কিছু খুলে বলতে। লোকটা গম্ভীর হয়ে তার কথা শুনলো, মাথা সামান্য ঝাঁকালো শেষে, বললো—'দুঃখিত ম্যাম, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনাদের পক্ষে কোন অপরাধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু তবু আমি আমার ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না।'

'সেটাই স্বাভাবিক' হারপার বললো 'এবার আসল ঘটনা বলছি আমি, হার্নস সেলুন থেকে আমরা বেরিয়ে দেখি ঘোড়া নেই, তাই অন্যের ঘোড়ায় চড়ে পালালাম আমরা। পেছন থেকে গুলি চালালো ওরা, ওদের গুলিতেই মারা গেছে তোমার ভাই।'

: এত সহজে কি করে বিশ্বাস করি?

হাসলো হারপার 'প্রমাণ দিচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের পিস্তল চেক করে দেখতে পার। দেখবে মাত্র একটা গুলি করা হয়েছে আমাদের পিস্তল থেকে। সেলুনের ভেতর আত্মরক্ষায় করা সে গুলিতে আহত হয়েছে ওদের এক লোক, সে লোকটাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দেখেছো তুমি। ঐ একটা গুলি ছাড়া আমাদের পিস্তল

থেকে আজ কোনো গুলি ছোঁড়া হয়নি। পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে।'

হারপার তার আর বেনের পিস্তল এগিয়ে দিল লোকটার সামনে। ওনেচুকে দেখিয়ে বললো, 'ও সাধারণত পিস্তল ব্যবহার করেনা, আজকেও ওর সঙ্গে কোন পিস্তল ছিল না।'

লোকটা একপলক দেখলো ওনেচুকে, তারপর হাত বাড়িয়ে বেন আর হারপারের পিস্তল তুলে নিল। গম্ভীর মুখে খুব সামান্য সময় পিস্তল দুটো পরীক্ষা করে দেখলো। নামিয়ে রাখলো গম্ভীর থমথমে মুখে, বললো—'তোমাদের ভুল বোঝার জন্যে আমি দুঃখিত,··· পাজী লোক ওরা, আমার নিরীহ ভাইকে খুন করার শাস্তি ওদের পেতে হবে।'

সামান্যক্ষণ থেমে থেকে হাত বাড়িয়ে দিল সে—'আমার নাম ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস উইলিয়াম। ওরা আমার সঙ্গী।'

হাত মেলালো ওরা।

ফ্রান্সিস জুডিথের দিকে তাকালো একবার, অ্যাব আর ওবি'কে দেখলো—'তোমাদের এখানে অপেক্ষা করা বোধ হয় উচিত হয়নি, পেছন থেকে ওরা ছুটে আসতো পারতো, তোমাদের পক্ষে তো রেজিস্ট করা সম্ভব হবেনা।'

'তা যদি হতো এবং সংখ্যায় যদি ওরা বেশী হতো'—বেন বললো—'তবে সত্যিই মুশকিলে পড়তাম। কিন্তু আমাদের সমস্যাও কম নয়। ঘোড়াগুলো তেজী নয়, সঙ্গে খাবার নেই, মিস জুডিথের জিনিষপত্র রয়েছে হোটেলে, তাছাড়া এই ঘোড়াগুলো ফেরত দিয়ে আমাদের নিজেদের গুলো নিয়ে আসতে হবে। আমরা ভাবছিলাম ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে কে কে যাবে বিল ব্রিসবি আর কেইবা এখানে

পাহারায় থাকবে। আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই তোমরা চলে এলে।'

'এখন অবশ্য সমস্যা নেই' ফ্রান্সিস বললো'—'তিনজন বিল ব্রিসবি গেলেই হবে, আর বাকিরা আমরা না ফেরা পর্যন্ত এখানে পাহারায় থাকবে।'

'আমরা না ফেরা পর্যন্ত মানে? তুমি বিল ব্রিসবি যাবে?'

হারপার একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো।

কঠিন চোখে তাকালো ফ্রান্সিস—'যাবো না মানে! আমার ভাইকে মেরেছে ওরা ভুলে যাচ্ছ? আমার কিছু পাওনা আছে ওদের কাছে। নিয়ে আসবো।'

কথা শেষ করেই ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালো, আকাশ দেখলো একপলক, বললো—'খাবার আছে আমাদের সঙ্গে, খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। তারপর আমরা বিল ব্রিসবি যাবো।'

ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের একজন খাবার বের করলো। আগুন জ্বালিয়ে দিল ওনেচু। ব্যস্ত হয়ে পড়লো জুডিথ।

খেতে খেতে কথা হয়। ফ্রান্সিস এ অঞ্চলের লোক নয়। সে এসেছে একজনের খোঁজে। তার অনুপস্থিতিতে তার খামারে দলবল নিয়ে হামলা চালিয়েছিল সে লোক। নিছকই ঈর্ষা। গুলি খেয়ে মারা গেছে ফ্রান্সিসের বুড়ো বাবা। ফ্রান্সিস তাই বছর খানেক হলো খোঁজে বেড়াচ্ছে সে লোককে। মাস দু'য়েক আগে খবর পেয়েছে সে লোক আপাততঃ আছে এ অঞ্চলে। মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে সে এ এলাকায় পা রেখেছে। আজ হারালো ভাইকে। মানসিক বিকাশ ঘটেনি বলে বড় ভাইকে সব সময় সঙ্গে সঙ্গেই রাখতো সে। একটু হেসে বললো—'অবশ্য এক দিক দিয়ে ভালোই হলো, মাঝে মাঝে

বিরক্ত হয়ে যেতাম, ভাইকে মনে হতো বোকার মতো। এখন আমি আরো নিশ্চিত মনে আমার বাবার খুনীকে খুঁজতে পারবো।'

বিল ব্রিসবি যাবে ফ্রান্সিস, ওনেচু, ও জ্যাগার নামে ফ্রান্সিসের দুই সঙ্গী। গরম কফির পর সিগার টানতে টানতে তারা প্ল্যান সেরে ফেললো।

রাত আটটার দিকে তারা উঠলো। ফ্রান্সিস মিক ও জ্যাগার উঠলো তাদের নিজেদের ঘোড়ায়। ওনেচু চারটে ঘোড়ার একটায় উঠে বাকী তিনটার দড়ি রাখলো হাতে। ও তিনটে অবশ্য এমনিতেই পেছনে পেছনে আসবে। ফ্রান্সিস তার হাতে জোর করে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিয়েছে। সেটা সে কোমরে গুঁজে রেখেছে।

আমরা যে পথে যাবো বিপদ সে পথেই আসার কথা, সুতরাং আমরাই কোনো কিছুর মুখোমুখি হবো আগে'—ফ্রান্সিস বললো। 'তবু তোমরা সাবধান, আমরা না ফেরা পর্যন্ত চোখ কান খোলা রেখো।

হাসলো বেন—'তিনজন আছি, সঙ্গে তিনটা পিস্তল, দুটো রাইফেল, যারাই আসুক, বেশ অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবো।'

জুডিথ এখন বেশ প্রসন্ন, হালকা গলায় সে বললো—'তিনজন নয় বেন, চারজন। পিস্তলে আমি খুব কাঁচা হলেও রাইফেলে অনেককেই টক্কা দিতে পারবো।'

সামান্য হাসলো সবাই। ওনেচু বললো 'এই রাত্রে অবশ্য রাইফেল কাজে লাগে না ম্যাম, কারণ আক্রমণ হয় খুব কাছ থেকে তবে আমার প্রভু ফ্রাঙ্ক লাথামের বোন আপনি, আপনি ভালো রাইফেল চালাইতে পারেন জেনে খুব ভাল লাগছে।'

তারা রওনা দিল। খুব অল্প সময়েই তারা মিলিয়ে গেল

অন্ধকারে। একসময় তাদের ছুটে যাওয়া ঘোড়ার খুরের ধ্বনিও আর পাওয়া গেলনা। জুডিথ বেন আর হারপারের জেদাজেদিতে অ্যাব আর ওবিকে নিয়ে শুয়ে পড়লো বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। বেন, হারপার আর ডেনিস পাথরের আড়ালে বসে সিগার টানতে আর গল্প করতে আরম্ভ করলো, তবে তাদের কান খাড়া।

এগারো

ওনেচু, ফ্রান্সিস, মিক ও জ্যাগার কাজ সারলো নিখুঁত ভাবে। বিল ব্রিসবি শহরের এক প্রান্তে এসে রাত মোটামুটি গভীর না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করলো, বেশী লোককে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে হৈ চৈ বাঁধাতে বা কাউকে সতর্ক হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে চায় না তারা, তাই এই অপেক্ষা।

প্রথমে তারা গেল জোনস্ প্লেসে। এখানেই এক ঘরে জুডিথদের জিনিসপত্র, পিস্তল এবং রাইফেলটা। জুডিথের কাছ থেকে রুম নাম্বার নিয়ে এসেছিল তারা। ভেবেছিল কাউকে না জানিয়েই কাজটা সেরে ফেলতে পারবে। কিন্তু মিঃ জোনস্ তখনো জেগে। বুড়ো কখন ঘুমোতে যাবে, তার কোন ঠিক নেই, তাই তারা ভেতরে ঢুকে পড়লো।

বুড়ো জোনস্ চমকালো না তাদের দেখে। শুধু জিজ্ঞাসু চোখে

তাকালো। ওনেচু বললো—'আমাদের মিস জুডিথ পাঠিয়েছেন, তার জিনিসগুলো আমরা নিয়ে যাবো।'

মাথা ঝাঁকালো জোনস্ অর্থাৎ নিয়ে যাও।

জিনিসগুলো নিয়ে রুম থেকে ফিরে ওনেচু জিজ্ঞেস করলো—'মিস জুডিথের কাছে কোনো বিল পাওনা আছে আপনার?'

মাথা নাড়লো জোনস, নেই।

: আমরা যে এখানে এসেছি তা যেন আধঘণ্টার মধ্যে কেউ না জানে।

জোনস হাতের নোখ দেখতে দেখতে নিরাসক্ত গলায় বললো—'আপনারা যে এখানে এসেছিলেন তাই আমি জানি না।'

'ধন্যবাদ' ওনেচু হাসলো, তারা বেরিয়ে এলো জোনস্ প্লেস থেকে।

এর পরের কাজটা সারতে গিয়ে অবশ্য গোলাগুলি চললো। রুখে দাঁড়িয়েছিল পিকার সঙ্গীরা—'ওই ঘোড়াগুলো আমরা রাস্তায় পেয়েছি, ওগুলো আমাদের।'

হাসলো ফ্রান্সিস—'না, তোমাদের নয়। তোমরা সাতজন আছ, আমরা চারজন। তবু বলবো ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিলে ভালো করবে।'

'আহা আমার হুকুম দেনে ওয়ালা' একজন ভেংচি কাটলো—'সময় থাকতে কেটে পড়ো বরং।'

সে কথা যেন শুনলোই না ফ্রান্সিস, ঠাণ্ডা গলায় ওনেচু'কে বললো—'তোমাদের ঘোড়া চারটে খুলে নাও।'

পিকার আস্তাবলের দিকে এগোতে যাবে ওনেচু, একজন তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—'সাবধান, আর এক পা এগোলে পড়ে যাবে।'

'তাই?' ঠাণ্ডা গলায় বললো ফ্রান্সিস—'দেখি তো কেমন ফেলতে পারো তুমি, ড্র.....'

'তবে রে, মরার সাধ হয়েছে'—বলে হোলস্টারে হাত রাখলো লোকটা, পিস্তল বের না করা পর্যন্ত তাকে সময় দিল ফ্রান্সিস। পর মুহূর্তে তার হাতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। পিকার লোকজন শুধু তার হাত নামতে উঠতে দেখলো। আর দেখলো তাদের এক সঙ্গী পিস্তল বের করেও গুলি খেয়ে ছিটকে পড়লো। পাথরের মতো জমে গেল বাকী সবাই। ফ্রান্সিসের যেন কোন ব্যস্ততা নেই, এমন ভাবে সে বললো—'আর কেউ?.....ঠিক আছে ওনেচু, ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো, মিক তুমি ওকে সাহায্য করো।' জ্যাগার অবশ্য পিস্তল হাতে তার পাশেই থাকলো।

ঘোড়াগুলো বের করে আনতে সামান্য সময় লাগলো ওনেচু'র। বেরিয়ে এসে লোকগুলোর দিকে তাকালো সে—'কেন যে তোমরা এসব ঝামেলা পাকাও, এখন তো তোমাদের আটকে না রেখে যেয়েও উপায় নেই আমাদের; নাও, ঐ ঘরটায় ঢুকে পড়ো তো সবাই।'

হাত তুলে সে ঘর দেখালো। লোকগুলো নড়লো না। একটু হেসে ওনেচু একজনকে হেলাফেলায় শূন্যে তুলে ফেললো, আবার আছড়ে ফেললো মাটিতে। এরপর কেউ আর আপত্তি করলো না। ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর। ওনেচু যখন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিচ্ছে দরজা তখন একজন শুধু বললো—'হঠাৎ আক্রমণ করে এ যাত্রা তোমরা পার পেয়ে গেলে। কিন্তু ভেবোনা এটাই শেষ। পিকা কাজে বেরিয়েছে, ও ফিরুক; ইশ্বরের দোহাই, বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তোমাদের পেছনে পেছনে দরকার হলে নরকের দরজা পর্যন্ত যাবো।'

'দোষটা তোমাদের' ঠাণ্ডা গলায় ওনেচু বললো—'ঘোড়া চুরি না করলে কিংবা আগে ড্র না করলে এসব কিছুই ঘটতো না। তবু বলছি, পিছু যদি নিতে চাও তবে বাড়ির সব্বার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই রওনা দিও।'

তৃতীয় কাজটা মোটামুটি সহজেই হয়ে গেল। হার্নস সেলুনে গেল ওরা বিল ব্রিসবি থেকে নিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলো ফেরত দিতে। সেলুনে পৌঁছে ঘোড়াগুলো বাইরে বেঁধে রাখলো তারা। ফিরিয়ে দেওয়ার এটাই সহজ উপায়।

ফ্রান্সিসের হঠাৎ খেয়াল হলো বারটেণ্ডারের কাছে খোঁজ নিলে হয়তো তার ভাইকে যারা মেরেছে তাদের ঠিকানা পেতেও পারে। সেলুনের ভেতরে ঢুকে গেল সে মিক'কে সঙ্গে নিয়ে। ওনেচু আর জ্যাগার বাইরে থাকলো।

সেলুনে পাড় মাতাল সামান্য কয়েকজন ছাড়া লোক নেই। তবে ফ্রান্সিসের কপাল ভালো। একজনকে সে ভেতরে ঢুকেই পেয়ে গেল, লোকটা বারটেণ্ডারের মুখোমুখি বসে মদ খাচ্ছিল। বারটেণ্ডারকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই লোকটাকে দেখে সে। লোকটা তাকে দেখে প্রথমে চিনতে না পারলেও পর মুহূর্তে চমকে উঠলো—'ফিরে এলে? নিশ্চয় প্রতিশোধ নিতে পেরেছো?'

মাথা নাড়লো ফ্রান্সিস—'না, তবে সে জন্যেই ফিরেছি। তোমরা আমার ভাইকে যে ভাবে মেরেছো তাতে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেললেই চলে। তবে তোমাকে সমান সুযোগ দেব আমি, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ড্র করবো আমরা, রাজী?'

লোকটা একটা কথাও বললো না, কতক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো

সে রাজী।

মৃদু হাসলো ফ্রান্সিস—'তোমার সাহসের প্রশংসা করছি আমি।'

লোকটা টুল থেকে নেমে এসে ঘরের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালো। দূরত্ব রেখে মুখোমুখি দাঁড়ালো ফ্রান্সিস, তার হাতে একটা গ্লাস, বললো—'শূন্যে ছুঁড়ে দেব আমি গ্লাসটা, মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ড্র করবো। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে'—হালকা গলায় বললো লোকটা। গ্লাসটা বাঁ'হাতে ওপরে তুলে ধরলো ফ্রান্সিস, শূন্যে ছুঁড়ে দিল। দু'তিন সেকেণ্ডের ব্যাপার, কিন্তু মনে হলো অনন্তকাল। গ্লাসটা মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। গুলির ধাক্কায় এক পাক চক্কর খেল লোকটা, তার হাত পিস্তল পর্যন্ত পৌঁছায়ই নি, বিস্ময়ে তাকালো ফ্রান্সিসের দিকে, তারপর হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল। পিস্তল হোলস্টারে গুঁজে রেখে বারটেণ্ডারের দিকে ফিরলো ফ্রান্সিস, শান্ত গলায় বললো—'তুমি সাক্ষী থাকলে, পুরো ব্যাপারটা নিয়ম মাফিকই হয়েছে। কেউ জানতে চাইলে আশা করছি সত্যি কথাটাই বলবে।'

দেরি করলো না ওরা, একপলক শুধু পুরো ঘরটায় চোখ বুলালো। তারপর বেরিয়ে গেল। লাফিয়ে উঠলো ঘোড়ায়। ফ্রান্সিস বললো—'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া দরকার, নইলে ঝামেলা হতে পারে।' মাথা নেড়ে সায় দিল ওনেচু—'হ্যাঁ, আপাতত: কোনো ঝামেলার মুখোমুখি হতে চাইনা, আরো বড় কাজ পড়ে আছে, যাওয়া যাক।'

তারা শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিশ মিনিটের মধ্যে হৈ চৈ

পড়ে গেল। দায়িত্ব নিল পিকা আর ফিন। পিকার মাথা ঠিক নেই। ফিরে এসে একে তো সে দেখেছে ঘোড়া চারটে নেই, তার ওপর একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিহত। প্রতিশোধ নিতে না পারলে এ অপমানের জ্বালা জুড়োবে না। এই সুযোগটাই নিল ফিন। পিকাকে সে আরো ক্ষেপিয়ে তুললো। সাত-পাঁচ বুঝিয়ে শহরের কয়েকজন মাথা গরম যুবককেও সে দলে টেনে নিল। চারদিকে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ব্যাপারটা শেষে এমন দাঁড়ালো, শহরের লোকজন যেন কয়েকজন অপরাধীকে ধরতে বেরোচ্ছে।

খুব খুশী ফিন। তারা মোট বিশজন হয়েছে এবার। আজ বিকালে ব্যর্থ হলেও এবার আর সেরকম কিছু ঘটবে না। সহজেই তারা ওদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। আজ সন্ধ্যায় গ্যারিটির কাছ থেকে লোক এসেছে। বুড়ো জানতে চেয়েছে কদ্দূর কি হলো। ফিন আশা করছে বুড়োকে খুব তাড়াতাড়ি সুখবর পাঠাতে পারবে।

রওনা হওয়ার আগে হঠাৎ করেই তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। রিকারের সঙ্গে তার প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ আছে। রিকার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না প্রথমে। তবে গ্যারিটির কাছ থেকে অবস্থা জানতে পেরে সেও লোক জোগাড় করতে আরম্ভ করেছে। ফিন ভাবলো রিকারকে একটা তার পাঠানো উচিত। কারণ ফ্রাঙ্ক লাথামের বোন আর তার লোকজন যদি তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায় তবে যেন রিচ টাউনে পৌঁছেই রিকারের মুখোমুখি হতে হয়। তখন অবস্থাটা দাঁড়াবে দু'দিক থেকে আক্রমণের মতো। নিজের পরিকল্পনা খুব পছন্দ হলো ফিনের। পুরো দলকে প্রস্তুত হতে বলে সে হাসিমুখে ঢুকলো টেলিগ্রাফ অফিসে।

আধঘণ্টা পর বিশজনের পুরো দলটা ছুটে চললো ফ্রাঙ্ক লাথামের বোন আর তার লোকজনের খোঁজে।

বারো

রিচ টাউন শহরটা খুব ছোট। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। দু' পাশে ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর, শহর বলতে এই। বসতিও সে রকম। কোনো ভদ্রলোক এখানে থাকে না। আসলে জায়গাটা শহর নয়, আসা যাওয়ার পথে হরেক কিসিমের লোকজনের বিশ্রামের জায়গা মাত্র।

রিচ টাউন যেমন খোলামেলা তেমনি আশে পাশের এলাকাও বসতিহীন। মাটিও খুব খারাপ, পাথুরে।

গত রাতের শেষ দিকে জুডিথ'রা তাড়া খেয়ে এ শহরে এসে উঠেছে।

কাল রাতে ওনেচু, ফ্রান্সিস, মিক আর হ্যাগার ফেরার পর তারা মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় হাতে পেয়েছিল। প্রথমে ওনেচু খুলে বলেছিল তাদের অভিযানের কাহিনী। তারপর কফি খেয়ে তারা বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল ওনেচু। আধশোয়া হয়ে মাটিতে কান রেখে কতক্ষণ

চুপ করেছিল সে। গম্ভীর মুখে বলেছিল—'আসছে ওরা, সংখ্যায় অনেক।'

দেরি করেনি তারা। একবার কথা উঠেছিল এখান থেকেই প্রতিরোধ করার। সে ব্যাপারে ফ্রান্সিসের উৎসাহ বেশী। কিন্তু জুডিথ কিংবা বেন ওরা কেউ এতটুকুও উৎসাহ দেখায়নি। এই মুহূর্তেই তারা মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না, সে সময় পরে পাওয়া যাবে। এখন প্রথম কাজ রিচ টাউনে গিয়ে পৌছানো। নিজেদের লোকজন নিয়ে ওখানে ম্যাক্স আর ডানকান আছে।

বাধ্য হয়ে মুখোমুখি লড়বার পরিকল্পনা বাদ দেয় ফ্রান্সিস, তাছাড়া ওনেচু বারবার জানিয়েছে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে মনে হচ্ছে বিল ব্রিসবির লোকজন সংখ্যায় তাদের তিনগুণ। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে তারা পালিয়েছিল।

পথ কম নয়। একনাগাড়ে ছুটে এসে তারা যখন ক্লান্ত শরীরে রিচ টাউনে পৌছায় তখন সবে সকাল হয়েছে। হ্যাঁ, ম্যাক্স আর ডানকান এখানে রয়েছে বটে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সবাই। বেশী নিশ্চিন্ত বেন, কারণ ম্যাক্স আর ডানকানকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব শেরিফ রুডি হকস তাকেই দিয়েছিল।

ডানকান আর ম্যাক্স দু'জনেই এ লাইনে পাকা। তারা রিচ টাউনের দু'দিকের দুটো বাড়ি বেছে নিয়েছে রাত কাটানোর জন্যে, দুটোই অবশ্য বোর্ডিং হাউস। জুডিথরা শহরে ঢুকে প্রথমেই ম্যাক্স আর তার লোকজনের মুখোমুখি হয়েছে। বেনকে দেখে ম্যাক্স খুশী। বলেছে—'ঠিক সময়ই তোমরা চলে এসেছো, দেখছি।' বেন হেসেছে—'কিন্তু পেছনে লোক নিয়ে এসেছি।' 'তাতে কি'-ম্যাক্স ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে আনে নি—'পেছনে পেছনে কেউ না

এলে খেলা জমবে কিভাবে?'

তারা শহরে ঢুকে পড়ার পর শহরের আধ মাইলটাক বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছে পিকা আর ফিন। তাদের লোকজনের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে। খুব একটা তাড়া নেই তাদের।

তাই দেখে ম্যাক্স খুব অবাক, ডানকানও। জুডিথ, অ্যাব আর ওবি'কে ঘুমোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হারপারও বিশ্রাম নিতে যাবে। শেষবারের মতো তারা বিল ব্রিসবির লোকজনের অবস্থান দেখতে এসেছিল। ডানকান খুব অবাক হয়ে বেনকে জিজ্ঞেস করে—'কি ব্যাপার বলতো? তোমাদের পেছনে ছুটে এসে ওরা দেখি ওখানেই আস্তানা গাড়লো।' তারা ভেবেছিল ওরা বোধ হয় বিশ্রামের পর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করবে। ব্যাপারটা অবশ্য সেরকমই। কারণ আধঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল রিচ টাউন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানে আরেকটা দল এসে আস্তানা গাড়লো। এ দলটা জ্যাকব রিকারের। অবশ্য রিচ টাউনের কেউ তা জানেনা। তারা শুধু দেখেছে দু'দিকেই শত্রু। ডানকান ম্যাক্সের দিকে ফিরে চোখ টিপে বলেছিল, 'আমি যা ভেবেছিলাম, ব্যাপার দেখছি তার চেয়ে গুরুতর।'

এখন সকাল।

জুডিথ, অ্যাব আর ওবি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। ম্যাক্স আর ডানকান জোর করে ওনেচু, বেন, হারপার, ফ্রান্সিস আর তার দলকেও বিশ্রাম করতে পাঠিয়েছিল। তারাও উঠেছে। এখন নাস্তা সারতে সারতে ওরা প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিচ্ছে।

ডানকান বললো—'প্রথমে আমাদের পুরোটা জানতে হবে,

তবে কাজে নামতে সুবিধে।'

'তা বটে'—হারপার মাথা দোলায়। সেই প্রথম থেকে সবকিছু খুলে বলে, ফ্রান্সিসের সঙ্গে আলাপ আর তাদের পালিয়ে আসা পর্যন্ত। তার কথার ফাঁকে ফাঁকে সাহায্য করলো বেন আর জুডিথ।

'সমস্যা হচ্ছে'—ম্যাক্স বললো—'আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে জ্যাকব রিকার আর গ্যারিটি দোষী, কিন্তু আদালতে সেটা প্রমাণ করা কঠিন। অ্যাব তখন এ তো ছোট ছিল যে আদালতে ওর প্রমাণ ধোপেই টিকবে না।'

'তবে?'—একটু হতাশ গলায়ই জিজ্ঞেস করলো জুডিথ।

হাসলো ম্যাক্স—'উপায় আছে। দুটো উপায় আছে আমাদের। এক, রিকারকে ধরে দোষ স্বীকার করানো। কিন্তু ধরে নিচ্ছি রিকারকে ধরতে পারবো না আমরা আর দোষ স্বীকার করাতো দূরের কথা। সুতরাং এটা বাদ। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, রিকার আর গ্যারিটিকে লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলে প্রতিশোধ নেওয়া। হ্যাঁ, ফ্রাঙ্ক লাথামের জন্যে সেটাই আমরা করবো।···মজার ব্যাপার হচ্ছে, রিকার আর গ্যারিটি যদি চুপচাপ থাকতো, তবে কিছুই হতো না ওদের। আমরা তো বিনা কারণে ওদের গুলি করে মেরে ফেলতে পারতাম না। কিন্তু রুডি খুব ভালো চাল চেলেছে। ঘাবড়ে গেছে গ্যারিটি আর রিকার। ঘাবড়ে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। আর এই সুযোগেই আমরা ওদের শেষ করবো। আমাদের আক্রমণ করতে এসে ওরা মারা যাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার।'

কেউ ম্যাক্সের বিপক্ষে একটা কথাও বললো না। সবাই বুঝেছে ঠিক কথা বলেছে সে। এর বাইরে অন্যরকম কিছু হওয়া সম্ভব না।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে শত্রু দু'দিক থেকে ঘিরে রেখেছে তাদের। ওনেচু'র হিসাব মতে দু'দিকে অন্তত পঁয়ত্রিশ জন শত্রু। অথচ রিচ টাউনে তারা আছে সর্ব সাকুল্যে উনিশ জন। শত্রু সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ। তবে তার চেয়েও বড় কথা এভাবে চুপচাপ বসে থাকা খুব অস্বস্তিকর। ডানকান আর ম্যাক্সের লোকজন বহুদিন পর লড়াইয়ের গন্ধ পেয়ে উত্তেজিত। বাইরে শান্ত হলেও ফ্রান্সিস আর তার সঙ্গীরাও ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত বোঝা যাচ্ছে। ডানকান অবশ্য বারবার বলে দিয়েছে আগে গুলি করবে শত্রুপক্ষ, এটা এক ধরনের স্নায়ুর লড়াই হচ্ছে, স্নায়ুর লড়াইয়ে যারা জিতবে মূল লড়াইয়েও তাদের জয় হবে। শত্রু আক্রমণ করলে কে কোনদিকে থাকবে এবং কিভাবে সামলাবে, তা অবশ্য ইতিমধ্যে তারা ঠিক করে নিয়েছে।

শহরের লোকজন ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। সম্ভবতঃ এ ধরনের ঘটনা দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত। ফলে তাদেরকে অহেতুক কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না।

ঘণ্টা খানেক পর ঘোড়া ছুটিয়ে একজন এলো দেখা করতে। ডানকান তার সঙ্গে কথা বললো। লোকটা জানালো, কয়েকজন খুনীর পেছনে পেছনে এসেছে তারা, তাদের শহর বিল ব্রিসবিতে কয়েকজন নিরীহ নাগরিককে খুন করে এই শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে খুনীরা। এখন খুনীদের বিচারের জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেই তারা ফিরে যাবে।'

ডানকান লোকটার কথা একদম হেলাফেলায় উড়িয়ে দিল, সোজা জানিয়ে দিল—'কোনো খুনীর কথা তারা জানে না, সুতরাং কাউকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না।' লোকটা তবু থাকলো

বেশ কিছুক্ষণ। এক কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললো বারবার, প্রচ্ছন্ন হুমকী দিল, শেষে 'এর ফলে যা ঘটবে তার জন্যে আমরা দায়ী থাকবো না' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

হাসলো ডানকান—'ভাগ্যিস রিচ টাউন নামেই শহর, কোনো শেরিফ নেই এখানে, থাকলে বোধহয় একটু ঝামেলায়ই পড়তে হতো।...আর আধঘণ্টা একঘণ্টার মধ্যে আক্রমণ আসবে ধরে নেওয়া যায়। এখন শুধু দু'দিকের দুই দল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে পরিকল্পনা আটবে।'

সত্যিই তাই ঘটলো। লোকটা ফিরে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে আবার রওনা দিল। এবার অবশ্য সে শহরের অনেক বাইরে দিয়ে ঘুরে অন্য দলটার কাছে গেল। কথা বললো মিনিট দশেক। তারপর আবার ফিরে আসার জন্যে রওনা দিল।

সবাইকে প্রস্তুত হতে বললো ম্যাক্স। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে বিল ব্রিসবি থেকে আসা লোকজনের মোকাবেলা করবে, তার সঙ্গে থাকবে ফ্রান্সিস আর তার চার সঙ্গী। মোট দশজন তারা।

অন্য প্রান্তে পজিশন নিল ডানকান তার পাঁচ সঙ্গীকে নিয়ে, সঙ্গে থাকলো ওনেচু, বেন আর হারপার।

অ্যাব আর ওবিকে শহরের মাঝখানে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে। জুডিথও সেখানে। সে অবশ্য কোনো এক প্রান্তে থাকার জন্যে খুব জেদাজেদি করছিল, কিন্তু কেউ'ই তাকে সমর্থন দেয়নি, বরং অ্যাব আর ওবির সঙ্গেই তার থাকা উচিত বলে জানিয়েছে। একটু রাগ করেই জুডিথ ফিরে গেছে, অবশ্য রাইফেলটা সে এখন সবসময় হাতে হাতেই রাখছে।

লোকটা ফিরে গেল নিজ দলে। তার ফেরার দশ মিনিটের

মধ্যে প্রথম আক্রমণটা এলো।

আক্রমণ করলো বিল ব্রিসবি থেকে আসা লোকজন উত্তর দিক থেকে। প্রথমে তারা তিনটে ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ত্রিশূলের মতো ছুটে এলো তারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। তাদের ফিরিয়ে দিতে ম্যাক্স আর ফ্রান্সিসদের কোনো অসুবিধে হল না। তবে কারোর গুলিই কাউকে ছুঁতে পারলো না।

প্রায় একই সময়ে দক্ষিণে দিকের দলটা তাদের আক্রমণ শানালো। একই ভঙ্গির ত্রিশূল আক্রমণ। তাদেরও হেলাফেলায় হটিয়ে দিল ডানকান আর হারপাররা। এবারও লক্ষ্যভেদ হলো না কোনো পক্ষের। তবে ওনেচু ঠিক চিনতে পারলো জ্যাকব রিকারকে। ওনেচুর কথা প্রথমে ডানকান, বেন কিংবা হারপার কেউই বিশ্বাস করতে চায়নি। কারণ এভাবে সামনাসামনি লড়াইয়ে এতো সহজেই রিকার জড়িয়ে পড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু তারা জানে ওনেচুর কান যেমন ভুল শোনে না তেমনি তার চোখও কখনো ভুল দেখে না। মুহূর্তের মধ্যে তারা ঠিক করলো, শুধু আক্রমণ ফিরিয়ে দেওয়াই নয়, রিকারকে যখন পাওয়া গেছে তখন তাকে ফেলার চেষ্টা চালাতে হবে, যতদূর সম্ভব।

সামান্য বিরতির পর দু'দিক থেকেই আক্রমণ এলো, এবারও তিনটা তিনটা ছ'টা দল। তবে প্রতিটা দল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোতে এগোতে খুব দ্রুত জায়গা বদল করছে। এ অবস্থায় কাউকে আঘাত করা মুশকিল। তবে তাদের সামনে এগিয়ে আসা ঠেকিয়ে রাখা যায়।

এভাবে পাঁচ-ছ'টা আক্রমণ ফিরিয়ে দিয়ে ম্যাক্স বিরক্ত হয়ে গেল। খামোখা সময় নষ্ট, গুলি নষ্ট, অথচ লাভ হচ্ছে না কোনো।

ফ্রান্সিসের সঙ্গে পরামর্শ করে সে লোক পাঠালো অপর প্রান্তে। ডানকানদের সঙ্গে কথা বললো সে লোক, ম্যাক্সের পরামর্শের কথা জানালো। সায় জানালো সবাই। ঠিক হলো, এরপর শুধু আর আক্রমণ ফিরিয়ে দেওয়া নয়, এরপর পুরোপুরি পাল্টা আক্রমণ।

হলোও তাই। দুই দিক থেকে তিন তিন মোট ছ'ভাগে বিভক্ত ছ'টি দলের পরের আক্রমণ শুরু হলেই তারা আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হঠাৎ করে। নিজেরাও দু'জনের করে একেকটি দলে বিভক্ত হয়ে ছুটে গেল শত্রুর দিকে। আড়ালে থাকলো শুধু দু'জন করে, অনবরত গুলি ছুঁড়ে কভার দেওয়ার জন্যে।

কাজে দিল প্ল্যানটা।

ফ্রান্সিস প্রথমে ফেলে দিল একজনকে। ম্যাক্সের দূর পাল্লার রাইফেলের গুলি খেয়ে শূন্যে উঠে গেল আরেকজন। জ্যাগারও একজনকে শুইয়ে ফেললো। বিল ব্রিসবি থেকে আসা পুরো দলটা এলোমেলো হয়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে গেল তারা। তারপর পালাতে আরম্ভ করলো। সবার আগে ফিন, পালানোর ব্যাপারে অবশ্য পিকাও পিছিয়ে নেই। যে দু'জন কভার দিচ্ছিল তারাও আড়াল থেকে নেমে এসে ম্যাক্স আর ফ্রান্সিসদের সঙ্গে যোগ দিল। ঘোড়া ছুটিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তারা তাড়িয়ে দিয়ে এলো ফিন আর পিকার দলকে।

দক্ষিণ দিকেও ব্যাপারটা প্রায় একই রকম ঘটলো। তবে রিকারের দলটি বন্দুক চালানোয় আর নানারকম কৌশলে অনেক বেশী দক্ষ। তাই মাত্র একজন আহত হলো তাদের। নির্বিঘ্নে সরে পড়লো তারা। তবে যাওয়ার আগে ওনেচুকেও তারা আহত করে গেল। রিকারকে গুলি করার উত্তেজনায় একা একা

আলাদা হয়ে একটু বেশীই সামনে চলে গিয়েছিল ওনেচু। গুলি তার বা'হাতের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। আরো খারাপ কিছু ঘটতে পারতো। তবে বেন আর হারপার বিপদ বুঝে ঠিক ঠিক কভার দিতে পেরেছিল।

এখন দু'দিকই মুক্ত। শত্রু হয়তো আছে দু'দিকেই, তবে অনেক দূরে। নিজেদের সাফল্যে মোটামুটি খুশী তারা। তাদের মাত্র একজন সামান্য আহত, শত্রু পক্ষের মারা গেছে তিনজন, আহত হয়েছে একজন।

জ্যাকব রিকার দক্ষিণ দিকের দলে ছিল এ কথা শোনার পরই জুডিথ ছটফট করে উঠলো। একটু কঠিন গলায়ই জানালো, রিকারের কথা প্রথমেই তাকে জানানো উচিত ছিল। তারপরই সে তখনই রওনা দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেল।

ডানকান শান্ত করলো তাকে—'ম্যাম, অস্থির হবেন না। রাস্তা এই মাত্র একটাই। রিকার যে পথে গেছে আমরা সে পথেই যাবো। সুতরাং ওকে আমরা পাবোই। তবে রওনা হওয়ার আগে আমাদের সামান্য বিশ্রাম দরকার। কারণ সামনের পুরো পথ খুব সতর্ক হয়ে পার হতে হবে, রিকার লুকানো জায়গা থেকে আচমকা আক্রমণ করতে পারে।'

লড়াই থেমে গেছে দেখে শহরের লোকজন আবার আগের মতো চলাফেরা করতে আরম্ভ করলো। কোনো উৎসাহ নেই তাদের, কেউ কিছু জানতেও চাইলো না।

খাঁটি মদ দিয়ে ধুয়ে ওনেচুর হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে ফ্রান্সিস। ওনেচু জানালো দুপুরের পরপর যাত্রা করা উচিত। কারণ তাহলে রাতে তারা পথে থাকলেও নিরাপদ জায়গায় থাকবে। তাই ঠিক

হলো, দুপুরের খাওয়ার পর রওনা দেবে তারা।

প্রথমে নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল তারা। রাইফেল, পিস্তল সাফ করলো। তারপর খেতে বসলো। খেতে খেতে ফ্রান্সিস জানালো, সে তাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুবই খুশী হতো, কিন্তু সামনের শহরে পৌঁছেই বিদায় নিতে হবে তাকে, পিতার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে হবে। শুনে মাথা নাড়লো ডানকান—'তা বটে, সেটাই আপাততঃ তোমার প্রধান কাজ। আশা করি খুঁজে পাবে তুমি খুনীকে।' 'পেতেই হবে'—শান্ত গলা ফ্রান্সিসের—'সামনের শহরে পৌঁছে খবর নেব কোনদিকে আছে ও, তারপর ওর পেছনে ছুটবো।'

'এত বিশাল এলাকায় কারো খোঁজ পাওয়াই মুশকিল'—ওনেচু বললো—'তোমার বাবার খুনীর নাম কি?'

: গ্যারি কুপার।

'গ্যারি কুপার?'—একটু ভাবলো ওনেচু, মাথা নাড়লো সে, এ নাম সে শোনেনি। কিন্তু লাফিয়ে উঠলো বেন আর হারপার।

: গ্যারি কুপার! তুমি কোন গ্যারি কুপারের কথা বলছো?

অবাক চোখে তাকালো ফ্রান্সিস—'দেখেছো তাকে? কোথায়?'

'না, আমরা দেখিনি'—হারপার মাথা নাড়লো—'তবে শেরিফ রুডি হকস্‌কে তার অফিসে এসেই শাসিয়ে গেছে সে, নিজেই পরিচয় দিয়েছে।'

: চেহারার কোনো বর্ণনা দিয়েছে শেরিফ?

'হ্যাঁ'—বললো বেন—'লম্বা-পাতলা, খুব শীতল চেহারা···

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্যারী কুপারই'—ফ্রান্সিস উত্তেজিত—'কোথায় গেলে পাবো ওকে?'

ঘটনাটা খুলে বললো বেন। শুনে ফ্রান্সিস সামান্য হাসলো—'বোঝা যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে থাকলে শেষ পর্যন্ত কুপারের মুখোমুখি হওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে, সুতরাং তোমাদের সঙ্গে থাকছি আমি।

খুশী হলো সবাই। হারপার বললো—'শেরিফ কিন্তু খুব অবাক হয়েছিলেন, কারণ কুপারকে দেখে তার মনে হয়েছিল গ্যারিটির আণ্ডারে কাজ করার লোক সে নয়···।'

'মিলে যাচ্ছে'—হাসলো ফ্রান্সিস—'কুপারের চরিত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আসলে ওর অভ্যেসই হলো যেচে পড়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। যেখানেই গোলমাল দেখবে সে সেখানেই নাক গলাবে। কিছু একটা না করতে পারলে ও বোধহয় শান্তি পায় না। এখানেও সেই ব্যাপার, গ্যারিটির আসলে এখানেও কোনো ভূমিকা নেই, কুপার গোলমালের গন্ধ পেয়েই একপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবতঃ রিকারের মাধ্যমেই সে এসেছে।···যাই হোক, তোমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমি আছি।'

আধঘণ্টা পর তারা রওনা দিল।

তেরো

রিকার তার দল নিয়ে বসেছিল ক্যাভেণ্ট শহরের এক সেলুনে। রিচ টাউন থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে সে। মন ভালো নেই তার। হঠাৎ করেই এমন ঝামেলা আরম্ভ হয়েছে। একটুও স্বস্তি পাচ্ছে না সে। রিচ টাউন থেকে তাড়া খেয়ে আসার পর মন-টাও দমে আছে।

অথচ খুঁজে খুঁজে সে নামকরা বন্দুকবাজদের দলে নিয়েছিল। কিন্তু কোনো কাজেই এলো না ওরা। রিকার স্পষ্ট বুঝতে পারছে এই এখান থেকেও তাকে খুব তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটাতে হবে। নিরাপদ নয় এ জায়গাও।

ক্যাভেণ্ট শহরটা বেশ বড়। তেমনি এর অধিবাসীর সংখ্যা প্রচুর। বাইরের কোনো বন্দুকবাজকে এরা ঠিক প্রশ্রয় দেয় না। রিকার লক্ষ্য করেছে, সেলুনের বারটেণ্ডার পর্যন্ত প্রায় বিরক্তির সঙ্গে তাদের লক্ষ্য করছে।

অবশ্য এমনিতেও এখানে থাকা সম্ভব না। কারণ পেছনে ছুটে আসছে শেরিফ রুডি হকসের দল। জুডিথকে সে গোনার মধ্যেই আনতে চায় না। তার ধারণা ফ্রাঙ্ক লাথামের বোনকে শেরিফ

রুডিই তাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। তবে সে যাই হোক, তাতেই তার বারোটা বাজতে চলেছে। পথে বেশ কয়েকটা ব্যবস্থা করলো, কিন্তু গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়লো না ফ্রাঙ্ক লাথামের বোনের। দিব্যি তার পেছনে পেছনে চলে এলো। তবে সত্যিকার অর্থেই কিছু ভালো লোক তার সঙ্গে আছে রিকার সেটা টের পেয়েছে। এ রকম দক্ষ বন্দুক লড়িয়ে শেরিফ রুডি কোত্থেকে জোগাড় করলো সেটাও এক আশ্চর্যের ব্যাপার। বেন আর হার-পারের কথা জানে সে, কিন্তু দলে তো ও দু'জন ছাড়াও আরো অনেকে আছে। তারা কোত্থেকে এলো? নিশ্চয় পয়সার বিনিময়ে নয়? তবে? ফ্রাঙ্ক লাথামের পুরনো বন্ধুরা যোগ দিয়েছে?

এতসব অবশ্য এখন ভাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই রিকারের। সময় কম সে জানে, পেছনে শত্রু রেখে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। ক্যাভেন্টে পৌঁছেই সে গ্যারিটির কাছে একটা তার পাঠি-য়েছে অবস্থা জানিয়ে। গ্যারিটির সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। নইলে আরো আগেই অসুবিধায় পড়তে হতো।

সে বলে রেখেছিল কোথায় থাকবে, টেলিগ্রাফ অফিস থেকে এক লোক এসে গ্যারিটির কাছ থেকে আসা তার তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। দ্রুত চোখ বুলালো রিকার। একবার, দু'বার তিন-বার। সন্তুষ্ট সে এখন। গ্যারিটি সান টাবেলো গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে বলেছে। মনে মনেও এটাই চাচ্ছিল রিকার। আর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াতে ভালো লাগে না। তারচেয়ে গ্যারিটির নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বন্দুক কিংবা বুদ্ধি দিয়ে শত্রুকে শেষ করা অনেক সহজ। দলকে তৈরি হতে বললো সে। নিজেও তৈরি হয়ে নিল। এরপর আর কোথাও না থেমে সোজা

সান টাবেলো। অবশ্য রওনা হওয়ার আগে তাকে বিভিন্ন জায়গায় পাচ ছ'টা তার পাঠাতে হবে। গ্যারিটির কথামত তার পাঠিয়ে সে লোকজনকে সান টাবেলোয় হাজির হতে বলবে। লোকজন দরকারও বৈকি। গ্যারী কুপার আছে সান টাবেলোয়। তার সঙ্গে বসে চমৎকার প্ল্যান করতে পারবে সে। কিন্তু সে প্ল্যান কাজে লাগাতে গেলে লোক চাই।

জ্যাকব রিকার তার দলবল নিয়ে ক্যাভেণ্ট ছেড়ে চলে যাওয়ার দু'ঘণ্টা পর জুডিথরা এসে পৌছালো।

এ শহরে ডানকানের চেনাজানা লোক অনেক। রিকারের খোঁজ পেতে তাই তাদের সময় নষ্ট করতে হলো না। এমন কি গ্যারিটির সঙ্গে রিকারের তার বিনিময় হয়েছে সে খবরটাও তারা পেল। তারের কথা জানা প্রয়োজন, একটু চেষ্টা চালিয়ে টেলিগ্রাফ অফিস থেকে সেটাও উদ্ধার করতে পারলো ডানকান।

'রিকার তবে সান টাবেলো যাচ্ছে'—ডানকান বললো—'ভালোই হলো। শেরিফ রুডি তো চাচ্ছিলেন ব্যাপারটা এভাবেই ঘটুক। তাই না বেন?'

মাথা দোলালো বেন—'হ্যাঁ, তাই। আমরাও চাই সান টাবেলোতেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটুক।'

'তাই ঘটবে'—ঘোষণা দিল ম্যাক্স—'তবে এখন বোধহয় আমাদের চটজলদি রওনা দিতে হয়। শেরিফ একা আছে সান টাবেলোয়।'

'সেটা অবশ্য তেমন কোনো ব্যাপার নয়, ওরা নিশ্চয় শেরিফের ওপর হাত তুলতে সাহস পাবে না'—ডানকান বললো।

হাসলো ফ্রান্সিস—'গ্যারী কুপারকে যে চেনে সে কখনো এ কথা

বলবে না। আইনকে ও থোড়াই কেয়ার করে।'

'তবে বোধহয় আমাদের দেরি করা উচিত নয়'—ডানকানকে ব্যস্ত দেখালো—'এদিকে রিকারও রওনা দিয়েছে। শেরিফের কোনো দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে।'

সারা শরীরে ক্লান্তি জুডিথের। মনে হয় একটানা কয়েকটা দিন যদি ঘুমিয়ে কাটাতে পারতো তবে খুব শান্তি পেতো। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়। রিকার আর গ্যারিটির সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে না ফেলা পর্যন্ত কোনো বিশ্রাম নেই তার। তা শরীর যতই ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ুক না কেন। তাছাড়া ওদিকে সবাই যদি সান টাবেলোয় গিয়ে হাজির হয় তবে শেরিফ একা নিশ্চয় খুব অসহায় বোধ করবে। সে জন্যে তাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। শেরিফের চেহারাটা একবার চোখের সামনে ভাসে জুডিথের। মৃদু স্বরে সে বলে, 'অবশ্য শুধু শেরিফ কেন, আমি চাইবো না আমার জন্যে কারো কোনো ক্ষতি হোক।'

ক্লান্তি নেই অ্যাব কিংবা ওবি'র। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে আসতে হচ্ছে, অচেনা জায়গায় অচেনা লোকজনের সঙ্গে সময় কাটাতে হচ্ছে, তবু এখনো ব্যাপারটা ওবি'র কাছে কৌতূহলের। অ্যাব অবশ্য পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। নিজের কি ভূমিকা তাও সে জানে। তাই সে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী গম্ভীর। কথাবার্তা বলছে না বিশেষ। তবে ফ্রান্সিসের দলের লাল চুলো মোটাসোটা ড্যানিসের সঙ্গে তার একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। অ্যাব তার সঙ্গেই যা কথাবার্তা বলে।

এই এবটু পরেই আবার রওনা দিতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে জুডিথ এক এক করে সবার দিকে তাকালো। নিজের কপালের

প্রশংসা করলো নিজেই। কৃতজ্ঞ বোধ করলো শেরিফ রুডি'র কাছে। একা তার পক্ষে কিছুতেই এতদূর এগোনো সম্ভব হতো না। পথের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত তারা। সেই সান টাবেলোতে ফ্রাঙ্কের খামারে তাদের ওপর প্রথম হুমকী, তারপর আজ পর্যন্ত একটার পর একটা কত বিপদ। ওনেচু'র মুখে পরে শুনেছে জো'র ট্রেডিং পোস্টের কাহিনী। সে রাতে তাদের অজান্তে ওনেচু হাজির না হলে মৃত্যু ছিল নির্ঘাৎ। ওনেচু ছাড়া বেন আর হারপার সেই প্রথম থেকে একটার পর একটা কাজ করেই যাচ্ছে। যেন এটা একদম তাদের নিজেদের ব্যাপার। অথচ এদের কাউকেই সে চিনতো না। ম্যাক্স আর ডানকান সম্বন্ধেও এই একই কথা। ফ্রাঙ্ক লাথামের সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক ছিল তাই ভেবে জুডিথ অবাক হয়। খারাপও লাগে তার এই ভেবে যে এরকম এতো বন্ধু থাকা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্ককে কিনা তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধীর কাছে পেছন থেকে গুলি খেয়ে মরতে হলো। সে অবশ্য বোঝে ফ্রাঙ্ক নিজেই কাউকে জড়াতে চায় নি। একাই সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। আর সেটাই ছিল তার ভুল। যাক, জুডিথ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, এসব ভেবেই বা কি হবে, ফ্রাঙ্ক মারা গেছে আর তারা তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে, এটাই এখন একমাত্র সত্য। ফ্রান্সিসের প্রতিও কৃতজ্ঞ বোধ করে সে। যদিও ঘটনাক্রমে ফ্রান্সিস এসে মিলেছে তাদের সঙ্গে, তবু উপকার যে অনেক করেছে এটাতো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে সামান্য হাসলো সে।

'এরপর শুধু বাধ্য হলে যাত্রা বিরতি'—রওনা দেওয়ার আগে জানিয়ে দিল ম্যাক্স—'সান টাবেলো এখান থেকে দেড় দিনের পথ,

পথে শুধু ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে থামবো আমরা।'

কারো আপত্তি নেই, কারণ এ অবস্থায় কোথাও খামোখা থেমে সময় নষ্ট করতে কেউই ইচ্ছুক নয়।

'তবে রওনা দেওয়া যাক'—ওনেচ্ বললো, সেই সবচেয়ে আগে। তার পাশাপাশি ম্যাক্স, ডানকান আর ফ্রান্সিস। মাঝখানে অন্যান্যের সঙ্গে জুডিথ, অ্যাব, ওবি, পেছন দিকে বেন আর হারপার।

চৌদ্দ

কথামত এক নাগাড়ে ঘোড়া ছুটালো তারা। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিল সামান্য।

ক্যাভেন্ট থেকে রওনা দেয়ার বশ ঘণ্টা পর তারা হিকস পাস -এ এসে পৌঁছালো। সান টাবেলো এখান থেকে মাত্র পনেরো মাইলের পথ। তারা ঠিক করেছে এখানেই সামান্য সময় বিশ্রাম নেবে তারা, বিশ্রাম দেবে ঘোড়াগুলোকে, নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র সাফ-সুতরো করবে, তারপর একদম প্রস্তুত হয়ে সান টাবেলোয় ঢুকবে। সান টাবেলোর এখন কি অবস্থা জানেনা তারা, সুতরাং যে কোনো অবস্থা মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ওখানে ঢোকাই উচিত।

বেন আর হারপার অবশ্য বেশী অস্থির হয়ে পড়েছিল। শেরিফের জন্যে খুব বেশী চিন্তিত তারা, চিন্তিত জুডিথ। ওনেচ্ একবার বললো, বিশ্রামের প্রয়োজন নেই তার, ঘোড়ারও দরকার নেই, এই পনেরো মাইল একছুটে চলে যেতে পারবে সে। তাকেও নিবৃত্ত করলো ডানকান। বললো—'এক-আধ ঘণ্টার ব্যাপার ওনেচ্, একা যাওয়ার চেয়ে কিছুক্ষণ পর সবাই মিলে যাওয়াই ভালো।'

এসব কথাবার্তা বলতে বলতে তারা খুব হঠাৎ করেই চুপ করে গেল। দৃশ্যটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না তাদের কাছে। তারা যে সেলুনে বসেছে, তাঁর দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে শেরিফ রুডি হকস্। তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। ম্যাক্স আর ডানকান একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—'রুডি, তোমার সঙ্গে বহুদিন পর দেখা রুডি, পুরনো বন্ধু।'

ওনেচ্ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গেল। বেন আর হারপার চাপা উত্তেজনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো—'আপনি কেন এখানে?'

হাসলো শেরিফ—'গতরাতে যখন অফিসে গুলি করলো ওরা তখন আর ও শহরে থাকা নিরাপদ বোধ করলাম না। আজ সকালে এসেছি এখানে, তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'শেরিফ, আপনাকেও গুলি করেছে ওরা'—রেগে গেছে ওনেচ্।

: হ্যাঁ, মেরে ফেলতেই চেয়েছিল।···কি যে অবস্থা, প্রাণভয়ে শেরিফকে কিনা নিজের শহর ছেড়ে চলে আসতে হয়···অবশ্য ভালোই হয়েছে, আমি এখন ওদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি অস্ত্র ধরতে পারবো।'

'কাজটা কি গ্যারী কুপারের?'—জিজ্ঞেস করলো ফ্রান্সিস।

মাথা ঝাঁকালো শেরিফ—'দেখিনি, তবে আন্দাজ করছি ওই

হবে।'

: আমারও তাই ধারণা। হৈ চৈ বাঁধানো, গোলমালে জড়িয়ে পড়ে ইচ্ছে মতো গুলি চালানো'র স্বভাব গ্যারীর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। ও কখনো আগ-পিছ ভাবেনা।···শেরিফ, আপনার সঙ্গে অবশ্য আমার ফর্মাল পরিচয় হয়নি। আমার নাম ফ্রান্সিস উইলিয়াম। আমি দক্ষিণের লোক। আমার বাবা'র খুনী গ্যারী কুপারের খোঁজে আমি এ অঞ্চলে এসেছি।

হাত মেলালো শেরিফ, বললো—'আশা করছি, গ্যারীকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে।'

বেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু সংক্ষেপে খুলে বললো শেরিফকে। টুকটাক কিছু কথা বললো তারা। একসময় শেরিফ উঠে গিয়ে জুডিথের সামনে দাঁড়ালো।

'কেমন আছো জুডি'—গলা নামিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো।

: ভালো। আপনি?

: আমি ভালোই।···পথে তোমার কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

গভীর চোখ তুলে তাকালো জুডিথ, সামান্য হাসলো, নরম গলায় বললো—'না শেরিফ, কোনো অসুবিধে হয়নি। আপনার লোক ছিল সব জায়গায়।'

প্রসঙ্গক্রমে রিকারের কথা উঠলো। অ্যাব যে মেমোরি ফিরে পেয়ে ছ'বছর আগের সেই ঘটনার কথা মনে করতে পেরেছে জুডিথ সে কথা জানালো শেরিফকে। বললো, অ্যাব অনা যে লোকটির বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে রিকারের পুরো মিল রয়েছে। শেরিফ সামান্য হাসলো, বললো—'ব্যাপারটা যে এ রকমই কিছু হবে, তা আমার জানাই ছিল।'

: জানাই ছিল ?

: ছিল, কিন্তু কোনো প্রমাণ ছিল না হাতে। ফ্রাঙ্ক আমাকে কোনোদিন কিছু বলে নি, জিজ্ঞেস করলেও বলে নি। আমি শুধু জানতাম একটা ষড়যন্ত্র চলছে ফ্রাঙ্ক আর ওর খামার নিয়ে। ষড়-যন্ত্রে গ্যারিটি আর রিকার জড়িত, তাও জানা ছিল। কিন্তু আইনতঃ ওদের বাধা দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই আমার ছিল না। ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পরও আইনতঃ আমার কিছু করার ছিল না। আমি শুধু চাচ্ছিলাম···

: কি চাচ্ছিলেন ?

: চাচ্ছিলাম ফ্রাঙ্কের আপনজন কেউ আসুক। তারাই মূল কাজটা করবে, আমি শুধু পেছনে থাকবো।

: তবে আমি যখন এলাম তখন অমন করছিলেন কেন ? কেন আপনার মধ্যে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছিল ?

: ও রকম না করে উপায় ছিল না, কারণ আমি দেখতে চেয়ে-ছিলাম তুমি সত্যিই ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ চাও কি না। যখন দেখলাম তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তখনই আমি তোমাকে সাহায্য করবো বলে ঠিক করলাম।

'তাই ?'—বাচ্চা মেয়ের মতো জিজ্ঞেস করলো জুডিথ।

'তাই'ই,—মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বললো শেরিফ।

মিনিট পনেরোর মধ্যে তারা পরিকল্পনা সেরে ফেললো। জেফ গ্যারিটির বাসায় উঠেছে সবাই। সেটাই সমস্যা। কারণ সে বাসায় ঢোকার পথ একটাই। তা ছাড়া ঢুকতে হলে কারণ দরকার। শেরিফ বললো—'সেটা করা যাবে, বলবো আমাকে অফিসে গুলি করা হয়েছে, সন্দেহ করছি অপরাধী এ বাসায় আছে, সুতরাং সার্চ

করবো।'

: ওরা নিশ্চয় রাজী হবে না।

: রাজী যেন না হয় সেটাই আমরা চাইবো। কারণ তাহলে বলতে পারবো শেরিফকে তার অফিসের কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

: তারপর ?

: সত্যি কথা বলতে কি গুলি ওদের আগে ছুঁড়তে হবে। এবং আমি জানি সেটা ওরা করবে। কারণ ওরা নার্ভাস না হলে এক জায়গায় এসে এভাবে জড় হতো না। ওরা যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতো তবে দেখতো আইনতঃ ওদের, মানে গ্যারিটি আর রিকারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু ওদের মাথা এখন গরম। ওরা ভয় পেয়েছে, খুব বেশী ভয় পেয়েছে। আর আমরা এই সুযোগই নেব।

অ্যাব ছিল বড়দের পাশেই বসে। সে জিজ্ঞেস করলো—'কিন্তু আমার বাবা'র মৃত্যুর জন্যে জেফ গ্যারিটি আর রিকার দায়ী এটাতো ঠিক ?'

মাথা দোলালো শেরিফ—'সব দিক বিবেচনা করে আমরা এক-বাক্যে বলতে পারি এটা সম্পূর্ণ ঠিক। ওদের আচরণই বলে দিচ্ছে ওরা দোষী।'

: কিন্তু আদালতে সেটা প্রমাণ করা যাবে না, এই তো ?

: হ্যাঁ, তুমি বললেই হবে না। গ্যারিটি আর রিকারের উকিল বলবে তুমি শত্রুতা করে ওসব বানিয়ে বলছো, মামলা কেঁচে যাবে।

'ঠিক আছে'—সামান্য হাসলো অ্যাব—'তবে গ্যারিটি আর রিকার আমার বাবা'র মৃত্যুর জন্যে দায়ী, সেটা আমার জানা থাকলো।'

বড়রা আবার নিজেদের আলাপে ফিরে গেল। শেরিফ বললো —'আদালতে প্রমাণ করা যাবে না তাই আমাদের সোজা পথে না গিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে। ওরা গুলি চালালেই আমি শান্তিপ্রিয় লোক অর্থাৎ তোমাদের নিয়ে আক্রমণ করবো শহরের শান্তি-রক্ষার্থে। তাছাড়া গ্যারিটি আর রিকার নিশ্চয় অনেক আউট ল জোগাড় করেছে। শহরের শান্তি রক্ষার জন্যে এসব আউট ল'কে বাধ্য হয়ে মেরে ফেলা কোনো ব্যাপারই নয়।'

'ঠিক আছে'—ডানকান বললো—'আপাততঃ এটুকু, বাকীটুকু সান টাবেলো পৌঁছে দেখা যাবে। এখন রওনা দেওয়া যাক।'

সবাই উঠলো।

পনেরো মাইল রাস্তা ফুরিয়ে গেল অল্প সময়েই। শহরে প্রথমে ঢুকলো শেরিফ। তার পাঁচ মিনিট পর পুরো দল।

আধঘন্টা পর তাদের দেখা গেল নতুন করে বৈঠকে বসতে। এই একটু আগে ওনেচু খবর এনেছে ফ্রাঙ্ক লাথামের খামারে অনেক নতুন লোক। জীর্ণ খামার এতোদিন দাঁড়িয়ে ছিল। অচেনা লোকজন ঘর ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে। খামারের একদিকে কাঁটা-তারের বেড়াও দেওয়া হয়ে গেছে।

খবর শুনে বেন আর হারপারকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল শেরিফ। সে নিজের চোখে দেখে এসেছে খামার এখন অচেনা লোকজনের দখলে। ওরা কে তা বুঝতে অবশ্য কারো অসুবিধে হচ্ছে না। তবে এটাই সুযোগ। হারালে চলবে না।

শেরিফ এরপর দল নিয়ে গেল খামারে। খামারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো পুরো দল। শেরিফ একা ভেতরে ঢুকলো।

কাউকেই চেনেনা, অন্তত চোখের সামনে যারা পড়লো তাদের কাউকে নয়। শেরিফকে দেখে কারো কোনো ভাবান্তর ঘটলো বলে মনে হলো না। এক পলক শুধু তাকে দেখে নিয়ে যে যার কাজ করেই যেতে লাগলো। সবচেয়ে কাছের লোকটার কাঁধে হাত রাখলো শেরিফ—'এ জায়গাটা ফ্রাঙ্ক লাথামের। তোমরা অবৈধ প্রবেশ করেছো?

পই করে ঘুরলো লোকটা—'কি?'

: খামারটা ফ্রাঙ্ক লাথামের। তোমাদের এখানে প্রবেশ অবৈধ।

আপাদমস্তক তাকে দেখলো লোকটা, নিপট ভালো মানুষের মতো বললো—'তুমি এখানকার শেরিফ? বেশ। কিন্তু খামার তো জেফ গ্যারিটির, তার কাছে কাগজ-পত্র রয়েছে। আমাদের পাঠিয়েছেন কিছু ঠিকঠাক করার জন্যে।'

এমন উত্তরে একটু বোকাই বনে গেল শেরিফ, বললো—'না, ফ্রাঙ্ক লাথামের খামার এটা। মিঃ গ্যারিটি কেনেন নি। আমি এখানকার শেরিফ। মিঃ গ্যারিটি কিনলে আমি জানতাম।'

মাথা দোলালো লোকটা—'তা, আমি কি করতে পারি শেরিফ? আমি তো নিছক কর্মচারী মাত্র। আপনি বরং মিঃ গ্যারিটির সঙ্গে কথা বলুন।'

বেরিয়ে এলো শেরিফ। এই মুহূর্তে এখানে আসলেও তার কিছুই করার নেই। মিঃ গ্যারিটির সঙ্গে কথা বলা দরকার। চালটা ভালো চেলেছে গ্যারিটি, একটু হাসলো রুডি হকস্।

তবে সে যা ভেবেছিল তাই ঘটলো। গ্যারিটির বাড়ির সদর দরজা থেকে অচেনা এক লোক নির্বিকার গলায় বললো—'মিঃ গ্যারিটি বাসায় নেই।'

: কোথায় গেছেন ?

: বলে যান নি। সপ্তাহখানেক পরে ফিরবেন।

হাসলো শেরিফ—'শোন, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমি যাওয়া মাত্র তুমি ছুটে গিয়ে গ্যারিটিকে বলবে আধঘণ্টার মধ্যে যদি ফ্রাঙ্ক লাথামের খামার থেকে সে তার লোকজন সরিয়ে না নেয় তবে পরিণতি খুব খারাপ হবে। আধঘণ্টা সময়, মনে থাকে যেন।'

লোকটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

ফিরে এলো রুডি হকস্। গ্যারিটির লোকের সঙ্গে কি কথা হলো সেটা জানালো সবাইকে। এখন ?

ডানকান বললো—'আধঘণ্টা সময় যখন তুমি বরাদ্দ করেছো রুডি তখন আপাততঃ আধঘণ্টা আমরা কিছুই করবো না। কিন্তু তারপর ?'

'দু'টো কাজ আমরা করতে পারি'—শেরিফ বললো—'আউট-ল লুকিয়ে আছে বলে গ্যারিটির বাসায় সার্চের ব্যবস্থা করতে পারি, কিংবা বেআইনী অনুপ্রবেশের জন্যে খামারের ঐ লোকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করতে পারি, আসল মালিক তো আমাদের সঙ্গেই। দু'ব্যবস্থায়ই কিন্তু গোলাগুলি চলবে, এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি। এখন তোমরা বলো কোনটা আগে করবো।'

তারা ঠিক করলো প্রথমে খামারের লোকগুলোকে সরাতে হবে। কারণ তারা আছে প্রায় খোলা জায়গায়। খোলা জায়গায় শত্রু রেখে অন্য কোনো কাজে হাত দেওয়া উচিত না।

সুতরাং তারা আধঘণ্টা অপেক্ষা করলো। কিন্তু না, কেউ বের হলো না গ্যারিটির বাড়ি থেকে, যেন কিছুই হয়নি। শেরিফ তাই খামারে ফিরে চললো।

'পাঁচ মিনিট সময় দিলাম তোমাদের' – খামারের ভেতরে ঢুকে সে গম্ভীর গলায় বললো – 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেবো।'

'কিন্তু মিঃ গ্যারিটির খামার এটা' – লোকজন হৈ চৈ করে উঠলো।

'না' – কঠিন গলায় বললো শেরিফ – এই খামার যে মিঃ গ্যারিটির নয় তা তোমরাও ভালো করে জান। আসল মালিক আছে এখানে, এই শহরেই। সে কাউকে বিক্রি করে নি এই খামার। সুতরাং পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাদের।'

'ঐ সময়ের মধ্যে আমরা যদি বেরিয়ে না যাই শেরিফ?' – একজন কঠিন গলায় জানতে চাইলো।

: তবে খামারের মালিক যে কোনো ব্যবস্থা নিলে আমি সেটাই সমর্থন করবো।

: তবে তাই হোক। তুমি বা তোমার বানানো মালিক যা ইচ্ছে করতে পার, আমরা এখান থেকে মিঃ গ্যারিটির আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সরছি না।

সামান্য হেসে মাথা ঝাঁকালো শেরিফ, বেরিয়ে এলো।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করালো তারা। হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো শেরিফ – 'নাহ, গোলাগুলি দেখি আমাদেরই প্রথমে আরম্ভ করতে হচ্ছে।'

তিন দলে ভাগ হয়ে গেল তারা। খামারের পশ্চিম-দক্ষিণে গেল ডানকান, তার দল। উত্তর-পুবে গেল ম্যাক্স ও তার দল। মাঝখানে থাকলো শেরিফ, বেন, হারপার, ওনেচু, আরো কয়েকজন। জুডিথকে সঙ্গেই আনতে হয়েছে। কারণ সে অংশ নেবেই। তার দিকে ফিরলো শেরিফ।

: নিয়ম মতো ঐ খামার তোমার, অ্যাবের আর ওবি'র। এখন বাধ্য হয়ে অনুপ্রবেশকারী তাড়াতে তোমরা যে কেউ গুলি চালাতে পারো।···তুমিই চালাও।

একটু হাসলো জুডিথ। রাইফেলটা তুললো। কিন্তু কোথায় গুলি চালাবে? দেখা যাচ্ছে না কাউকেই। শেষে সে একটা খোলা জানালা বেছে নিল। খুব সহজ ভঙ্গিতে গুলি ছুঁড়লো।

'চমৎকার'—প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো শেরিফ—'এখন বোধ-হয় আমরা মিস জুডিথ, অ্যাব আর ওবি'র সমর্থক হিসেবে গুলি ছুঁড়তে পারি।'

জুডিথকে সরিয়ে দেওয়া হলো পেছনে ফ্রান্সিসদের কাছে। ফ্রান্সিস তার সঙ্গী তিনজনকে নিয়ে একটু পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। প্রয়োজন পড়লে সে এগোবে।

'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না'—চেঁচিয়ে বললো ম্যাক্স—'খাপলা আছে কোথাও।···যাই হোক, আরম্ভ করছি।'

তিন দল এক সঙ্গে রাইফেল তাক করলো। কোনো উত্তর এলো না খামার থেকে। আরেক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লো তারা। এবারও খামার থেকে উত্তর এলো না। ব্যাপারটা অবাক করলো তাদের। জীর্ণ খামার বাড়ির যে অবস্থা, তাতে এভাবে গুলির মুখে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং নিশ্চুপ কেন ওখানকার লোকজন, কেন তারা গুলি ছুঁড়ছে না?

গুলি এলো পেছন থেকে। তারা কেউ লক্ষ্য করেনি গ্যারিটির বাড়ি থেকে জনা পনেরো লোক বেরিয়ে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে আড়াল নিয়েছে তারা। তারপর গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

প্রথম গুলিতেই পড়ে গেল ফ্রান্সিসের সঙ্গী জ্যাগার। চট করে পেছনে সরে এলো শেরিফ। একটানে জুডিথকে নিয়ে এলো আড়ালে। ইতিমধ্যে খামারের লোকজন গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

'আমি এই ঘাপলাটার কথাই বলছিলাম'—চেঁচিয়ে বললো ম্যাক্স —'ব্যাটারা ভালোই চাল চেলেছে।'

তা বটে, লজ্জায় নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করলো শেরিফের, খুব সাধারণ একটা ব্যাপার, অথচ এই সাধারণ ব্যাপারটাই তার মাথায় আসে নি।

এখন অবশ্য আক্রমণ ঠেকানো বড় কথা। দু'দিকের এই আক্রমণের সামনে টিকে থাকা মুশকিল। খুব দ্রুত তারা দু'ভাগ হয়ে গেল। খামার সামলানোর দায়িত্ব থাকলো শুধুমাত্র ম্যাক্স আর তার দলের ওপর, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ থেকে ডানকানের দলের দু'জন অবশ্য তাদের সহযোগিতা করবে। বাকী সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো গ্যারিটির বাসা থেকে বেরিয়ে আসা লোকজনকে সামলাতে। মিনিট দশেক দু'পক্ষই না থেমে এক নাগাড়ে গুলি চালালো।

'এভাবে হবে না'—শেরিফ বললো—'ওনেচু, তুমি মিক আর ডেনিস'কে নিয়ে ডানে সরে যাও, ওদের বা'দিকে চাপ দেবে তুমি। বেন, তুমি একাই যাও ডানকানের ওখানে। ওর কাছ থেকে দু'জনকে নিয়ে ডান দিকে এগিয়ে যাবে তুমি, পেছনে কভার দিতে বলবে ডানকানকে।'

শেরিফের পরিকল্পনা কাজে দিল। ত্রিমুখি আক্রমণের চাপে গ্যারিটির দলটা পিছু হটলো। তবে তারাও কামড় দিতে ছাড়লো না। দু'জনের একেকটি দল তৈরি করে তারাও বিভিন্ন দিক থেকে

এগিয়ে এলো। খুব অল্পের জন্যে একবার বেঁচে গেল শেরিফ। আধশোয়া সে, তার মুখের ঠিক সামনে থেকে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। অবশ্য পরমুহূর্তে গুলি ছুঁড়ে বিপক্ষের একজনকে কমিয়ে দিল সে।

ডানদিক থেকে খুব চাপ সৃষ্টি করেছিল ওনেচু, মিক আর ডেনিস। প্রথম ভাঙ্গন ধরলো সেদিকেই। পিছু হটতে লাগলো শত্রু। তবে শেষবারের মতো হঠাৎ করে প্রচণ্ড চাপ দিল তারা। চাপটুকু সহ্য করতে না পারলে লড়াই এখানেই শেষ হয়ে যেত। তবে সামলানো গেল। দৌড়ে পালানো শত্রুর একজনকে ফেলে দিল ফ্রান্সিস, আরেকজনকে ফেললো জুডিথ। রাইফেলে তার নিশানা দেখে এই বিপদের মধ্যেও চমৎকৃত হলো শেরিফ।

ওদিকে খামার থেকেও পালিয়েছে শত্রু। খামারের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে তারা বহুদূরে চলে গেছে। ঘুরপথে তারা সম্ভবতঃ গ্যারিটির বাসায় গিয়ে উঠবে। কিন্তু এ মুহূর্তে তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব না।

মোট এগারো জনকে মাটি দিতে হবে। গ্যারিটির আটজন। পেছন থেকে আক্রমণ করা দলটির পাঁচজন মারা গেছে, খামারে মারা গেছে তিনজন। তাদের নিজেদের ক্ষতিও কম নয়। ফ্রান্সিস, ম্যাক ও ডানকান তিনজনই একজন করে সঙ্গী হারিয়েছে।

পনেরো

শেরিফের অফিসটাই তারা অস্থায়ী আস্তানা বানিয়েছে। বিকেলের দিকে শহরের কয়েকজন ঘনেদী অধিবাসী দেখা করতে এলেন শেরিফের সঙ্গে। তাঁরা এই গোলাগুলির কারণ এবং অবস্থা কতোটুকু গুরুতর তা জানতে চান। তাঁদের যতটুকু জানানো যায় জানালো শেরিফ। বললো—'ফ্রাঙ্ক লাথামের খামারের দখল নিতে এসেছে ফ্রাঙ্কের বোন আর দুই ছেলে। গ্যারিটি দিচ্ছে না। খামার সে দখল করতে চায়। গোলাগুলি এজন্যেই।' ঘটনাটা সে খুলে বললো। বললো, গ্যারিটির লোকজনের সঙ্গে ফ্রাঙ্কের বোন আর ছেলের পক্ষের লোকজনের সংঘর্ষ হয়েছে। নিজের ভূমিকাও জানালো সে, বললো, আইন যেদিকে সেদিকেই আছে সে। শহরের লোকজনকে ভয় পেতে বারণ করলো, কাল সকালের মধ্যেই সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে, এমন অভয়ও দিল।

শহরের লোকেরা ফিরে যাওয়ার পর শেরিফ বললো—'হ্যাঁ, কাল সকালের মধ্যেই এই ঝামেলা শেষ করতে হবে। সুতরাং আজ রাতেই আক্রমণ করবো আমরা। ওরা অবশ্য খুব নিরাপদ জায়গায় আছে। কিন্তু শুধুমাত্র সে কারণেই ওরা বেঁচে যেতে পারে না।'

'না, তা পারে না' – ঠাণ্ডা গলায় ফ্রান্সিস বললো—'আজ রাতেই।'

'তাছাড়া বলা যায় না ওদের আরো লোক চলে আসতে পারে' – ডানকান সায় দিল – 'কিংবা নতুন কোনো পরিকল্পনা আঁটতে পারে ওরা। তার আগেই ওদের উপড়ে ফেলতে হবে।'

'আমাদের একটা নিখুঁত প্ল্যান দরকার' – সবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মুখ খুললো শেরিফ – 'ওরা কি কি ব্যবস্থা নিতে পারে সেসব বিবেচনা করে আমরা আমাদের প্ল্যান করবো।'

শেরিফের কাছে এসে বসলো সবাই।

সন্ধ্যার আগেই সঙ্গে তিনজন নিয়ে ওনেচু রওনা দিল। গ্যারিটির বাড়ির পেছন দিকেই পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গা, সেখানে ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা। ওনেচু ঘুরপথে গিয়ে সেই উঁচু জায়গায় উঠবে। একবার উঠতে পারলে উঁচু থেকে গ্যারিটির বাড়ির পুরোটাই সে কভার করতে পারবে। তিনঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে তাকে। দেড়ঘণ্টা লাগবে তার ঘুরপথে পৌঁছতে আর দেড়ঘণ্টা লাগবে ঐ পাহাড়ে উঠে গ্যারিটির বাড়ির ঠিক পেছনে পৌঁছতে।

ঠিক হলো সোজা এগিয়ে আক্রমণ করবে তারা। তবে গুলি ছুঁড়ে এগোতে এগোতে গ্যারিটির বাড়ির কাছাকাছি হলেই দলটা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাবে। এতে অবশ্য রিস্ক আছে। কিন্তু এখন রিস্ক একটু নিতেই হবে। গ্যারিটির বাড়ির অবস্থান এমন, সেখানে অন্য কোনো ভাবে আক্রমণ চালানো সম্ভব নয়।

ছ'টার দিকে ওনেচু রওনা দিয়েছে। রাত সাড়ে আটটার দিকে তারা উঠলো। জুডিথকে সঙ্গে নেওয়া হবে না। ওকে শেরিফ হাতে রাইফেল ধরিয়ে ওর আপত্তি সত্ত্বেও অ্যাব আর ওবি'র সঙ্গে রেখে যাচ্ছে।

সংখ্যায় মাত্র সতেরোজন তারা। এরমধ্যে ওনেচ্'র সঙ্গে গেছে তিনজন। এখন এখানে তেরোজন। শেরিফ মাথা চুলকে একটু হাসে— সংখ্যাটা একটু কম হয়ে গেল, মাত্র তেরোজন।' ডানকান বললো—'সুতরাং আমাদের গুলি চালাতে হবে দ্রুত যেন ওরা ভাবে আমরা নিদেনপক্ষে ছাব্বিশ জন।'

ঠিক ন'টার সময় তারা প্রথম আক্রমণ চালালো। ওনেচ্'র ইতিমধ্যে গ্যারিটির বাড়ির পেছনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। শেরিফ চেঁচিয়ে বললো—'গ্যারিটির বাড়ি আউট ল'য়ে ভর্তি হয়ে গেছে, আইনের প্রয়োজনে আমি তোমাদের সে বাড়ি আক্রমণের অনুমতি দিচ্ছি।'

প্রথমে এগোলো ডানকান আর ম্যাক্স, সঙ্গে আরো তিনজন। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা সোজা এগিয়ে দু'দিকে চলে গেল। ডানকান গেল ডানদিকে, ম্যাক্স বা'য়ে। ইতিমধ্যে গ্যারিটির লোকজন গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঐ গুলি-বৃষ্টির মধ্যেই সঙ্গে দুজন নিয়ে ছুটলো বেন আর হারপার। নিয়ম মতো বেন আর হারপার আক্রমণ চালালো, পেছনের দু'জন কভার দিল। গ্যারিটির বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে তারা দু'জনও দু'দিকে চলে গেল। এই একই প্রক্রিয়ায় এগিয়ে এসে শেরিফ ডানে আর ফ্রান্সিস বা'য়ে মোড় নিল।

গ্যারিটির লোকজন ইচ্ছে মতো গুলি চালাচ্ছে। সম্ভবতঃ বহুদিন তারা এমন প্রাণ খুলে গুলি চালানোর সুযোগ পায় নি। গুলির সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজও চালাচ্ছে তারা। গ্যারিটির উঠোনেও খুব হৈ চৈ। বোঝা যাচ্ছে প্রায় সবাই ঘর বা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

'এইবার ডানকান, ওরা এইবার মজা বুঝবে' শেরিফ বললো। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রায় একসঙ্গে চারটে রাইফেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। চিৎকার শোনা গেল উঠোন থেকে। হঠাৎ চমকে গিয়ে গুলি থামিয়ে দিয়েছে, মাটিতে পড়ে থাকা তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে তারা হতভম্ব। এই সুযোগটাই নিল ওনেচু'রা। আরেক রাউণ্ড গুলি চালালো তারা। এবার পড়লো দু'জন। লোকজনের খেয়াল হলো। তারা রাইফেল তুলে পাহাড়ের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। কিন্তু ওনেচু'রা এমন জায়গায় আছে, নিচ থেকে হাজার রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লেও তাদের কোনো অসুবিধে হবে না। পরের বার আরো দু'জনকে মাটিতে শুইয়ে ফেললো তারা।

এতক্ষণে হুশ ফিরলো গ্যারিটির লোকজনের। তারা আড়াল নেওয়ার জন্যে পাগলা কুকুরের মতো দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো। অতদূর থেকে বোঝা মুশকিল, বিশেষ করে রাতের বেলা, তবু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে ওনেচুরা গ্যারিটির বাড়ির সদর দরজা আর দরজার দু'পাশের দেওয়ালের ওপর গুলি চালাতে লাগলো। পরপর ছ'রাউণ্ড। যে লোকজন পাহারায় ছিল তারা প্রাণ বাঁচাতে সরে গেছে।

'এইবার' শেরিফ বললো। মাথা নিচু করে ছুটলো সবাই। মাঝখানে ষাট সত্তর গজের মতো দূরত্ব। খুব দ্রুত সেটুকু পেরিয়ে গেল তারা। লাফিয়ে উঠলো গ্যারিটির বাড়ির দেওয়ালের উপর। ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লো নিচে। তাদের ঠিক পেছনে পেছনে অ্যাবও নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়লো গ্যারিটির বাড়ির ভেতর, তারা কেউ লক্ষ্য করলো না।

গ্যারিটির লোকজন টের পেয়েছে। কিন্তু তারা কিছু করতে

পারছে না। আড়াল থেকে তারা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। তিন মিনিট সময়ের কথা বলা হয়েছিল ওনেচ্‌কে। চার মিনিটের মাথায় সে তার সঙ্গী নিয়ে অনবরত গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। এবার তারা গুলি ছুঁড়ছে ঘরের দরোজা জানালা আর বিভিন্ন আড়াল লক্ষ্য করে, লুকিয়ে যারা আছে তারা যেন অতিষ্ট হয়ে ওঠে।

মিনিট পাঁচেক আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকজন গুলি-বৃষ্টির মুখে সুস্থির থাকতে পারলো। একটা ছায়া দেখলো শেরিফ, ছায়াটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বেনকে বললো সে—'প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হওয়ায় এটা একটা উল্লেখ করার মতো লড়াই হয়ে গেল বেন, প্রায় তিনগুণ লোক নিয়েও ওরা আমাদের সঙ্গে পারবে না।'

আরো পাঁচ মিনিট পর আড়াল ছেড়ে গ্যারিটির লোকজন সত্যিই বেরিয়ে আসতে লাগলো।

'এবার আমাদের পালা'—চেঁচিয়ে বললো শেরিফ, পরমুহূর্তে সামনাসামনি লড়াই আরম্ভ হলো। নিজেদের কারো গায়ে লাগতে পারে মনে করে ওনেচুরা ইতিমধ্যে গুলি করা বন্ধ করেছে।

তাদের সাপোর্টের অবশ্য এখন খুব একটা দরকার নেই। কারণ গ্যারিটির লোকজন মনোবল হারিয়েছে। আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা গুলি খাচ্ছিল।

গ্যারিটির উঠোনটা অনেক বড়। এককোণে উইণ্ডমিল আর আস্তাবল, এদিকে ছোট ছোট কয়েকটা ঘর, কিছু গাছ এসব। তার অধিকাংশ লোকই আড়াল নিয়েছে ছোট ছোট ঘরগুলোর পেছনে কিংবা ভেতরে। তাদের শেষ করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার হলো না।

উইণ্ডমিলের কাছে গিয়ে গ্যারী কুপারকে পেল ফ্রান্সিস। 'পেছনে ফিরো না গ্যারী'—মৃদু গলায় সে বললো—'অনেকদিন পর তোমার

সঙ্গে দেখা, একটু রয়ে-সয়ে আমি তোমার মুখ দেখতে চাই।'

পাথর হয়ে গেল গ্যারীর শরীর। বললো—'এবার আমার কপালটা খারাপ ফ্রান্সিস, ভুল করে যে দল হারবে সে দলে যোগ দিয়েছিলাম।' এক ইঞ্চি সরালো সে ডানহাত।

: তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

'ইয়ার্কী মারছো?'—গ্যারী আরেক ইঞ্চি সরালো হাত।

'না না, কক্ষনো না, তুমি আমার ইয়ার নও যে তোমার সঙ্গে ইয়ার্কী মারবো'— ফ্রান্সিস মাথা নাড়লো।

'ফ্রান্সিস, তুমি কিন্তু একটা ব্যাপার ভুল বুঝেছো, আমি তোমার বাবাকে···' ইতিমধ্যে ডান হাত আরেক ইঞ্চি সরিয়ে ফেলেছে গ্যারী। কথা শেষ করলো না সে. পই করে ঘুরে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলো। হাসলো ফ্রান্সিস, তার যেন কোনো তাড়া নেই এমন ভাবে সে ডান হাতটা নামালো উঠালো। মাটিতে পড়ে থাকা গ্যারীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বললো—'বোকা গ্যারী, কথা বলে তুমি সময় নিচ্ছিলে এটা কি আমি বুঝিনি, পিস্তল উঁচিয়ে লাফ দিলেই হলো?'

সামান্য প্রতিরোধের পর গ্যারিটির লোকজন পালাতে আরম্ভ করলো। কেউ কারো দিকে ফিরে তাকালো না। তারা সদর দরজা খুলে ফেললো গুলি চালিয়ে, কেউ কেউ দেয়াল টপকালো।

গ্যারিটির মূল বাড়িতে বন্দুকবাজ ছিল মাত্র তিনজন। দরজা ভেঙ্গে শেরিফ ভেতরে ঢুকে পড়তে তারা গুলি চালায়। পাল্টা গুলি চালায় শেরিফের দল। তিনজনই মারা যায়, তবে সঙ্গে শেরিফের দলের একজনকে নিয়েও যায় তারা।

গ্যারিটিকে পাওয়া গেল একদম ভেতরের ঘরে। হাতে পিস্তল,

কিন্তু মৃত। ছুরি বিঁধে আছে তার গলায়, শুধু হাতলটুকু বাইরে। একটু দূরে মেঝেতে বসে অ্যাব। ডান হাত দিয়ে রক্তাক্ত বাম বাহু চেপে ধরে আছে। ধমকে উঠতে গিয়েও থেমে গেল শেরিফ, কাপড় ছিঁড়ে হাত বেঁধে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি এ বাড়িতে ঢুকলে কি ভাবে?'

'জানালা দিয়ে'—অ্যাব বললো, তারপর জিজ্ঞেস করলো—'এই লোকটাই তো আমার বাবা'র খুনের জন্যে দায়ী, তাই না?'

: হ্যাঁ, এই লোকটাই।

অ্যাব কিছু বললো না। শুধু ওর দু'চোখে দেখা গেল সন্তুষ্টি।

গোলাগুলি একেবারে থেমে গেছে। গ্যারিটির বেশ কিছু লোক মারা গেছে। বাকীরা পালিয়েছে না হয় আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের সব অস্ত্র নিয়ে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে পুরে রেখে মৃত-দেহগুলো এক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো শেরিফ।

কিন্তু রিকার নেই কোথাও। শেরিফ প্রথমে ভেবেছিল মারা গেছে সে। কিন্তু গ্যারিটির পুরো বাড়ি, আশেপাশের জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রিকারের মৃতদেহ পাওয়া গেল না। ম্যাক্স বললো—'পালিয়েছে রিকার। বিপদ বুঝতে পেরে ঠিক পালিয়েছে।'

হয়তো তাই, কিন্তু শেরিফ ব্যাপারটা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারছে না, বললো—'কিন্তু ম্যাক্স, রিকার যদি সত্যিই পালিয়ে থাকে তবে সেটা খুব খারাপ ব্যাপার হবে। ফ্রাঙ্ক ছাড়াও এতসব মৃত্যুর জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সে, তাছাড়া ওকে বিশ্বাস নেই, এবার পালিয়ে যেতে পারলে আবার সময়-সুযোগ পেলে উঠে পড়ে

লাগবে।' বলতে বলতে শেরিফের মুখ হঠাৎ সাদা হয়ে গেল—'জুডিথ, জুডিথ আর ওবি আছে আমার অফিসে। রিকার পালাবার পথে ওখানে যায় নি তো?'

মুহূর্তমাত্র দেরি করলো না রুডি হকস। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে উঠলো। ঘোড়া ছুটালো। তার পেছনে পেছনে এলো ম্যাক্স আর হারপার।

শেরিফ অফিসের দরজার কাছেই পাওয়া গেল জ্যাকব রিকারকে। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে সে। দু'চোখ খোলা, বুকের বাঁ-পাশে বিরাট এক গর্ত, এখনো অল্প অল্প রক্ত বেরুচ্ছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই শেরিফ জুডিথের রাইফেলের নলের সামনে পড়ে গিয়েছিল। ট্রিগারে আঙুল প্রায় বসে গিয়েছিল জুডিথের, কোনো মতে নলটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো—'লোকটা জ্যাকব রিকার, না?'

মাথা নাড়লো শেরিফ—'হ্যাঁ, কিন্তু...'

মৃদু গলায় জুডিথ বললো—'আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখছিলাম ওরা পালাচ্ছে। রিকারও পালাতে পালাতে হঠাৎ থেমে যায়। এদিকে এগিয়ে আসে, আমি চিনতে পারি ওকে, ওপরের ঠোঁটে লোম...'

থেমে গেল জুডিথ, শেরিফ যেন নিজের মনেই বলে—'ও হয়তো জানতো না কেউ আছে ভেতরে, হয়তো ভেবেছিল এখানে লুকিয়ে থাকবে, আমরা ফিরলে গুলি চালাবে। কিন্তু...ধন্যবাদ জুডি, ফ্রাঙ্ক লাথাম এখন শান্তিতে ঘুমোতে পারবে।'

জেলা শহরে অবস্থা জানিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠালো শেরিফ।

তারপর তারা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো মৃতদেহগুলো মাটি দিতে। তাদের নিজেদের ক্ষতি কম নয়। ফ্রান্সিস তার দুই সঙ্গী ডেনিস আর মিককে হারিয়েছে, ডানকান আর ম্যাক্সও দু'জন করে হারিয়েছে। মারা গেছে বেন। ফিশফেস আর বেন একই সঙ্গে দু'জনের দিকে গুলি চালিয়েছিল, একই সঙ্গে মারা গেছে দু'জন।

কবর দেওয়ার কাজ শেষ হতে হতে রাত ফুরিয়ে গেল। তার পরপরই চলে গেল ফ্রান্সিস। তাকে রাখা গেল না। বললো—'বাবার খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সাতজন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়েছিলাম আমি। প্রায় চারমাস পর প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি কিন্তু সাতসঙ্গীর কেউ ফিরছে না সঙ্গে। আমার ভালো লাগছে না।'

ম্যাক্স আর ডানকান ফিরে যাবে বিকেলের দিকে।

কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে তারা সবাই। কথা কম বলছে। প্রয়োজনীয় কাজগুলো করছে যন্ত্রের মতো। একা পেয়ে শেরিফকে বললো জুডিথ—'শেরিফ, ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর প্রতিশোধ চেয়েছিলাম বটে কিন্তু বড় বেশী দাম দিতে হলো।'

ম্লান হাসলো শেরিফ—'উপায় ছিল না। জীবন এরকম জুডি।'

'তবু'—চাপা. গলায় বললো জুডিথ—'এরকম আমি কক্ষনো চাই নি।'

জুডিথের কাঁধে হাত রাখলো শেরিফ—'এরকম কেউ চায় না জুডি, কেউ না। তুমিও চাও নি, আমিও না। কিন্তু জীবনে এসব এড়ানোও যায় না।'

জুডিথের কাঁধে সামান্য চাপ দিয়ে রাস্তার দিকে এগোলো শেরিফ।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'—পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো জুডিথ।

: একটু একা হাঁটবো, মন ভালো নেই আমার।

সামান্য ভাবলো জুডিথ, বললো—'একটু দাঁড়াও, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

শেষ

ওয়েস্টার্ন

সতর্ক প্রহরী

সফিক রশিদী

বিপদ, গোলমাল, অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারের গন্ধ পেলেই ভুঁই ফোড়ের মতো হাজির গেইস।

ওয়ালটার উইলসন কি খুব খারাপ লোক? তা না হলে তার এলাকায় রামরাজত্ব চলছে কেমন করে। ছোটখাটো ব্যাঙ্ক মালিকরা দাঁড়াতে পারছে না কেন? শয়ে শয়ে গরু মোষ রাতারাতি পাঁচার হয়ে যায় কোন পথে?

সব পুরুষের চোখে ঐ একই ক্ষুধা। তাহলে দিনের পর দিন কার জন্য অপেক্ষা করছে রিটা উইলসন? অনেক খোঁজ করেও ওর স্বপ্নের সেই চোখ জোড়ার আর দেখা পায় নি। কে সেই ভাগ্যবান?

ঘটনার আকস্মিকতার শিহরণ, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলে পড়ুন।

শনি

আহমেদ শফিক

বিদেশের মাটিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে অপরাধ ও তথ্যানুসন্ধান সংস্থা 'ইনিভার্সেল' গড়ে তুলছে এক বাঙালী যুবক আহমেদ জাফর। তাই অন্যের চেয়ে সমস্যাটা কঠিন তাঁর।

কোটিপতির স্ত্রী লাস্যময়ী জেনী উডের কেসটা নিয়ে প্রথমেই হারালো তার সহকর্মী ডায়নাকে। কেসটা তাহলে সাদা মাটা ক্লিপ্টোম্যানিয়ার নয়। যতো এগুতে থাকে জড়িয়ে যায় আষ্টেপৃষ্ঠে সে। এক সময় অবাক হয়ে আবিষ্কার করে তিন ধরনের শত্রুর সঙ্গে লড়তে হচ্ছে তাকে।

ওয়েষ্টার্ন

এবার ফেরাও

মঈনুল আহসান সাবের

কফিনে পুরে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো ফ্রাংক লাথামের লাশ। দেখলো জুডি, ফ্রাংক লাথামের বোন। দুই ছেলে। বের হয়ে পড়লো ওরা। খুনীকে বের করতে হবে। নিঃসঙ্গ, কঠিন আর বিপদসঙ্কুল পথ। তবু ওরা এগিয়ে যেতে থাকলো। টের পেল ওরা। ওদের সময় ঘনিয়ে আসছে। থামিয়ে দিতে হবে জুডিকে। হিংস্র হামলা চললো জুডির ওপর একের পর এক। কিন্তু জুডি একা নয়। নিহত ফ্রাংক লাথামের বন্ধুরা এবার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ভিন্নস্বাদের এক ব্যতিক্রমী ওয়েস্টার্ন যা পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৫ টাকা মাত্র

অবসর